উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

‘আমি শিবভক্ত, বিষপান করে ফেলি’ » ৮

পুজোর পর এসএসসি’র ফল প্রকাশ

দুর্গাপুজোর পরই হবে এসএসসি-র শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ইন্টারভিউ। দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা শেষে এমনটাই জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩০°	৩০°	২৯°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৫°	২৫°

বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে মিমিকে তলব ইডি’র » ৭

২৯ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 15 September 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 119

অপারেশন সূর্য-তিলক

সলমনের সঙ্গে হাত মেলালেন না সূর্যকুমার

পাকিস্তানের একের পর এক উইকেট পতনে সেলিব্রেশন ইন্ডিয়া টিমের। -পিটিআই

পাকিস্তানকে হেলায় হারাল ভারত

পাকিস্তান-১২৭/৯
ভারত-১৩১/৩ (৭ উইকেটে জয়ী)

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বর : পহলগামে নৃশংস জঙ্গিহানা।

জবাবে ভারতের অপারেশন সিঁদুর। মাঝে বেশ কয়েক মাস কাটলেও আবহ বদলায়নি। টসের সময় প্রতিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে এদিন হাত না মিলিয়ে যা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। সমর্থকদের অবশ্য একটাই দাবি, বাইশ গজেও ‘অপারেশন সিঁদুর।’

ঠিক সেটাই নিখুঁত স্ক্রিপ্টে করে দেখাল টিম ইন্ডিয়া। কুলদীপ যাদব (১৮/৩), অক্ষর প্যাটেল (১৮/২), জসপ্রীত বুমরাহদের (২৮/২) দক্ষতায় ১২৭/৯ স্কোরে আটকে যায় পাকিস্তান। টার্গেট কম থাকলেও আগ্রাসী মেজাজে কোনওরকম কাটছাঁট না করে ১৫.৫ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান তুলে নেয় ভারত।

শাহিন শা আফ্রিদির প্রথম ওভারে ১২ রান। পরের ওভারে প্রত্যাঘাত পাকিস্তানের। সাইম আয়ুবের স্পিনের বিরুদ্ধে ক্রিজ ছেড়ে মারতে গিয়ে বোকা বনে যান শুভমান গিল (১০)। ঝোড়ো শুরুর পর অভিষেক (১৩ বলে ৩১) আটকে যান সাইমের বলে বড় শট খেলতে গিয়ে। শুরুটা নিজস্ব মেজাজেই করেন অভিষেক। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ছক্কা দিয়ে রানের ফিতে কেটেছিলেন। আজ আফ্রিদির বিরুদ্ধে প্রথম বলে চার। পরেরটা ফিল্ডারদের মাথায় ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে। শেষ পর্যন্ত সাইমের দ্বিতীয় শিকার ফিরলেও ভারতীয় ইনিংসকে প্রয়োজনীয় মোমেন্টাম দিয়ে যান অভিষেক। যার ওপর দাঁড়িয়ে ম্যাচ শেষ করে এসেছেন সূর্যকুমার (৩৭ বলে অপরাজিত ৪৭) ও শিবম দুবে (অপরাজিত ১০)।

এরপর দশের পাতায়

ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি, বার্তা সুশীলার

কাঠমাণ্ডু, ১৪ সেপ্টেম্বর : ক্ষমতা বড় অদ্ভুত জিনিস। কথায় আছে, একবার ক্ষমতার স্বাদ পেলে সেই স্বাদ সহজে ছাড়া যায় না। এখানেই নিজেকে ‘ব্যতিক্রমী’ প্রমাণে মরিয়া নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর রবিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রথম ভাষণে সুশীলা বুঝিয়ে দিলেন, নিরপেক্ষভাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে নিহতদের পরিবারবর্গ এবং আহতদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের পাশাপাশি হিংসায় অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করার আশ্বাসও দিয়েছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। সুশীলা বলেছেন, ‘আমি ও আমার টিম এখানে ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি। ৬ মাসের বেশি এই পদে থাকব না। পার্লামেন্টকে ক্ষমতা হস্তান্তর করব। আমাদের সাফল্যের জন্য আপনাদের সকলের সমর্থন প্রয়োজন।’

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস
- ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন
- নিহত আন্দোলনকারীদের শহিদের মর্যাদা
- মৃতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ
- আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা
- হিংসায় যুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

নেপালের বর্তমান সংবিধান, রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার কথা জানিয়েছেন নয়া প্রধানমন্ত্রী। শনিবার তাঁর পরামর্শে নেপালের সংসদ ভেঙে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পৌড়েল। ৫ মার্চ নেপালে সংসদ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে সুশীলার দেখানো পথে হাঁটতে নারাজ নেপালের মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলি। এক সুরে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার বিরোধিতা করেছে সিপিএন (ইউএমএল), এনসিপি (এম-সি), নেপালি কংগ্রেস সহ ৮টি দল। যৌথ বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে অসাংবিধানিক কাজ করছেন রাষ্ট্রপতি। এর ফলে বিচার বিভাগের

এরপর দশের পাতায়

শান্তির খোঁজে বুদ্ধের দেশ। সেই নেপালেই শান্তির প্রতীক পায়রাকে ভুট্টাদানা খাওয়াচ্ছেন এক নাগরিক। পশুপতিনাথ মন্দিরে। রবিবার। -এএফপি

ভিড় বাজারে ধৈর্যের পরীক্ষা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : আগামী রবিবার মহালয়া। তারপরের রবিবার ষষ্ঠী। তাই এদিন যে বাজারে ভিড় উপচে পড়বে, সেকথা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন কোচবিহারের ব্যবসায়ীরা। সকালের দিকে বৃষ্টি তাঁদের কিছুটা ভয় দেখালেও সেই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি কমতেই বস্ত্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। বড় বড় দোকান আর শপিং মল তো বটেই, সেইসঙ্গে ছোট দোকানগুলিও এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা। পুজো এগিয়ে আসায় বাজার যে জমতে শুরু করেছে, তা এদিনের ভিড়ে স্পষ্ট। বেলা যতই গড়িয়েছে ততই দোকানগুলি চলে গিয়েছে ক্রেতাদের দখলে। শপিং মলগুলিতে বাই ওয়ান গেট ওয়ান অফারের ঠেলাঠেলি, ট্রায়াল রুম, বিলিং সেকশনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে এদিন ধৈর্যও হারান অনেকে। বড় দোকানগুলোতেও অতিরিক্ত ভিড়ের জেরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে ক্রেতাদের।

ঘড়িতে তখন বিকেল ৪টা পেরিয়েছে। শহরের দাস ব্রাদার্স মোড় থেকে হরিশ পাল মোড় পর্যন্ত রাস্তাজুড়ে তখন সারি সারি টোটো দাঁড়িয়ে। এক দোকান থেকে কেনাকাটা সেরে আরেক দোকানের উদ্দেশে যাচ্ছেন কেউ কেউ। মাসপয়লায় যাঁদের কেনাকাটা করা হয়নি, তাঁরা এদিন দুপুর গড়াতেই বাজারমুখো হয়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামার আগে শহরের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে মালা এবং

ঠাকুর দেখতে নয়, পুজোর বাজার করার ভিড় কোচবিহারের রাস্তায়।

কেনাকাটা
- দুপুরের পর থেকে বৃষ্টি কমতেই কাপড়ের দোকানে ভিড়
- শপিং মলে ট্রায়াল রুম ও বিলের কাউন্টারে লম্বা লাইন
- ছোট দোকানগুলিও এদিন ছিল ভিড়ে ঠাসা
- পার্কিংয়ের জায়গা খুঁজতে হয়রানি

ম্যাচিং কানের দুল কিনতে দেখা গেল দেবলীনা বিশ্বাসকে। কেনাকাটা শেষ হতেই ছোট বোনকে একটি মালা দেখিয়ে বললেন, ‘অষ্টমীতে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং করে এই মালাই পরব।’

হরিশ পাল মোড়ের এক কাপড়ের দোকানে ভিড় দেখে ঢুকবেন কি না ভাবছিলেন বছর চৌত্রিশের পূজা রায়। স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর কেনাকাটা সারতে এসেছিলেন তিনি। ভিড় ঠেলতে স্বামীকেও খুব একটা উৎসাহী বলে মনে হল না। কিন্তু কিছু তো আর করার নেই। ‘সামনের রবিবার মহালয়া, সেদিন অন্য পরিকল্পনা রয়েছে। তাই আজ কেনাকাটা করতেই হবে।’ একথাই স্বামীকে বলছিলেন পূজা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কেনাকাটা সারলেন রায় দম্পতি।

পূজার মতো অনেককেই এদিন রীতিমতো লাইনে দাঁড়িয়ে কেনাকাটা করতে দেখা গিয়েছে। স্কুল শিক্ষিকা অর্পিতা দাস ছুটির দুপুরে সহকর্মীদের সঙ্গে বাজারে এসেছিলেন কেনাকাটা করতে। শাড়ির নতুন কালেকশন দেখবার ফাঁকে ফাঁকে তিনি বললেন, ‘পুজোর অজুহাতে একবারে বেশ কয়েকটা শাড়ি নিয়ে নিলাম। পুজোর কয়েকদিনে হয়তো সবক’টা পরা হবে না।’

আর ভিড় দেখে স্বভাবতই খুশি ব্যবসায়ীরাও। টাকা গোনবার ফাঁকেই হরিশ পাল মোড়ের এক

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

ক্ষণস্থায়ী ক্ষমতার দম্ভেই ত্বরান্বিত পতন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ক্ষমতা এক স্বতন্ত্র সত্তা, সেই ক্ষমতার পিছু পিছু আসে দম্ভ। ক্ষমতা এবং দম্ভ মিলে গেলে সৃষ্টি হয় স্বৈরাচারের। স্বৈরাচার যাকে আশ্রয় করে তাকেই গ্রস্ত করে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এর অন্যথা হয়নি। তবুও যুগে যুগে শাসকরা এই নির্মম সত্য ভুলে যান। ক্ষমতা যে চিরস্থায়ী নয়, সেই বোধ হারিয়ে ফেলেন এবং বারে বারে হয়ে ওঠেন স্বৈরাচারী; প্রশস্ত করেন নিজের পতনের পথ।

‘জন্মিলে মরিতে হবে/ অমর কে কোথা কবে’, সৃষ্টির সেই আদি সত্যকে নিজের কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন মাইকেল। ক্ষমতারও শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য আছে। কিন্তু নেতারা ‘ক্ষমতার মধু’-কে অমৃত ভেবে ভুল করেন। মধুতে অমৃত ভ্রান্তির এই পরম্পরায় কিছুতেই ছেদ পড়ছে না। হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার ভিডিও এখনও টাটকা। ঘরের কাছে নেপালে মন্ত্রীদের রাস্তায় দৌড় করিয়ে গণধোলাইয়ের দৃশ্য ইতিহাসের পাতায় সহজে ধূসর হবে না। তবু হুঁশ ফেরে না আমাদের নেতাদের। তাঁদের দম্ভের স্বর দিন-দিন চড়া হতেই থাকে।

স্বৈরাচার, ক্ষমতা, দম্ভের প্রতীক বাস্তিল দুর্গ যে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটা ২৩৬ বছর আগে প্রমাণ করে দিয়েছিল প্যারিসের জনতা। ১৭৮৯-এর ১৪ জুলাই পৃথিবীকে নতুন স্বাধীনতার আলো দেখিয়েছিলেন তাঁরা। কথায় আছে, ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না’। তাই তিরিশ বছর ক্ষমতায় থাকার পর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতারা কল্পনাও করতে পারেননি পরের ভোটে তাঁদের দম্ভ ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে।

প্রশ্ন জাগে, এসবে কি কিছু আসে যায় অনুব্রত মণ্ডল, উদয়ন গুহ বা শুভেন্দু অধিকারীদের? মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী কি জানেন বাস্তিল দুর্গের ইতিহাস? দুশো বছর আগের কথা বাদ দিন,

এরপর দশের পাতায়

‘লুকিয়ে’ জনসংযোগ করছে বিজেপি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি না, সে প্রশ্ন আলাদা। তবে জনসেবা দিয়ে জনসংযোগ ‘ঢাকতে’ চাইছে কোচবিহার জেলা বিজেপি। অর্থাৎ, সামনে বলা হবে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের কথা। কিন্তু আড়ালে উদ্দেশ্য থাকবে সেই জনসংযোগই। কিন্তু কেন এমন ছলাকলা? গেরুয়া শিবির বলছে, কোচবিহারে বিজেপি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে গেলেই সেখানে শাসকদলের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই এই পরিস্থিতিতে কৌশলী পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

১৫ দিন ধরে সামাজিক কাজকর্ম করার ডাক দিয়েছে বিজেপি। রাজনীতির কথা নয়, বরং এই ১৫ দিন জেলার প্রতিটি মণ্ডলে কোথাও রক্তদান শিবির, কোথাও বৃক্ষরোপণ, কোথাও আবার দুঃস্থদের নানাভাবে সহযোগিতা করা হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘সেবা পক্ষকাল’ নামের এই কর্মসূচি চলবে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমে বিজেপি বেশি করে মানুষের মধ্যে নিজেদের গুরুত্ব বোঝাতে চাইছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের কথায়, ‘আমরা বরাবরই মানুষের পাশে থাকি। এই ১৫ দিন বিশেষভাবে শিবির করে সামাজিক কাজকর্ম করা হবে।’

তবে বিজেপির এই সেবামূলক কর্মসূচিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। জেলায় ছয়জন বিজেপির বিধায়ক থাকলেও তাঁরা সামাজিক কোনও কাজকর্ম করেন না বলে তৃণমূল অভিযোগ তুলেছে। তাদের দাবি, এসবই বিধানসভা ভোটের আগে আমআদমির চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা। তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের কথায়, ‘গত সাড়ে চার বছরে বিজেপির সামাজিক কাজকর্মের কথা মনে পড়েনি।

এরপর দশের পাতায়

পদ্মের পরিকল্পনা
- ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ‘সেবা পক্ষকাল’ নামের এই কর্মসূচি চলবে
- ১৫ দিন ধরে সামাজিক কাজকর্ম করার ডাক
- ইতিমধ্যেই দলের জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি মণ্ডলের নেতৃত্বকে নিয়ে কর্মশালা হয়ে গিয়েছে
- কারা কোথায় কীরকম সামাজিক কাজকর্ম করবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে

বুকে ভয়, সেপ্টেম্বরেই কেন ভূমিকম্প হয়?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

বাঙালির কাছে বিশ্বকর্মাপুজো আর ভূমিকম্প এখন যেন সমার্থক। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, ভূমিকম্পের পেছনে তাহলে কি সত্যিই স্বয়ং বিশ্বকর্মার জারিজুরি আছে? নাকি সবটা কাকতালীয়?

সানি সরকার ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : কুমোরটুলিতে এখন শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা। দুর্গা প্রতিমা শুকোনোর অপেক্ষা নিয়ে বিশ্বকর্মায় শেষ তুলির টান দিচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা। ছোট আকারের প্রতিমা অবশ্য বাজারে পৌঁছে গিয়েছে আগেই। বিশ্বকর্মাপুজো যে দোরগোড়ায়- সে কথাও জেনে গিয়েছেন কমবেশি সকলে। আর যাঁরা জানতেন না, তাঁরাও জেনে গেলেন রবিবাসরীয় বিকেলে।

কেউ কবজি ডুবিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে ঘুম দিয়েছিলেন সপরিবার। কেউ আবার পুজোর কেনাকাটা সারবেন বলে বাজারমুখো হওয়ার তোড়জোড় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ কাঁপুনি। চারতলা থেকে ক্ষণিকের মধ্যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রীতিমতো হাঁফাচ্ছিলেন হাকিমপাড়ায় শিপ্রা বসু। স্মৃতিতে তখন তাঁর ২০১১-র ভয়ংকর ভূমিকম্প। চোখদুটো যেন ছানাবড়া। কাঁপা কাঁপা গলায় শিপ্রা বলেই ফেললেন, ‘আরে মশাই, বিশ্বকর্মাপুজো এলেই কেন এমন দুলুনি দেয় বলুন তো! চারতলায় থাকি। প্রাণের ভয় তো আছে, নাকি!’

বাঙালির কাছে যে বিশ্বকর্মাপুজো আর ভূমিকম্প এখন সমার্থক হয়ে গিয়েছে, সেকথা স্পষ্ট শিপ্রার ভয়বাণীতেই। শুধু শিপ্রা কেন, বিকেল ৪টা ৪১ মিনিট-এর দুলুনি খেয়ে তাঁর মতো অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, ‘আচ্ছা, ভূমিকম্পের পেছনে তাহলে কি সত্যিই স্বয়ং বিশ্বকর্মার জারিজুরি আছে? নাকি সত্যিই সবটা কাকতালীয়?’

ছবি : এআই

প্রশ্ন উঠতেই পারে। কিন্তু বিজ্ঞান তো আর আবেগে চলে না। তাই এমন যুক্তি হেলায় উড়িয়ে দিচ্ছেন ভূবিজ্ঞানীরা। যেমন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত ভূবিজ্ঞানী জ্ঞানরঞ্জন কয়াল বলছেন, ‘বিশ্বকর্মাপুজোর সময় বা মাঝ সেপ্টেম্বরে কেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এভাবে বিষয়টিকে দেখা যায় না। দুটি প্লেটের সংঘর্ষে ভূকম্পন ঘটে। তবে উত্তরবঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে কম্পন অনুভূত হওয়ায় জোনটি যে ভালনারেবল হয়ে উঠছে, তা অস্বীকার করা যায় না।’

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য বলছে, এদিন রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮। উৎপত্তিস্থল অসমের তেজপুরের কাছে উদালগুড়ি। কম্পন অনুভূত হয়েছে উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই। কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর না মিললেও, এমন ভূকম্পনে যথারীতি শুরু হয়েছে চর্চা। কেন চর্চা? একটু হাতড়ে নেওয়া যাক স্মৃতি।

সালটা ২০১১। দিনটা ১৮ সেপ্টেম্বর। সাধারণত ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মাপুজো হলেও সেবার ব্যতিক্রম হয়েছিল। আর সেই বিশ্বকর্মাপুজোর দিনই কেঁপে উঠেছিল সিকিম সহ গোটা উত্তরবঙ্গ। ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানিও হয়েছিল প্রচুর। সেই থেকেই ‘মিথ’ চালু যে, বিশ্বকর্মাপুজো মানেই ভূমিকম্প।

এরপর দশের পাতায়

শিক্ষক হতে চান মাদক পাচারে বন্দি

অপরাধ জগতে পা রাখা বেশিরভাগ মানুষেরই সমাজে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছানোর বাসনা থাকে না। তবে ব্যতিক্রমী এমন দু-একজন থাকেন, যাঁদের এ ধরনের ইচ্ছাপূরণে বাধা দেয় না আইনও। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মাদক মামলায় জেলবন্দি এক তরুণ।

মন ভালো করা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৪ সেপ্টেম্বর : মাদক পাচার মামলায় অভিযুক্ত জেলবন্দি এক তরুণ রবিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসলেন। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কালিয়াচক থানার সাহাবাজপুরের বাসিন্দা ওই তরুণের বিরুদ্ধে ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে তিনি মালদা জেলা সংশোধনাগারে বন্দি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জেল পুলিশ এদিন তাঁকে মালদা মডেল মাদ্রাসায় পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসে। পরীক্ষা শেষ হলে ফের তাঁকে সংশোধনাগারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অভিযুক্ত সাহাবাজপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন ও পরে বিহারের ভাগলপুর তিলকা মাঝি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ও এমএ পাশ করেছিলেন। রবিবার এডুকেশন বিষয়ে তিনি পরীক্ষা দিয়েছেন। এদিন সকাল থেকে চারজন জেল পুলিশ তাঁকে কড়া পাহারায় সংশোধনাগার থেকে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসেন। হঠাৎ

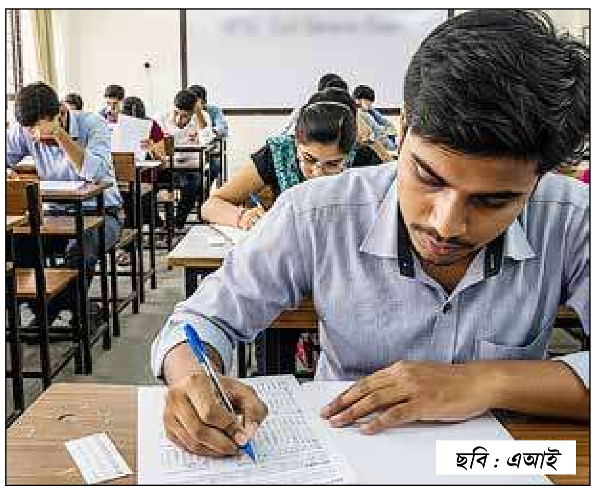
ছবি : এআই

> আমার ছেলে বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিল। কিন্তু ভুল সঙ্গের কারণে হয়তো অনেক ভুল করেছে। এখন পড়াশোনা করে শিক্ষক হয়ে সমাজে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে।
>
> **অভিযুক্তের বাবা**

পুলিশ দেখে অন্য পরীক্ষার্থীরা অনেকেই প্রথমে খানিকটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। পরে আদালতের নির্দেশেই অভিযুক্ত পুলিশি পাহারায় পরীক্ষা দিচ্ছেন শুনে সকলেই নিশ্চিন্ত হন। পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জিয়াউর রহমান এবিষয়ে বলেন, 'আমরা কমিশনের নিয়ম মেনেই পরীক্ষা পরিচালনা করেছি। আদালতের নির্দেশে জেল পুলিশের পাহারায় ওই পরীক্ষার্থীকে বসানো হয়েছে। পরীক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য আমরা সচেষ্ট ছিলাম।'

এদিকে ছেলে পরীক্ষা দিতে পারায় ওই অভিযুক্তের বাবা অত্যন্ত খুশি। তাঁর বক্তব্য, 'আমার ছেলে বরাবরই পড়াশোনায় ভালো ছিল। কিন্তু ভুল সঙ্গের কারণে হয়তো অনেক ভুল করেছে। এখন পড়াশোনা করে শিক্ষক হয়ে সমাজে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় সে।' এদিকে এদিন ওই কেন্দ্রে বহু চাকরিহারা পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছিলেন। যদিও একজন দাগি পরীক্ষার্থী আসেননি। অন্যদিকে, বারাণসী থেকে অভিমন্যু সিং যাদব, গোরক্ষপুর থেকে গুলশান প্রসাদ, অযোধ্যা থেকে সবিতা মিশ্রের মতো অনেক ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী ওই কেন্দ্রে এসেছিলেন।

অভিমন্যু জানান, দীর্ঘ প্রস্তুতির পর এদিন তিনি পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। তবে তাঁর কথায়, 'হঠাৎ পুলিশের পাহারায় কাউকে পরীক্ষা দিতে দেখে প্রথমে একটু অবাক হয়েছি।' অন্যদিকে সবিতা জানান, এভাবে একসঙ্গে পুলিশ পাহারায় কাউকে পরীক্ষা দিতে দেওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা সত্যিই ব্যতিক্রমী।

নেতার মৃত্যু

করণদিঘি ও রায়গঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের। মৃতের নাম সন্তোষ সিংহ (৫৬)। ঘটনায় জখম হয়েছেন তিনজন। রবিবার সন্ধ্যায় র্ঘটনাটি ঘটেছে বোতলবাড়ি সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। হতাহতরা সকলেই আলতাপুর অঞ্চলের মাছোল গ্রামের বাসিন্দা। একটি তিন চাকার যানে সন্তোষ দুই সঙ্গীকে নিয়ে আত্মীয়র বাড়িতে যাচ্ছিলেন। জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় সামনে একটি কুকুর চলে আসায় দ্রুতগতিতে থাকা যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়।

কর্মখালি

শপিং মল, ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই, বেতন:- 13,500/-, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M:- 85098-27671, 86536-09553. (C/117988)

•

Experienced sales person required for 5 Districts (Local Area) at Radhe Dairy Cooch Behar. (M) 9749258633. (C/118110)

•

শিলিগুড়িতে মার্কেটিং -এর জন্য স্টাফ চাই। বাইরেও যেতে হবে - বেতন - 10000/- (M) 8116743501. (C/117987)

অ্যাফিডেভিট

আমার জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 2114, রেজিস্ট্রেশন তাং 30.06.1998 বাবা এবং মায়ের নাম ভুল থাকায় গত 07.8.25, J.M., দিনহাটা কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Saheb Ali এবং Sayer Ali , মা Tahiran Bibi এবং Marjina Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Majnu Miah নাজিরগঞ্জ, ভূলকী, সাহেবগঞ্জ, কোচবিহার। (C/118108)

•

আমার ভোটার ID কার্ড নং GTM 1510288 নাম ভুল থাকায় গত 02.09.25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nurul Amin এবং Nurul Amin Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দুধেরকুঠি দেওয়ানবস, সুকটাবাড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118109)

•

আমার ভোটার কার্ডের ভুলবসত ডাক নাম থাকায় গত 12/09/25 তারিখে নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Shilu Datta এবং Lovely Datta এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117482)

মৃত শাবককে কবর দিল হাতিরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্সের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা বুনো হাতির আতঙ্কে তটস্থ থাকেন সর্বক্ষণ। কিন্তু রবিবার ভোরের একটি ঘটনায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন শামুকতলার কার্তিকা চা বাগানের বাসিন্দারা।

একপাল হাতি শনিবার শেষরাতে চলে এসেছিল কার্তিকা চা বাগানে। হঠাৎ বাগানের নালায় পড়ে যায় সেই পালে থাকা একটি তিন মাসের শাবক। অন্য হাতিরা ধীর্ঘক্ষণ ধরে সেটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় এবং সেখানেই মৃত্যু হয় শাবকটির। এরপর নালার মধ্যেই তাকে মাটিচাপা দিয়ে দেয় অন্য হাতিরা। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কেউ না থাকলেও পরবর্তীতে মাটি চাপা দেওয়া শাবককে দেখে এমন ঘটনা ঘটেছে বলেই অনুমান বনকর্তাদের। তাঁদের বক্তব্য, হাতিদের এমন আচরণ অতীতে অনেকেই দেখেছেন।

ভোরের দিকে হাতিদের চিৎকার শুনতে পেরেছিলেন শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দারা। সেখানে হাতি আসা প্রায় রোজকার ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেননি যে হস্তীশাবকের মৃত্যু হয়েছে। আরেকটু সকাল হলে শ্রমিকরা ওই এলাকায় গিয়ে দেখতে পান, মাটি চাপা দেওয়া হস্তীশাবকের একটি পা বের হয়ে আছে। তারপরেই তাঁরা বন দপ্তরে খবর দেন। এরপর দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যান বনকর্মীরা।

বনকর্তারা জানাচ্ছেন, বক্সার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওই চা বাগানে এসেছিল একপাল হাতি। এত ছোট শাবকটি কোনওভাবে বাগানের নালায় পড়ে যায় এবং গুরুতর আঘাত পায়। এরপর অন্য হাতিরা সেটিকে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত শাবকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরপর সেটিকে মাটি চাপা দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যায় দলের অন্যরা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের ক্ষেত্র উপ অধিকর্তা দেবাশিস শর্মা বলেন, 'নালায় পড়ে গিয়ে ওই মর্দা হস্তীশাবকটির মৃত্যু হয়েছে। সেটির বয়স আনুমানিক তিন মাস। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।'

এদিকে, শাবকটির এমন মৃত্যুতে বাগানবাসী ব্যথিত। এলাকার বাসিন্দা বাবুচন্দ বলেন, 'আমরা হাতির ডাক শুনেছিলাম। কিন্তু এমন ঘটনা ঘটেছে, কেউ বুঝতে পারিনি। আর শাবকের মৃত্যুর পর মাটি চাপা দেওয়ার বিষয়টি আমদের অবাক করছে।' পরিবেশপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায়ের মন্তব্য, 'ভারত সহ আফ্রিকার নানা জায়গায় এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। মৃত হাতিকে কবর দিয়ে সমাধিস্থ করার রীতি ওদের মধ্যে রয়েছে।'

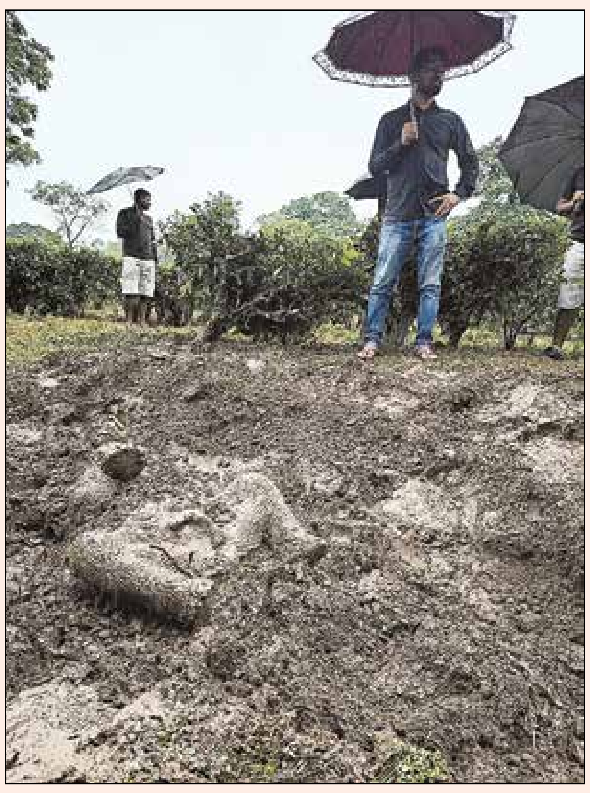
মৃত হস্তীশাবক। শামুকতলার কার্তিকা চা বাগানে। রবিবার।

জলদাপাড়ায় সাফারির রাস্তা সাফাই। (ডানে) গরুমারায় সাফারির রাস্তা সংস্কার।

কাল খুলছে তিন জঙ্গল, বাড়ছে না খরচ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৪ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে ডুয়ার্সের জঙ্গল। বর্ষা এবং বন্যপ্রাণীদের প্রজননকালে প্রতিবছর ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। সেই সময়কাল শেষে মঙ্গলবার থেকে দরজা খুলবে গরুমারা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্র। তার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি সারতে তুঙ্গে তোড়জোড়। পর্যটকরা যাতে দূর থেকে বন্যপ্রাণীদের নির্বিঘ্নে দেখতে পারেন, তাই বেড়ে ওঠা আগাছার জঙ্গল সাফাই করার কাজ প্রায় শেষ। এছাড়া জলদাপাড়ায় পাঁচটি হাতিকে রাইডিংয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বসানো হয়েছে নতুন সাইনবোর্ড।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়াতে জলদাপাড়া টাওয়ারের চারদিকে নতুন তারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। এছাড়া টাওয়ারের চারদিকে গভীর খাদ তৈরি করা হয়েছে। হাতি রাখার শেডগুলি আরও দূরে সরানো হয়েছে। এর ফলে পর্যটকদের সাফারির গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা হবে। লবণাক্ত এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে।' তিনি জানালেন, এছাড়াও ১৯৯১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৪ জন বনকর্মী হাতি, গন্ডার, বাইসন ও কাঠ মাফিয়াদের হাতে মারা গিয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গতবছর থেকে বিনা টিকিটে গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ঢুকতে পারছেন পর্যটকরা। লাটাগুড়ির জঙ্গলে সাফারির জন্য পর্যটকদের মাথাপিছু ২৫ টাকা টিকিট লাগলেও চলতি বছর লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলে অপরিবর্তিত থাকছে জিপসির ভাড়া ও গাইড খরচ। জঙ্গল খোলার আগে লাটাগুড়ির পাশাপাশি গরুমারা জঙ্গলে রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। এতে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে পর্যটকদের স্বার্থে স্বল্পমূল্যে অনলাইন টিকিট চালুর দাবি জানিয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি।

গত জানুয়ারি মাসে আলিপুরদুয়ারে প্রশাসনিক বৈঠকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যটকদের কাছ থেকে জঙ্গলে প্রবেশের টিকিট না নেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি জিপসির ও গাইডের খরচ না বাড়ায় অনেকটা স্বস্তিতে পর্যটকরা। সারাই করা হয়েছে জঙ্গলের ভেতরে বেহাল পথ। লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেব বলেন, 'জঙ্গলে রাস্তাঘাট বেহাল থাকলে সেই বেহাল রাস্তায় পর্যটকদের নিয়ে জিপসি গাড়ি চালানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত। রাস্তা সাফাই হওয়ায় পর্যটকদের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া সহজসাধ্য হবে।' ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব দে বলেন, 'অনলাইনে জঙ্গলে প্রবেশে টিকিট চালু করুক বন দপ্তর। না হলে অনেকে দ্বিধায় থাকেন, তাঁরা জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারবেন কি না?' একই দাবি জানিয়েছেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ী উজ্জ্বল শীল। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, আপাতত কোনও খরচই বাড়ছে না জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে বক্সা টাইগার রিজার্ভে জিপসি সাফারি। রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তী থেকে সাফারি করা যায়। এই দু'জায়গা থেকেই সাফারি করা যাবে। নতুন কোনও জায়গা থেকে সাফারি চালু হচ্ছে না বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি হরিকৃষ্ণন পিজে বলেন, 'আশা করি, পর্যটকদের কোনও সমস্যা হবে না'। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে হাতি সাফারির কথা থাকলেও বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা।

সোমবার বোনাস না পেলে ১৮-য় পথে বিটিডব্লিউইউ

বীরপাড়া, ১৪ সেপ্টেম্বর : বোনাস নিয়ে রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করল ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (বিটিডব্লিউইউ)। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক চা বাগানের মালিকপক্ষের সংগঠনগুলিকে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে পুজোর বোনাস দেওয়ার পরামর্শ দেন। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কথা। এখনও অনেক চা বাগানে বোনাস মেটানো হয়নি। সোমবারের মধ্যে বোনাস দেওয়া না হলে ১৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে ঘেরাও করবে বিটিডব্লিউইউ। রবিবার বীরপাড়ায় এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন।

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ তথা বিটিডব্লিউইউ-এর চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলেন, '২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার কথা শ্রম দপ্তর ঘোষণা করেছে। তাই শ্রমিকদের ওই হারে বোনাস পাইয়ে দেওয়া শ্রম দপ্তরের দায়িত্ব। সোমবারের মধ্যে প্রত্যেকটি চা বাগানে বোনাস দেওয়া না হলে ১৮ সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে ঘেরাও করা হবে।' এদিনের বৈঠকে ছিলেন নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ অনেকে।

আজ টিভিতে

ভোলে বাবা পার করেগা বিকেল ৫.৩০ স্টার জলসা

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ সংঘর্ষ, দুপুর ২.০০ অভিমন্যু, বিকেল ৪.৩০ পিতা মাতা সন্তান, রাত ১১.০০ হুব্বা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ কীর্তন, দুপুর ১.৩০ ঘাতক, বিকেল ৪.৩০ অগ্নি, রাত ৮.০০ মিস কল, রাত ১০.৪৫ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ নাচ নাগিনী নাচ রে, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, সন্ধে ৭.০০ অন্নদাতা, রাত ১০.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আপন হল পর
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তুমি কত সুন্দর
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৭ মেরা ভাই বিগ ব্রাদার, দুপুর ১.৫৯ শেষনাগ, বিকেল ৪.৪০ অন্তিম : দ্য ট্রুথ, সন্ধে ৭.২৮ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা, রাত ৯.৪০ নরসিমহা রেড্ডি
জি বলিউড : সকাল ১০.৪৫ হমারা দিল আপকে পাস হ্যায়, দুপুর ১.২৮ নসীব, বিকেল ৪.৫২ ফুল বনে অঙ্গারে, রাত ৮.০০ রাম তেরি গঙ্গা মইলি, রাত ১১.১৫ মেরা হক
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১৭ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৩.০১ দবং, ৫.২৮ কালীবীরা, সন্ধে ৭.৩০ তিরাঙ্গা, রাত ১০.১২ ফুকরে-থ্রি

প্রাণের উৎসব সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

রাম তেরি গঙ্গা মইলি রাত ৮.০০ জি বলিউড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২৫ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, ২.৩৭ মিলি, বিকেল ৪.৪৫ ফিরাক, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, ১১.২৮ ইংলিশ ভিংলিশ

মাটন কালা ভুনা তৈরি শেখাবেন মিতা দাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

রাস্তার ধারে ত্রিপল টাঙিয়ে ভোলা'র চিকিৎসা

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর : কারও কাছে ধর্মের প্রতীক, আবার কারও কাছে শিবঠাকুরের বাহন। তবুও সবার এখন চিন্তা ভোলার জন্য। শরীরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, দেখলেই তাক লেগে যায়। ৬ বছরে প্রায় ৩৫০ কেজি ওজনের ষাঁড় ভোলা। দিন পাঁচেক আগেই ন্যাশনাল ক্লাব সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় সে। এরপরেই রাস্তার ধারে কাতরাতে থাকে সে। ভোর হওয়ার পরেই অসুস্থ অবস্থায় ভোলাকে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধারকাজে হাত বাড়ান স্থানীয় মানুষজন।

ষাঁড়টি স্থানীয় মানুষের কাছে ভোলা নামেই পরিচিত। কাঠফাটা রোদ হোক বা কনকনে শীত, সকাল ও দুপুর হলেই সে হাজির হত বিভিন্ন দোকানে। এরপর মুখে খাবার তুলে দিলেই চুপচাপ বিদায় নিত সে। আচমকাই তার এই অসুস্থতাকে কোনওমতে মেনে নিতে পারছেন না এলাকার মানুষজন। চামটা মোড় এলাকার পান ব্যবসায়ী সমীর সাহার কথায়, 'সকালবেলা ভোলাকে পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা হয়। এরপর আহত ভোলার চিকিৎসার জন্য রাস্তার ধারে তড়িঘড়ি ত্রিপল টাঙিয়ে তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী ঘর।

পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য আমরা পশু হাসপাতালের দ্বারস্থ হই।' তবে চিকিৎসক একবার এসেই, আর তাঁর কোনও পাত্তা নেই বলে অভিযোগ করেন তিনি। বর্তমানে কোচবিহারের একটি এনজিও ভোলার চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হাসপাতালের চিকিৎসকের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওই এলাকার অন্য ব্যবসায়ী গণেশ অধিকারী, পিনাকী দাসেরা। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারি হাসপাতাল যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে পাশে দাঁড়াবেটা কে? বর্তমানে বাধ্য হয়ে তাঁরা বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। কেউ ওষুধ জোগাড় করে দিচ্ছেন, আবার কেউ মশারিও দিয়েছেন।

যদিও এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ পশু হাসপাতালের চিকিৎসক শক্তিপদ কর্মকারের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে আমরা চিকিৎসা চালিয়েছি। গোরুটির সামনের পা, চোয়াল ও শিং বিপজ্জনকভাবে ভেঙে গিয়েছে। শরীরের ভিতরে রক্ত জমাটের সম্ভাবনাও রয়েছে। বর্তমানে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা চালানোর জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা এই হাসপাতালে নেই। তারপরেও গোরুটিকে যাতে বাঁচানো যায় সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

শনিবার গিয়ে দেখা গেল, স্থানীয় দোকানদাররাই ভোলার দেখভাল চালিয়ে যাচ্ছেন। মানুষের এই সহমর্মিতা সমাজে এক বিরল নজির বলেই মনে করছেন অনেকে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে মামলার নিস্পত্তি হতে পারে। চোখের অসুখে ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। বহুদিনের কোনও পড়ে থাকা কাজ ফের শুরু করতে পারেন। অর্থিক সমস্যা কাটবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে কোনও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। নিকট আত্মীয়ের কুট চালে সংসারে অশান্তি। কর্কট : বাড়িঘর নির্মাণের আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। ভ্রমণের পরিকল্পনায় শারীরিক সমস্যা বাধা হতে পারে। সিংহ : যেচে কাউকে উপকার করতে দিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। ঘরের কোনও জটিল বিষয় নিয়ে পারিবারিক আলোচনা। কন্যা : ফেলে রাখা কোনও সামগ্রী ফের কাজে লাগতে পারে। ব্যবসার জন্য ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। পথেঘাটে খুব সাবধানে চলাফের করবেন। বৃশ্চিক : অলসতার কারণে কোনও হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। দামি সামগ্রী চুরি যেতে পারে। ধনু : সংসারের কাজে দায়িত্ব বাড়বে। অংশীদারি ব্যবসায় নজর না দিলে সমস্যা হতে পারে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। মকর : জমি কেনাবেচা নিয়ে অইনজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রপ্তির দেখা। কুম্ভ : বাকপটুতার জন্য সামাজিক সম্মান বাড়বে। বন্ধুর পরামর্শে কর্মক্ষেত্রে অশান্তি দূর হবে। মীন : কোনও আত্মীয়ের কারণে ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি হতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক থেকে সাবধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ২৯ ভাদ, সংবৎ ৮/৯ আশ্বিন বদি, ২২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৬, অঃ ৫।৪০। সোমবার, অষ্টমী দিবা ৬।৩৬ পরে নবমী শেষরাত্রি ৪।৩৪। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৪৭। অসৃকযোগ দিবা ৯।৫৯। কৌলবকরণ দিবা ৬।৩৬ গতে তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৫।৩৫ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৪৭ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৬।৩৬ গতে পূর্বে, শেষরাত্রি ৪।৩৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৬।৫৮ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৩৬ গতে ৪।৮ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।৫ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুজোর মুখে উদ্বেগ বাড়ছে দিনহাটায়

ডেঙ্গি আক্রান্ত ১২ জন

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে দিনহাটা মহকুমায় চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এতে চিন্তায় স্বাস্থ্য দপ্তর। বামনহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রের খবর, গত দু'দিনে দিনহাটা-২ ব্লকে ১০ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। এদের মধ্যে বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাসুরকুটি এলাকারই ৬ জনের শরীরে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। বাকি ৪ জন পার্শ্ববর্তী এলাকার। অন্যদিকে, ১ ব্লকে ২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। মহকুমায় একসঙ্গে ১২ জন নতুন করে আক্রান্ত হওয়ায় প্রমাদ গুনছে স্বাস্থ্য দপ্তর। দপ্তরের তরফে অবশ্য আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে।

দিনহাটা-২'এর ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ শান্তনীল দত্ত জানিয়েছেন, গত দু'দিনে নতুন করে ১০ জন রোগীর রক্তে ডেঙ্গির জীবাণু মিলেছে। তবে এঁদের মধ্যে ৬ জনেরই ট্রাভেল হিস্ট্রি নেই। তাঁরা জ্বর নিয়ে বামনহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে রক্ত পরীক্ষা করা হলে ডেঙ্গি ধরা পড়ে। প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানান ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ। তিনি বলেছেন, 'শনিবার থেকেই বাতাসুরকুটি এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির

চলছে। আগামী কয়েকদিন ওই এলাকায় শিবির চলবে। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। স্বাস্থ্যকর্মীরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গি নিয়ে সকলকে সচেতন করছেন।'

বামনহাটের বাসিন্দা শংকর রায়ের কথায়, 'পুজোর মুখে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দিকাশি। এতে উদ্বেগ হওয়াই তো স্বাভাবিক। গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতা কম, সেকারণে অনেকেই জ্বর হলেও চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না। এর ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরকে সচেতনতা বাড়াতে হবে।'

অন্যদিকে, দিনহাটা-১ ব্লকে ২ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। তাঁরা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। এবিষয়ে হাসপাতালের সুপার তথা এসিএমওএইচ রণজিৎ মণ্ডল বলেছেন, 'জ্বরে আক্রান্ত রোগী ভর্তি ২৫ শতাংশ বেড়েছে। ওই দুজনও জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে রক্ত পরীক্ষা করা হলে দেখা যায়, তাঁরা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত।'

তাঁর সংযোজন, 'জ্বর হলে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। পাশাপাশি করাতে হবে রক্ত পরীক্ষাও। আমাদের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।'

বর্তমান চিত্র

- দু'দিনে দিনহাটা-২ ব্লকে ১০ জন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে
- এদের মধ্যে ৬ জন বামনহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাতাসুরকুটির বাসিন্দা
- বাকি ৪ জন পার্শ্ববর্তী এলাকার
- দিনহাটা-১ ব্লকে ২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন
- মহকুমায় একসঙ্গে ১২ জন নতুন করে আক্রান্ত হওয়ায় প্রমাদ গুনছে স্বাস্থ্য দপ্তর

শিলডাঙ্গায় জমজমাট ভাদুড়ি ভাত

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৪ সেপ্টেম্বর : রাজবংশী সম্প্রদায়ে ভাদ্র মাসে মামির হাতে ভাত খাওয়ার প্রথা বহুদিন আগে থেকে প্রচলিত। তবে কালের প্রবাহে তা বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্মের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকে উনিশবিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলডাঙ্গা এমএসকে স্কুলের মাঠে ভাদুড়ি ভাত আয়োজন করা হয়। চার বছর পর ফের ঐতিহ্যবাহী ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করল ভাদুড়ি ভাত আয়োজক কমিটি। ঘোকসাডাঙ্গা, উনিশবিশা, লতাপাতা, ফুলবাড়ি সহ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক ও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক থেকে অনেক মানুষ ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

আয়োজক কমিটির সভাপতি খোকন দে জানান, মাথাভাঙ্গা বিধানসভা এলাকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মানুষ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। গানবাজনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া সবরকম ব্যবস্থাই ছিল। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনের কথায়, 'ভাদুড়ি ভাত রাজবংশী সম্প্রদায়ের অন্যতম অনুষ্ঠান। এত দিন ঘরোয়াভাবে হত। নিয়ম মেনে মাছ, মাংস, শিদলের আওটা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ভাদুড়ি ভাত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কল্পনা বর্মন বললেন, 'উপহার হিসেবে শাড়ি পেয়েছি। পুজোর আগে নতুন কাপড় পেয়ে ভালো লাগল।' অভিজিতের কথায়, 'এটা রাজবংশী সমাজের পুরোনো রীতি। সবাই একসঙ্গে পালন করে ভালো লাগল। ভালোই ভূরিভোজ হল।' এবছর ওই অনুষ্ঠান দ্বিতীয় বর্ষে পা দিল। সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন এলাকার ভাওয়াইয়াশিল্পীরা সংগীতানুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠান চত্বরে উপচে পড়ে ভিড়।

কর্মীসভা

নয়ারহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার শিকারপুর হাইস্কুলের মাঠে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মাথাভাঙ্গা-১ (এ) সাংগঠনিক ব্লকের উদ্যোগে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সংগঠনের কোচবিহার জেলা সভাপতি স্বপন বর্মন, সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি সাহাজুল আলম, দলের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ব্লকের সাতটি অঞ্চলের সংগঠনের কর্মীরা সভায় অংশ নেন।

বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির শেষমুহূর্তের ব্যস্ততা। কোচবিহার শহরের কুমোরটুলিতে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

ডাইভারশন ভেঙে চরম ভোগান্তি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারলেন না ফালাকাটার ভুটনিরঘাটের বাসিন্দা সমীর রায়। তাঁর সিট পড়েছিল আলিপুরদুয়ার শহরের একটি স্কুলে। পরীক্ষা শুরুর প্রায় আধ ঘণ্টা পর তিনি পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছান। তাঁকে আর ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ভূগোলের ছাত্র সমীরকে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। আক্ষেপ করছিলেন, আবার কবে পরীক্ষা হবে, আবার কবে সুযোগ পাবেন। এদিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে সমীরের মতো অনেককেই। কারণ পলাশবাড়ির সনজয় নদীর ডাইভারশন আর মেজবিলের গিরিয়া নদীর ডাইভারশন এদিন জলের তোড়ে ভেঙে যায়। ফলে ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারের সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এসএসসি পরীক্ষার্থী সহ আরও অনেককেই ঘুরপথে যেতে হয়েছে জেলা সদরে। চলতি বর্ষায় এদিনই প্রথম দুই ডাইভারশন ভেঙে মহাসড়ক বন্ধ হল।

পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির বিকাশ রায়ের কথাই ধরা যাক। তাঁর এসএসসি'র পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়। দশটার মধ্যে রিপোর্টিং টাইম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিপাকে পড়েন। তখন তো বৃষ্টিও হচ্ছিল। তার মধ্যেই বিকাশকে গ্রামীণ রাস্তা ধরে ঘুরপথে ফালাকাটা যেতে হয়। সেখান থেকে ঘোকসাডাঙ্গা, পুণ্ডিবাড়ি, সোনাপুর হয়ে অনেকটা ঘুরপথে বাসে চেপে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছাতে হয়। দুই ডাইভারশন ভাঙায় সকাল থেকেই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় নির্মীয়মাণ মহাসড়কে।

পলাশবাড়ির সনজয় ডাইভারশনে শনিবার সকালেই বড় গর্ত তৈরি হয়। সেদিন দেড় ঘণ্টা মহাসড়ক অবরুদ্ধ ছিল। শনিবার রাতের ভারী বৃষ্টিতে সনজয় নদীর জলস্তর অনেকটা বেড়ে যায়। রাতেই ডাইভারশন ভাঙতে শুরু করে। এদিন সকালে ডাইভারশনের উপর দিয়ে জল যেতেই যানবাহন ও মানুষের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। মেজবিল এলাকাতেও গিরিয়া নদীর উপর পাকা সেতুর কাজ চলছে। সেখানেও রয়েছে ডাইভারশন। জলের তোড়ে সেই ডাইভারশন কয়েক টুকরো হয়ে যায়। রবিবার হওয়ায় অফিসযাত্রীদের ভোগান্তি হয়নি। তবে এদিন ছিল এসএসসি'র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। ফালাকাটার পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র আলিপুরদুয়ারের স্কুল, কলেজগুলিতে পড়েছে। তাই সকালের দিকেই রাস্তায় এসে পরীক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হয়।

বিকাশের কথায়, 'রাস্তা ভালো থাকলে ৪০ টাকায় আলিপুরদুয়ার যেতে পারতাম। কিন্তু অনেকটা ঘুরপথে যেতে খরচ হল একশো টাকা। সময় লাগল দ্বিগুণ।' এমন উৎকণ্ঠা নিয়েই পরীক্ষা দিতে হয় ফালাকাটার ছোটন সাহা, রাজীব মিত্রদের।

সনজয় নদীতে একটি পাকা সেতুর ৯০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন। পুরোপুরি সেই কাজ না করেই দ্বিতীয় সেতুর কাজ চলছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভার কথায়, 'যতটা দ্রুত সম্ভব একটি সেতু চালু করা হবে। রাতেই মেজবিলের গিরিয়া ডাইভারশনও সংস্কার করা হবে। আর ভারী বৃষ্টি না হলে সোমবার থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

যা ঘটেছে

- শনিবার রাতের ভারী বৃষ্টিতে সনজয় নদীর জলস্তর অনেকটা বেড়ে যায়
- রাতেই ডাইভারশন ভাঙতে শুরু করে
- ডাইভারশনের উপর দিয়ে জল যেতেই যানবাহন ও মানুষের যাতায়াত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়
- ফালাকাটার পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র আলিপুরদুয়ারের স্কুল, কলেজগুলিতে পড়েছিল
- সকালে রাস্তায় এসে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়েন

তোর্ষায় জল বাড়ায় বন্ধ পারাপার

দু'মাস বেতন বন্ধ মাঝিদের

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : তোর্ষা নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় মাঝেমধ্যে ফাঁসিরঘাটে নৌকা চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে বন্ধ মাঝিদের বেতন। এর জেরে এপার থেকে ওপারে যাতায়াতে টাকা যেমন অনেক বেশি লাগছে, তেমনি নিত্যযাত্রীদের অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে। কোচবিহার জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতির ম্যানেজার রঞ্জিতকুমার বক্সী বলেন, 'ব্যাপকহারে নদীর জল বাড়ায় নৌকা পারাপার বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি। তবে অন্যবারের তুলনায় এবছর বর্ষাকালে নৌকা কয়েকদিন বেশি চালানো হয়েছে। প্রতিবছর বর্ষাকাল আমাদের লোকসান হয়।'

ফাঁসিরঘাটে পাঁচটি নৌকা রয়েছে। তার মধ্যে চারটি নৌকা সচল থাকলেও একটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই নৌকাগুলি চালানোর জন্য ২৪-২৫ জন মাঝি আছেন। মাঝি সুভাষ হানি জানান, জল বেড়ে গেলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ নদী পারাপার করতে চায় না। তিন পুরুষ ধরে তাঁরা ওই এলাকায় নৌকা পারাপার করছেন। তবে বেতন না মেলায় তাঁর মতো অনেক মাঝির সংসার চালাতে কষ্ট হচ্ছে। সুভাষের কথায়, 'আমাদের দু'মাস ধরে বেতন হচ্ছে না। দোকানে বাকি চাইতে গেলে লজ্জা লাগে। বেতন কবে হবে সেই চিন্তায় এখন রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।'

বেতন বন্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে সমিতির ম্যানেজার জানান, দু'মাস নয়, এক মাসের বেতন বাকি রয়েছে। তবে শীঘ্রই তা মিটিয়ে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে সকলকে ৫০০০ টাকা করে বোনাস দেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, 'যেহেতু আমাদের স্বশাসিত সংস্থা তাই নৌকা পারাপার করে যা আয় হয় তা থেকে সমস্ত খরচ করতে হয়। সেজন্য সকলকে এক সময়ে বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। যাঁরা অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মী তাঁদের হাজিরা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।' তবে জল বেড়ে গিয়ে ঘাট বন্ধ থাকা, পুজোর আগে বেতন না পাওয়াই এখন সমিতির কর্মকর্তা সহ স্থায়ী, অস্থায়ী সকল কর্মীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোচবিহারের তোর্ষা নদীতে পারাপার বন্ধ। রবিবার। ছবি : জয়দেব দাস

> ব্যাপক হারে নদীর জল বাড়ায় নৌকা পারাপার বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি। তবে অন্যবারের তুলনায় এবছর বর্ষাকালে নৌকা কয়েকদিন বেশি চালানো হয়েছে। প্রতিবছর বর্ষাকালে আমাদের লোকসান হয়
>
> **রঞ্জিতকুমার বক্সী**
> *ম্যানেজার, কোচবিহার জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতি লিমিটেড*

মূর্তি ফিরে পেল মন্দির কমিটি

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ঘোকসাডাঙ্গা শিব মন্দির সংলগ্ন রাধাকৃষ্ণের মন্দির থেকে চুরি হয়ে যাওয়া গোপাল, রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ফিরে পেল মন্দির কমিটি। গত রবিবার ঘোকসাডাঙ্গা থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শতাব্দীপ্রাচীন শিব মন্দিরের পাশের রাধাকৃষ্ণের মন্দির থেকে অষ্টধাতুর দুটি গোপাল মূর্তি, অষ্টধাতুরই একটি রাধাকৃষ্ণ যুগলের মূর্তি ও একটি পিতলের সিংহাসন চুরি হয়ে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলা সেগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন। মূর্তিগুলি উদ্ধার করে পুলিশ রবিবার মন্দির কমিটির হাতে তুলে দেয়। মন্দির কমিটির সদস্য কর্ণকান্ত রায় বলেন, 'মূর্তিগুলির বিশেষ পুজো করে পুনরায় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হবে।' মূর্তি উদ্ধার হওয়ায় মন্দিরের পুরোহিত সুকান্ত চক্রবর্তী সহ খুশি সকলেই।

নৌকাবাইচ

গোপালপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দইভাঙ্গি অন্দরান পখিহাগা এলাকায় রবিবার জলঢাকা নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতাটির আয়োজক উত্তর দইভাঙ্গি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। এদিন নৌকাবাইচ দেখতে ভিড় জমান এলাকার বাসিন্দারা। পুলিশ মোতায়েন ছিল। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক। প্রতিযোগিতায় মোট ২৬টি নৌকা অংশগ্রহণ করে। নৌকার আয়তনের ভিত্তিতে ৮টি বিভাগে খেলা হয়েছে। উত্তর দইভাঙ্গি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কোষাধ্যক্ষ নিরঞ্জন কীর্তনিয়া জানান, এবার প্রতিযোগিতার ৩৩তম বর্ষ। খেলা শেষে ৮টি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

চার শতকের ঐতিহ্যের পুজো

এল এল পুজো এল

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের ক্ষুদ্র জনপদ গোসানিমারি। এখানেই অবস্থিত প্রায় চার শতাব্দী প্রাচীন দেবী কামতেশ্বরী মন্দির। কথিত আছে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা মহারাজার নাম এখনও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। যদিও ইতিহাসবিদদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা নিয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সেই সময় বিহারের দ্বারভাঙ্গা এলাকা থেকে 'ঝা' পরিবারকে আনা হয়েছিল দেবীর সেবা করার জন্য। আজও সেই পরিবারের বংশধরেরা বৈদিক রীতিনীতি মেনে মায়ের সেবা করে চলেছেন।

মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ হল পাথরের তৈরি দেবী কামতেশ্বরীর মূর্তি। এখানে পুজোর সময় আলাদা করে প্রতিমা গড়া হয় না। পুজোর সময় মূর্তির সামনে শুধুমাত্র পুরোহিতদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে। তবে প্রথা মেনে কলাবৌ তৈরি করা হয় আলাদা করে। মহালয়ার পরের দিন থেকেই শুরু হয় পুজো। প্রতিপদে দেবীর সিংহাসনের উত্তর দিকে ঘট বসিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ষষ্ঠীর দিন মন্দির প্রাঙ্গণের বেল গাছে বেলবরণ হয়। সপ্তমীতে বাইশটি জায়গার মাটি ও জল দিয়ে দেবীকে স্নান করানোর বিশেষ রীতি পালিত হয়।।

অষ্টমীর দিন মহিষবলি এবং নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন জোড়া পায়রা বলি দেওয়ার প্রথা এখনও বজায় রয়েছে। দশমীতে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয়। বছরজুড়েই মন্দিরে বলিপ্রথা পালন করা হয়। প্রতিদিনের ভোগে লংকা ব্যবহার করা হয় না। তার পরিবর্তে গোলমরিচ ব্যবহৃত হয়।

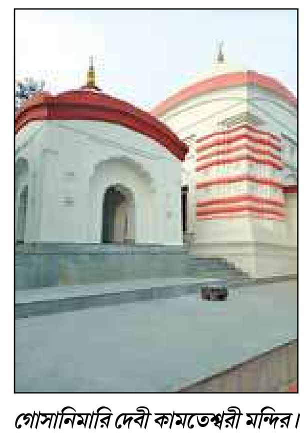

গোসানিমারি দেবী কামতেশ্বরী মন্দির।

প্রধান পুরোহিত কালীনাথ ঝা বলেন, 'এখানকার দেবী মূলত কামাখ্যার অন্য আরেক রূপ। আমরা চেষ্টা করি শতাব্দীপ্রাচীন রীতি বজায় রেখে পুজো সম্পূর্ণ করতে।'

পুজো উপলক্ষ্যে গোসানিমারির পরিবেশ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এই পুজো তাঁদের সামাজিক মিলনক্ষেত্র। দূরদূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন আসেন, মন্দির চত্বরে জমজমাট মেলা বসে। দেশভাগের আগে ওপার বাংলার বহু মানুষ এখানে পুজো দেখতে আসতেন বলে প্রবীণরা জানান।

আজও এই পুজো উত্তরবঙ্গের এক বিশেষ আকর্ষণ। দশদিন ধরে গোসানিমারি মন্দির প্রাঙ্গণ ভরে ওঠে ভক্তদের ভিড়ে। শুধু ধর্মীয় নয়, এই পুজো আজ এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের উচিত এই ঐতিহাসিক মন্দিরের পর্যটন সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।

বাজারে পাঠানোর আগে শসা বাছাই করা হচ্ছে। রবিবার ফুলবাড়িতে।

শসা ফলিয়ে লক্ষ্মীলাভ কৃষকদের

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে শসা ফলিয়ে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখলেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি বালাসি এলাকায় কৃষকরা। অন্য বছরের মতো এই বছরও জলঢাকা নদীর চরে শসা চাষ করেছেন অনেক কৃষক। ইতিমধ্যেই অনেকে শসা বিক্রি করতে শুরু করেছেন। ভালো দামও পাচ্ছেন। ফলে অনেক কৃষকের মুখে চওড়া হাসি। শসা চাষ করে ভালো আয় হওয়ায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পুজোর ক'টা দিন ভালোই কাটবে বলে আশাবাদী অনেকে।

রাঙ্গাপানি বালাসি এলাকায় জলঢাকা নদীর চরে অনেক কৃষককেই শসা চাষ করতে দেখা যায়। এই এলাকায় মালচিং পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। এই এলাকায় শসা চাষ শুরু হয় শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি থেকে। এলাকার এক কৃষক রামচরণ রায় দেড় বিঘা জমিতে শসা চাষ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আগুরি শসা চাষে বিঘা প্রতি খরচের পরিমাণ ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। উৎপাদন ও দাম ভালো থাকলে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার শসা বিক্রি করা যায় এক বিঘা জমি থেকে। ইতিমধ্যে তিনি শসা বিক্রি করতে শুরু করেছেন। পাইকারি বাজারে প্রতি কুইন্টাল শশা বিক্রি হচ্ছে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা। তাঁর কথায়, 'মূলত বিশ্বকর্মাপুজোর আগে থেকে শসা বিক্রি করার লক্ষ্য থাকে। বিশ্বকর্মাপুজো থেকে শুরু করে কালীপুজো পর্যন্ত শসার চাহিদা থাকে। দামও ভালো পাওয়া যায়। পুজোর মরশুমে শসা চাষে ভালো আয় হলে পুজোর কয়েকদিন পরিবারের সকলের সঙ্গে ভালোভাবে কাটানো যায়।'

শুধু শসা নয়, শীতকালীন বিভিন্ন সবজি চাষের ব্যস্ততা চলছে। বেগুন, ক্যাপসিকাম, বড় লংকা, টমেটো সহ বিভিন্ন সবজির গাছের পরিচর্যা চলছে। অনেকে চারা রোপণ করছেন। এবারে এই সব চাষ করে ভালো লাভ হবে বলে আশাবাদী কৃষকরা।

রূপকথা কার্নিভাল

হলদিবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার রূপকথা কার্নিভালের তরফে হলদিবাড়ি বাঁশ কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে বাচ্চা মেয়েদের জন্য দেবী দুর্গা সাজের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে দুটি বিভাগে মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করেছিল। ক বিভাগে শ্রেয়ন্তিকা সাহা প্রথম, রিদ্ধিমা রায় দ্বিতীয়, শ্রেষ্ঠা দে সরকার তৃতীয় হয়েছে। খ বিভাগে অনুষ্কা সরকার প্রথম, অর্পিতা পাল দ্বিতীয় এবং শ্রীনিকা ঘোষ ও ঈশা বাড়ুই যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে। রূপকথা কার্নিভালের পক্ষে সোমা দে সরকার জানান, আগামী বছর আরও বড় করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

বাঁশ কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে দুর্গার সাজে এক খুদে।

সম্মেলন

হলদিবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হলদিবাড়ি শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। হলদিবাড়ি হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পুর এলাকার ৯টি স্কুলের মিড-ডে মিল কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ২০ জনের একটি কমিটি গঠন হয়েছে। সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন জয়শ্রী রায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মিলেমিশে।। গোয়ালপোখরে ছবিটি তুলেছেন শেখ ফরিদ আলম।

কালভার্ট দিয়ে জলের স্রোত

জালধোয়া-বারবিশা রাজ্য সড়ক যেন এখন মরণফাঁদ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর : একটানা বৃষ্টির ফলে জালধোয়া-বারবিশা রাজ্য সড়কের মধ্যে থাকা কালভার্টের ওপর দিয়ে বইছে জলের স্রোত। হাঁটুজল ডিঙিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। সমস্যায় পড়ছেন টোটো, বাইকচালক সহ রাস্তায় চলাচলকারীরা। রাজ্য সড়কের ওই অংশ কার্যত এখন মরণফাঁদ। নীচু কালভার্টটি সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাতেই জন্মেছে ক্ষোভ।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জালধোয়া ঘাট থেকে রামপুর হয়ে বারবিশা সংযোগকারী রাজ্য সড়কের মাঝে রয়েছে কালভার্টটি। অনেকটা নীচু থাকার ফলে ফিবছর বর্ষায় কালভার্টের ওপর দিয়ে জলস্রোত প্রবাহিত হয়।

সম্প্রতি রাস্তা সংস্কার হলেও কালভার্টটি সংস্কারে উদ্যোগী হয়নি প্রশাসন। লাগাতার বৃষ্টির ফলে ফের কালভার্টের ওপর দিয়ে জল বইতে শুরু করেছে। তাতে কোনটা রাস্তা আর কোনটা গর্ত, বোঝা দায় হয়ে উঠেছে।

রায়ডাক নদী থাকায় তুফানগঞ্জে যাতায়াত করতে হলে ওই বারবিশা-জালধোয়া রাস্তা ধরে প্রথমে ঘাটপাড়ে আসতে হয়। তারপর নৌকায় রায়ডাক নদী পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় গন্তব্যে। তাই নয়, ওই রাস্তার ধারে রয়েছে জালধোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রতিদিন হাঁটুজল ডিঙিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে প্রায়ই গর্তে

কোনটা রাস্তা আর কোনটা গর্ত, বোঝা দায়।

> বেশি বৃষ্টি হলে স্কুলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এখন জল একটু বেশি, তাই দুইদিন ধরে সকলে হাত ধরাধরি করে কোনওরকমে ওই জায়গাটুকু পার হই। স্কুলের জামাকাপড় ভিজে যায়।
>
> **অনামিকা দাস**
> নবম শ্রেণির ছাত্রী

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন রামপুর-১ ও ২ এবং ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত। ওই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজে বক্সিরহাট অথবা

অন্যদিকে, ওই নৌকায় খুব কম সময়ে বক্সিরহাট থেকে রামপুর হয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় বারবিশায়। প্রতিনিয়ত এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর টোটো ও বাইক চলাচল করে। শুধু পড়ে যাচ্ছে তারা। রাতে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক। রাস্তা খুঁজে পাওয়া দায়। প্রায় ২০ বছর ধরে কালভার্টটি উঁচু করার দাবি জানিয়ে আসছেন গ্রামবাসীরা।

নিত্যযাত্রী ধীরেন দাসের কথায়, 'প্রয়োজনীয় কাজে রামপুর থেকে প্রতিদিনই আমাকে তুফানগঞ্জ যেতে হয়। বহু বছর ধরে কালভার্টটি নীচু। হালকা বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে কালভার্টটি। যে কোনও মুহূর্তে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। কালভার্টটি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন।'

রামপুর সিঙ্গীমারি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অনামিকা দাসের কথায়, 'বেশি বৃষ্টি হলে স্কুলে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এখন জল একটু বেশি, তাই দুইদিন ধরে সকলে হাতধরাধরি করে কোনওরকমে ওই জায়গাটুকু পার হই। স্কুলের জামাকাপড় ভিজে যায়।' স্থানীয় বাসিন্দা রতন দাস বলেন, 'এ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসনকে জানানো হলেও কাজ হয়নি। এতটা উদাসীনতা কাম্য নয়।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও দালকি লামা বলেন, 'এলাকাবাসীর তরফে কোনও আবেদন জমা পড়েনি। তবুও বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপরমহলে জানানো হবে।'

ক্রেতার ভিড়ে প্রাণ পেল ডুয়ার্সের হাট

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ সেপ্টেম্বর : এখনও পর্যন্ত বোনাস হয়েছে ৫০ শতাংশ বাগানে। ফলে বৃষ্টি মাথায় নিয়েও ডুয়ার্সের রবিবাসরীয় হাট ছিল এককথায় জমজমাট। প্রথম রবিবারের বেচাকেনার মধ্যে বোনাস নিয়ে যেটুকু অনিশ্চিয়তা ছিল, তা অনেকটাই কেটেছে এদিন। দিনশেষে ব্যবসায়ীদের ঠোঁটে দেখা গিয়েছে চওড়া হাসি।

মালবাজার হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কমল দত্ত বলেন, 'তৃতীয় রবিবারের হাট আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এদিন তো সকালের দিকে বৃষ্টির জন্য বেশি খদ্দের ছিল না। তবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধের ভালো আবহাওয়া সেই ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে দিয়েছে।'

শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া একটানা বৃষ্টি রবিবার দুপুর থেকে কমতেই জমজমাট হয়ে ওঠে ওদলাবাড়ি হাট। আশপাশের পাথরঝোরা, ওয়াশাবাড়ি সহ আরও কয়েকটি চা বাগানে বোনাস হয়ে গিয়েছে। এদিন ধনমায়া ছেত্রী নামে পাথরঝোরা চা বাগানের এক শ্রমিককে পরিবারের সবার জন্য জমিয়ে নতুন জামাকাপড় কেনাকাটা করতে দেখা গেল। গত শুক্রবার ২০ শতাংশ বোনাসের টাকা হাতে পেয়েছেন ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের মানা লাইনের বাসিন্দা নীরজ ওরাওঁ। স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসে বাজার সেরে যান তিনি। সাধ্যের মধ্যে কেনাকাটা করে হাসিমুখে বাড়ি ফেরার আগে ওই শ্রমিক বলেন, 'অনেকগুলো দোকান ঘুরে শেষে পছন্দের পোশাক কিনতে পারলাম। দামও নাগালের মধ্যেই ছিল।'

বৃষ্টির জন্য সকাল থেকে হাতেগোনা খদ্দের ছিল ওদলাবাড়ি হাটে। তবে বিকেল গড়াতেই হাটের জামাকাপড়, জুতো, মনিহারি সামগ্রীর দোকানগুলিতে ভিড় উপচে পড়ে। বিক্রিবাটার বহরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কাপড় ব্যবসায়ী নরেশ রায়।

মালবাজারে দুপুরের দিকেও ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যেই ধীরে ধীরে ভিড় জমতে শুরু করে সাপ্তাহিক হাটে। ব্যবসায়ীদের একাংশ জানিয়েছে, অনেক চা বাগানে বোনাস ঘোষণা হলেও এখনও শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। ফলে হাতে নগদের ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয় রবিবারের হাটটি যে কারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সুদীপ্ত সাহা, কৃষ্ণ সূত্রধর, মধুসূদন পালের মতো কাটা কাপড়ের ব্যবসায়ীরা জানালেন, অনলাইন শপিংয়ের দিকে অনেকে ঝুঁকছেন। সেটা কিন্তু একটা উদ্বেগের বিষয়।

মেটেলির সাপ্তাহিক হাট এদিন গমগম করেছে ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে। বিক্রম পাল নামে এক জুতো

বেচাকেনা

- সকালে বৃষ্টির জন্য ভিড় কম ছিল
- দুপুরে হালকা বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ভিড়
- পরে ভালো আবহাওয়ায় সেই ভিড় আরও বাড়ে
- বিক্রেতাদের অনেকে নাকি খাওয়ার ফুরসতও পাননি

ব্যবসায়ী জানালেন, এই রবিবার বিক্রিবাটা মন্দ হয়নি। ভিড়ের ছবি দেখা গিয়েছে চালসা এবং মঙ্গলবাড়ি হাটেও। লুকসান ও চম্পাগুড়ি হাটেও ভালো বিক্রি হয়েছে। মহম্মদ মানিক নামে এক শাড়ি ব্যবসায়ীর কথায়, 'এলাকার সব বাগানে এখনও বোনাস হয়নি। এদিন বিক্রি হয়েছে মূলত চ্যাংমারি ও গাঠিয়া চা বাগানের বোনাসের টাকার ওপর ভিত্তি করে। সেটাও খারাপ নয়।' মুখে একগাল হাসি ঝুলিয়ে মহম্মদ ফারুক নামে চটিজুতোর এক ব্যবসায়ী জানালেন, আনুমানিক ২৫ হাজার টাকার বিক্রি হয়েছে। তাঁর আশা, 'পরের হাটে মনে হয় দুপুরে খাওয়ার সময়টুকুও পাব না।' চা বলয়ের অন্যতম এলাকা বানারহাটের বেশ কিছু চা বাগানেও বোনাস হয়ে গিয়েছে। যে কারণে বানারহাট ও চামুর্চি চেকপোস্টের সাপ্তাহিক হাটেও ছিল উপচে পড়া ভিড়। বানারহাট ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তাপস পাল বলেন, 'রবিবারের হাট যে জমবে তা আগে থেকেই জানা ছিল। তাই ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন।'

ছোট্ট তারা

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের চামটা বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির অমরদীপ বসাক পড়াশোনার সঙ্গে ছবি আঁকায় বেশ পারদর্শী।

এসএসসিতে বসলেন প্রায় সাড়ে ৯ হাজার

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল কোচবিহারে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার কোচবিহার জেলার ২২টি সেন্টারে এই পরীক্ষা হয়েছে। কোচবিহার জেলায় মোট ১০ হাজার ২৫৮ জন পরীক্ষার্থী থাকলেও এদিন পরীক্ষা দিয়েছেন সাড়ে ৯ হাজারের মতো পরীক্ষার্থী। উত্তরবঙ্গে সব মিলিয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭২ হাজার ৩৭ জন। এর মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছেন প্রায় ৭০ হাজারের মতো। এসএসসির নর্থ রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায় বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা এদিন সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষায় ২০ জন পরীক্ষার্থী পিছু একজন করে পরীক্ষক ছিলেন। উত্তরবঙ্গে সব মিলিয়ে এদিন প্রায় ৭০ হাজারের মতো পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন।' পরীক্ষার্থী ভাস্কর দে বলেন, 'প্রশ্ন খুব কঠিন হয়নি। পরীক্ষা মোটামুটি হয়েছে।'

বিবাদ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েতের দেবী কলোনিতে রবিবার নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ঝামেলা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার একটি নিকাশিনালা দিয়ে সমস্ত জল ধরলা নদীতে চলে যেত, কিন্তু স্থানীয় এক ব্যক্তি সেই নিকাশিনালার মুখ বন্ধ করে রেখেছেন তাঁর বাড়ির সীমানা প্রাচীর ধসে যাবে বলে। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান ও মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ইলিয়াস বলেন, 'আমরা এসে সর্বসম্মতিক্রমে ড্রেনের মুখ খুলিয়ে দিই। এলাকার পরিস্থিতি এখন শান্ত রয়েছে।'

টুকরো খবর

কমিটি গঠন

নয়ারহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর : প্রোগ্রেসিভ রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বৈরাগীরহাট অঞ্চল কমিটি গঠন করা হল। রবিবার কানফাটা ভেকসিরডাঙ্গায় আয়োজিত এক বৈঠকে সংগঠনের ১৪ জনের অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির সভাপতি হয়েছেন প্রদীপকুমার বর্মন। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন যথাক্রমে দিলীপ দাশগুপ্ত ও সবুজ বর্মন।

চুরির অভিযোগ

পারডুবি, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে এটিএম কাউন্টার ভেঙে চুরির চেষ্টা করেছে দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনা জানিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশবাহিনী। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে শুরু করা হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ড

চৌধুরীহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার রাতে চৌধুরীহাট বাজার এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বিপরীতে থাকা বিদ্যুতের খুঁটিতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার পর স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দিনহাটা দমকলকেন্দ্রে। যদিও দমকলের ইঞ্জিন আসার আগে স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

বার্ষিক সম্মেলন

দিনহাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা কৃষিমেলা কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন হল। রবিবার কৃষিমেলা চত্বরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী।

জয়ী তৃণমূল

শীতলকুচি, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার আমুরুল্লা পাটোয়ারী মাদ্রাসা শিক্ষাকেন্দ্রের নতুন পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। বিরোধীরা মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন।

২৪ নম্বর সামিলাবস এলাকায় শম্বুকগতিতে চলছে সেতু তৈরির কাজ।

রাত জেগে পুজো দেখা নিয়ে দোলাচল

বুড়িতিস্তায় সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় বিপত্তি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ঠিক সময়ে সেতু তৈরির কাজ শেষ হয়নি। তাই গভীর রাত পর্যন্ত দুর্গাপুজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন ভেবে মন খারাপ হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ২৪ নম্বর সামিলাবস এলাকার বাসিন্দাদের।

বাংলাদেশ সীমান্ত পরিবেষ্টিত হলদিবাড়ি ব্লকের ওই গ্রামে যাতায়াতে প্রধান অন্তরায় বুড়িতিস্তা নদী। এদিকে নদীর ওপর সেতু তৈরির কাজ শুরু করার আগে নদী পারাপারের বিকল্প হিসেবে কোনও ডাইভারশনও তৈরি করা হয়নি। সেই কারণে যানবাহন নিয়ে চলাচলের জন্য গ্রামবাসীদের সীমান্ত সড়কের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে বিএসএফের তরফে গভীর রাতে সীমান্ত সড়ক ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। তাই গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, এবছর তাঁরা বেশি রাত অবধি দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতে উঠতে পারবেন না।

এলাকারই এক বধূ শোভা রায়ের কথায়, 'ঠাকুর দেখার জন্য আমাদের হলদিবাড়ি, জলপাইগুড়ি কিংবা চ্যাংরাবান্ধা যেতে হয়। সেতু না থাকলে রাতে এলাকায় গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। তাই পরিবার-পরিজনদের নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে ঠাকুর দেখতে যাওয়া সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা ফটিক রায় এবিষয়ে বলেন, 'সেতু তৈরির জন্য মোট চারটি পিলার তৈরি করা হবে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়। এখনও পর্যন্ত মাত্র দুটি পিলার তৈরি করতে পেরেছে ঠিকাদারি সংস্থা। অন্য পিলারের কাজ শুরু করা হয়েছে সবে।'

সমস্যা যেখানে

- সামিলাবসে যাতায়াতে প্রধান অন্তরায় বুড়িতিস্তা নদী
- সেতু তৈরির কাজ শুরু করার আগে কোনও ডাইভারশনও তৈরি করা হয়নি
- যানবাহন নিয়ে চলাচলের জন্য গ্রামবাসীদের সীমান্ত সড়কের উপর নির্ভর করতে হয়
- বিএসএফের তরফে গভীর রাতে সীমান্ত সড়ক ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না

স্থানীয় নবীন রায়, কালীমোহন বর্মন, বিশ্বনাথ রায়দের অভিযোগ, খুবই ধীরগতিতে সেতু তৈরির কাজ চলছে। এদিকে অন্য কোনও ডাইভারশনও তৈরি করা হয়নি। ফলে দুর্বল ও নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে কোনওমতে নদী পারাপার করতে হচ্ছে। যদিও সাঁকো দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে হেঁটে নদী পারাপার করা গেলেও কোনও প্রকার যানবাহন চলাচল করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভরসা সীমান্ত সড়ক। দুর্গাপুজোয় গাড়ি নিয়ে আশপাশের এলাকায় ঠাকুর দেখতে যেতে হলে ওই রাস্তাটিই ভরসা। তবে বেশি রাতে সীমান্ত সড়কে যাতায়াত করা নিয়ে বিএসএফের আপত্তি রয়েছে।

এনিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তুলি খাতুন বললেন, 'ইতিমধ্যে সেতুর পিলার তৈরির কাজ চলছে। তবে বর্ষায় নদীর জল বৃদ্ধিতে কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল।' পাশাপাশি দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাহুল প্রামাণিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুড়িতিস্তা নদীটি বাংলাদেশ থেকে এসে ওই গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর ফলেই পুরো গ্রামটি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

জীর্ণ সাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নদী পারাপার চলত। এরপর প্রশাসনের তরফে ওই এলাকায় প্রায় ৭৯ মিটার দীর্ঘ কংক্রিটের সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর জন্য রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের প্রায় ১০ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দেহ উদ্ধার

মাথাভাঙ্গা, ১৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার সন্ধ্যায় মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের শৌলমারি এলাকায় ধরলা নদীর ধারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম জ্ঞানেন্দ্র সরকার (৬২)। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডাককর্মী এবং মাথাভাঙ্গা শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর বাড়ি শৌলমারি ধামে। রবিবার মাথাভাঙ্গা মর্গে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পালাগান

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ সেপ্টেম্বর : মনসাপুজো উপলক্ষ্যে শুক্রবার থেকে চারদিন ব্যাপী পালাগানের আয়োজন করা হয়েছে। পালাগান চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধার শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হরি মন্দির সেবা সমিতির পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় আয়োজন করা হয়েছে। মন্দির কমিটি জানিয়েছে, গিদাল রমণী বর্মন পালাগান পরিবেশন করছেন। মেখলিগঞ্জ ব্লক থেকে দলে দলে ভক্তরা গান শুনতে আসছেন। প্রত্যেকদিন ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা রয়েছে। সোমবার উৎসবের সমাপ্তি হবে।

তৃণমূলের সভা

বক্সিরহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস মহিলা কমিটির উদ্যোগে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। বারোকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানসাই হাইস্কুলে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেবশর্মা, ব্লক সভানেত্রী বাসন্তীরানি সাহা, ব্লক সভাপতি নিরঞ্জন সরকার প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

পুণ্ডিবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : পূর্ব খাগড়াবাড়ি বালাপাড়া এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পূর্ব খাগড়াবাড়ি বালাপাড়া এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রাতে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে অজ্ঞাত একটি গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম হন এক ব্যক্তি। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত রাজকুমার বিন (৩২)-এর বাড়ি বালাপাড়া সংলগ্ন এলাকায়।

বৃষ্টিতে ভুক্তভোগী হাজারখানেক পরিবার

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৪ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে ও সমতলে লাগাতার বৃষ্টি। তার জেরে জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জল উপচে ঢুকল লোকালয়ে। জল জমে রবিবার ভোগান্তির শিকার হলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজারখানেক বাসিন্দা। কোনও কোনও জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দুর্গতদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা নিজেরাই জল থেকে বাঁচতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

শনিবার রাত থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার পাশাপাশি পাহাড়জুড়ে শুরু হয় বৃষ্টিপাত। কোথাও ভারী, কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাত হয়। এর জেরে জেলার তিস্তা, মাল ব্লকের জুরন্তি সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করে। কালিঝোরা তিস্তা লো ড্যাম প্রোজেক্ট ও তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় চাঁপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি পঞ্চায়েতের প্রায় ৩৫০ পরিবার জলবন্দি হয়ে

জলবন্দি চাঁপাডাঙ্গা।

পড়ে। চাঁপাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের মাস্টারপাড়া, বাসুসুবা, কেরানিপাড়া, রায়পাড়ার পাশাপাশি দক্ষিণ চ্যাংমারি, পশ্চিম সেঙ্গপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জল এতটাই বেড়ে যায় যে, বাসুসুবা থেকে ক্রান্তি যাওয়ার রাজ্য সড়ক পুরোপুরি জলের তলায় চলে যায়।

চ্যাংমারি পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁওর প্রায় ৮০টি পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়ে। চ্যাংমারি পঞ্চায়েত প্রধান আবদুল সামাদ জানান, এনিয়ে চলতি বছর এই এলাকা প্রায় সাতবার জলবন্দি হল। গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি ভারী বৃষ্টির ফল ভুগতে হয়েছে জেলা সদর জলপাইগুড়িকেও। জলমগ্ন হয়ে পড়ে পান্ডাপাড়ার কংগ্রেসপাড়া, বাতাসার গলি, ২-৩ নম্বর রেল গুমটি, মহামায়াপাড়া, পানপাড়া, কদমতলা, নিউটাউনপাড়া, গোমস্তপাড়া সহ একাধিক এলাকা। শান্তিপাড়া সংলগ্ন ভাঙা রাস্তার গর্তে জল ভরে থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।

বড়োমাকে দেখে শুরু পুজো পরিক্রমা

এল এল পুজো এল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের বাকি আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকদিন। সব জায়গার মতো দিনহাটাতেও জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। কোথাও থিমের বাহার আবার কোথাও আলোকসজ্জায় চমক। কিন্তু যতই থিমের চাকচিক্য থাকুক না কেন দিনহাটাবাসীর প্রাণের পুজো হল মা মহামায়াপাটের দুর্গোৎসব। বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকলেও পুজোয় নিয়মনিষ্ঠার কোনও ত্রুটি হয় না। এবছর পুজোটি ১৩৫ বছরে পা ফেলতে চলেছে। এই পুজোর ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহামায়াপাট মন্দির কমিটির সহ সভাপতি দিলীপ দে জানান, ১৮৯০ সালে কোচবিহারের মহারাজার উদ্যোগে ডুয়ার্স থেকে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ শুরু হয়েছিল। সেই কাজ চলাকালীন বামনহাট সীমান্তবর্তী এই এলাকায় এক শ্রমিক গোলাকার একটি পাথরের টুকরো খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই পাথরে দেবী দুর্গার অবয়ব খুঁজে পান তিনি। তারপর থেকে সেই শিলাকে প্রতিষ্ঠা করে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে পুজো শুরু করেছিলেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের শুরু করা সেই পুজোটি এখন দিনহাটার ঐতিহ্যবাহী পুজোয় পরিণত হয়েছে।

> দিনহাটাবাসী বড়োমাকে দর্শন করে পুজো পরিক্রমা শুরু করেন। বিশেষত মহামায়াপাটের এই পুজোয় অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়া সকলের কাছে এক বিশেষ প্রাপ্তি। ভিড়ের মাঝেও বড়োমার পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য শহরবাসী ভিড় জমান।
>
> **উজ্জ্বলা দে,** বাসিন্দা

পুজোর আয়োজকরা জানান, শতবর্ষ অতিক্রান্ত এই পুজোয় তালপাতার পুঁথি খুলে মন্ত্রোচ্চারণ করেন পুরোহিত। সূর্য সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা নির্ধারিত নির্ঘণ্ট মেনে পুজো হয়। দেবীর ভোগ রান্না থেকে শুরু করে চণ্ডীপাঠ, হোম যজ্ঞ সবকিছু সাবেকি প্রথা মেনে হয়। নিষ্ঠা ও ভক্তি এই পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য। পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির প্রাঙ্গণে চারদিন ব্যাপী মেলা বসবে।

বাসিন্দা উজ্জ্বলা দে-র কথায়, 'দিনহাটাবাসী বড়োমাকে দর্শন করে পুজো পরিক্রমা শুরু করেন। বিশেষত মহামায়াপাটের এই পুজোয় অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়া সকলের কাছে এক বিশেষ প্রাপ্তি। ভিড়ের মাঝেও বড়োমার পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য শহরবাসী ভিড় জমান।'

ভারত সরকার

বিকশিত বিহার বিকশিত ভারত

বিদ্যুৎ, রেলপথ, বিমানবন্দর, আবাসন ও নগর বিষয়ক, জলশক্তি, গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি, পশুপালন এবং দুগ্ধ খাতে বিহারের জনগণের জন্য ৩৬০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রকল্পের উপহার

প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- ভাগলপুরের পীরপৈন্তিতে 3X৮০০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প
- কোশি-মেচি আন্তঃরাজ্য নদী সংযোগ প্রকল্পের ফেজ-১
- বিক্রমশিলা-কটরিয়ার মধ্যে নতুন রেললাইন (26 কিমি)
- ইন্টারসেপশন অ্যান্ড ডাইভারশন (I&D) এবং স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) সুপৌল এবং কাটিহার জেলায় নির্মিত
- দ্বারভাঙ্গা, কাটিহার এবং ভাগলপুরে জল সরবরাহ প্রকল্প

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

- পূর্ণিয়া বিমানবন্দরে অন্তর্বর্তীকালীন টার্মিনাল ভবন
- আরারিয়া - গলগলিয়া (ঠাকুরগঞ্জ) নতুন রেল লাইন (111 কিমি)
- পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার (STP) এবং ইন্টারসেপশন এবং ডাইভারশন (I&D), ভাগলপুর নমামি গঙ্গে কর্মসূচির অধীনে
- পূর্ণিয়ায় দেশীয় গবাদিপশুর শুক্রাণু সংরক্ষণের সুবিধা

পতাকা নেড়ে সূচনা

- পূর্ণিয়া বিমানবন্দর থেকে প্রথম বাণিজ্যিক বিমান
- আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেললাইন হয়ে কাটিহার-শিলিগুড়ি এক্সপ্রেস
- যোগবাণী - দানাপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
- সহরসা - ছেহার্তা (অমৃতসর) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস
- যোগবাণী - ইরোড অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

গৃহ প্রবেশ

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) (বিহারের 35600 সুবিধাভোগী)
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহরে) (বিহারের 5920 সুবিধাভোগী)

NRLM-এর অধীনে সুবিধা বণ্টন

- বিহারে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM)-এর অধীনে সব স্তরের ফেডারেশনগুলিকে ₹ 500 কোটির কমিউনিটি বিনিয়োগ তহবিল (CIF) এবং পাঁচটি CLF-কে চেক হস্তান্তর

শুভ সূচনা

- জাতীয় মাখানা বোর্ড

প্রকল্পের সুবিধা

- পূর্ণিয়া বিমানবন্দরে নতুন সিভিল এনক্লেভের উন্নয়ন এই অঞ্চলে বিমান ভ্রমণের চাহিদা পূরণ করবে
- যাত্রী ও মালবাহী পরিবহণের জন্য সংযোগ বৃদ্ধির জন্য নতুন লাইন এবং ট্রেন দক্ষ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের রেল ভ্রমণের মাধ্যমে চলাচল
- নতুন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে অধিক বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করবে গার্হস্থ্য ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে
- নতুন জল সরবরাহ নেটওয়ার্কগুলি টেকসই জল ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করবে এবং জল জীবন মিশনের অধীনে নলের জল সংযোগের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করবে
- ইন্টারসেপশন অ্যান্ড ডাইভারশন (I&D) এবং নতুন পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার (STP) নদীর দূষণ কমাবে এবং গঙ্গার পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করবে
- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (গ্রামীণ ও নগর) আওতায় ৪১,৫২০টি পরিবার বাড়ির মালিক হবে
- গবাদি পশুর শুক্রাণু সংরক্ষণের সুবিধা দুগ্ধ খামারিদের আয় বৃদ্ধি করবে এবং তাদের অর্থনৈতিক বোঝা কমাবে
- জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM) এর অধীনে তহবিল বিতরণ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির দিকে পরিচালিত করবে এবং গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার / স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন করবে
- মাখানা উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, এই ক্ষেত্রে বিশ্ব মানচিত্রে বিহারের উপস্থিতি আরও জোরদার করবে

শ্রী নরেন্দ্র মোদি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর

দ্বারা

সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ০৩.৩০ পূর্ণিয়া, বিহার

সম্মাননীয় অতিথিদের উপস্থিতি

শ্রী আরিফ মোহাম্মদ খান
রাজ্যপাল, বিহার

শ্রী নীতীশ কুমার
মুখ্যমন্ত্রী, বিহার

শ্রী মনোহর লাল
কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন; এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী

শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান
কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ; এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং
কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রী; এবং পঞ্চায়েতিরাজ

শ্রী কিঞ্জরাপু রামমোহন নাইডু
কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী; তথ্য ও সম্প্রচার; এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

শ্রী সি. আর. পাতিল
কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী

শ্রী সম্রাট চৌধুরী
উপ-মুখ্যমন্ত্রী, বিহার

শ্রী বিজয় কুমার সিনহা
উপ-মুখ্যমন্ত্রী, বিহার

শ্রী রাজেশ রঞ্জন
সাংসদ (লোকসভা)

শ্রী বিজয় কুমার খেমকা
বিধায়ক, পূর্ণিয়া

CBC 03111/15/0011/2526

DD NEWS ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১৯ সংখ্যা, সোমবার, ২৯ ভাদ্র ১৪৩২

কণ্টকিত পদ্ম

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে, তার জন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চেষ্টায় এতটুকু ফাঁকি নেই। দিল্লির নেতাদের নিয়মিত আনাগোনা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। মেট্রোর অনুষ্ঠানে হালে কলকাতা এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে যাত্রায় মোদি জনসভাও করেছিলেন। সেনাবাহিনীর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী ফের কলকাতায় এসেছেন। এ যাত্রায় দলীয় অনুষ্ঠান না থাকলেও প্রধানমন্ত্রী রাজভবনে রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর একে একে আসবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে ঠাসা কর্মসূচি বিজেপির শীর্ষ নেতাদের।

এর পাশাপাশি বাঙালি আবেগে শান দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের দেখাদেখি রাজ্য বিজেপিও এবার বাংলার জেলায় জেলায় বিভিন্ন পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য করবে। বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে তৃণমূল যখন আন্দোলন করছিল, তখন গেরুয়া শিবিরের পালটা কোনও কর্মসূচি ছিল না। উলটে শুভেন্দু অধিকারীর মতো কেউ কেউ বেফাঁস মন্তব্য করায় দলের ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে অবশ্য দল কৌশল বদলাচ্ছে। দলের দেওয়া অর্থ সরাসরি পুজো কমিটির হাতে তুলে দেবেন মহাতারকা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। আবার তৃণমূলের স্বামী বিবেকানন্দ কাপের পালটা নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করছে বিজেপি।

রাজ্য নেতৃত্ব বড় বেশি হাইকমান্ড নির্ভর হয়ে পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নাকি ভোট উপলক্ষ্যে কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে মাস কয়েক থাকবেন। মাঝেমধ্যে দিল্লি যাবেন। জুলাইয়ে গোটা রাজ্যের বুথভিত্তিক সমীক্ষার একটি রিপোর্ট শা'র কাছে জমা পড়ে। জেলায় জেলায় কোন বুথ কতটা শক্তিশালী, কোন বুথ কতটা দুর্বল, কোথায় কোথায় বিজেপি প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা- এসবের উল্লেখ ছিল সেই রিপোর্টে। এবার শা'র কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকার পরিকল্পনা। তাই এমন একটি বাড়ির খোঁজ চলছে, যার ছাদ হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এতদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় এলে নিউটাউনের একটি হোটেলের বত্রিশতলায় থাকতেন।

কিন্তু বঙ্গ বিজেপি কি নির্বাচনের জন্য পুরোপুরি তৈরি? সদ্যসমাপ্ত বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির পারফরমেন্স তুলনায় ভালো ছিল। কিন্তু এত বড় রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের যে ভূমিকা থাকার কথা, তা অদৃশ্য। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর আশা করা হচ্ছিল, এবার হয়তো বাংলার নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামবেন। কোথায় কী? শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ নিজের নিজের মতো করে কর্মসূচি স্থির করেন।

দিলীপ ঘোষের আবার অন্য সমস্যা। কোনও অনুষ্ঠানেই আমন্ত্রণ পান না প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। সেই সময়গুলো কাটানো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও দলের কাজ দেখিয়ে দিল্লি ছুটতে হয় আবার কখনও দ্বারস্থ হতে হয় ধর্মগুরু রবিশঙ্করের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে অন্য বিতর্ক। সম্প্রতি একটি মঞ্চে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন, যেখানে তাঁর পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি ছিল। বিজেপি নেতারা বাংলার মনীষীদের অসম্মান করেন বলে অভিযোগ এনেছে তৃণমূল। আবার শমীককে রাজ্য সভাপতি হিসেবে ততটা সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে না। আসলে শমীক নিজে একরকম মানুষ, দলে তাঁর সঙ্গীসাথিরা আরেকরকম। খাতায়-কলমে রাজ্য সভাপতি হলেও খুব কিছু করার উপায় শমীকের নেই। একুশের বিধানসভায় বিজেপি জিতেছিল ৭৭ আসন। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তৃণমূলকে হটানো অনেক পরের কথা, এবারে পদ্ম শিবিরের আসন গতবারের থেকেও কমে যাবে। নেতাদের কাণ্ডকারখানা দেখে বিজেপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও এখন এই আশঙ্কা ছড়াচ্ছে। সেই আশঙ্কা তাঁদের মনোবল ভেঙে দিলে গোটা দলের পক্ষে সমস্যার।

অমৃতধারা

সংসারের বিষয়ের মধ্যে দাসীর মতো থাকো। সবকিছুর মধ্যে থেকেও কোনও কিছুর মধ্যে থেকো না। সময়মতো তারা চলে যায়। যতই কাজ থাকুক না কেন তাদের আটকানো যায় না। তুমি সংসারে থাকো কিন্তু সংসার যেন তোমাতে না থাকে। দুঃখ! দুঃখ কোথায়? আমরা তো সেই ব্রহ্ম। দুঃখ মনে। আমরা এক মিনিটে নিজেদের মন ঠিক করে নিতে পারি। কী নিয়ে দুঃখ করব? সেই আনন্দ তো ভেতরে। তুমি আমায় পদ্মের কুঁড়ি দিয়েছিলে। আমি তোমায় পদ্ম ফুটিয়ে দিলাম। তোমাদের মধ্যেও কুঁড়ি রয়েছে। আমার কাছে এসে তোমরা একে ফুটিয়ে নাও। প্রত্যেকটা কাজ নিষ্ঠাসহকারে করতে হবে। আমার অতীত আমার বর্তমান তৈরি করে। আমি যদি সারাবছর খাটি তবেই আমি পরীক্ষায় ভালো ফল পাব।

-ভগবান

রাহুলের যাত্রা বনাম বিহারের বাস্তব

ঠিক ছিল, কংগ্রেস এবার ৫০টির বেশি আসনে লড়বে। কিন্তু রাহুলের যাত্রায় উন্মাদনা দেখে আবার কংগ্রেস আবদার জুড়েছে তারা ৭০-এর নীচে লড়বে না।

প্রসূন আচার্য

১

বিহারে রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদব, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যদের ১৬ দিনের ভোটার অধিকার যাত্রা সাধারণ মানুষের মধ্যে সাড়া ফেলায় চর্চা চলছে, তাহলে কি ২০ বছরের নীতীশ জমানার অবসান আসন্ন? ক্রমে শতাংশের হারে জনপ্রিয়তা খোয়ানো নীতীশ কুমারকে এবার কি গদি ছাড়তে হচ্ছে? এবারও যে নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরে বিজেপি ভোটে যাচ্ছে। নীতীশ ক্ষমতা হারালে তো বিজেপির বিহার বিজয় আগামী ১০-১৫ বছরের জন্য গল্প হয়ে যাবে।

২

পাঁচ বছর আগে বিহারের ভোট ছিল সমানে সমানে। ফলাফল ছিল নীতীশের নেতৃত্বে এনডিএ ১২৫। তেজস্বী-কংগ্রেস-বামেদের জোট ১১০। অন্যরা ৮টি। বিহারে বিধানসভা আসন ২৪৩। অর্থাৎ হাফওয়ে মার্ক ১২৩। মাত্র কয়েকটি আসন তেজস্বী, রাহুলরা বেশি জিতলে গতবারই নীতীশ হেরে যেতেন। যে কারণে ভোটের পর একবার নীতীশ পালটি মেরেও ছিলেন। পরে আবার মোদির হাত ধরেন।

২০২০ সালে নীতীশের খারাপ ফলের অন্যতম কারণ ছিল রামবিলাস পাসোয়ানের পুত্র চিরাগ। ভোট কেটে নীতীশকে হারিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই তিনি নেমেছিলেন। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে সবাই একজোট হয়ে লড়ায় বিধানসভাভিত্তিক ফল দাঁড়ায় এনডিএ ১৭৪ এবং মহাগঠবন্ধন ৬২। ব্যবধান বিস্তর। এই পরিস্থিতিতে এবার ভোটের তিন মাস আগে রাহুলদের ভোটার অধিকার যাত্রা।

ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-কে কেন্দ্র করে শুধু বিহারে নয় গোটা দেশে হইচই পড়ে, সংসদ অচল হয়, সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়, প্রাথমিক খসড়া তালিকায় বাদ যায় ৬৫ লাখ ভোটারের নাম এবং রাহুলের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়া' জোট বিজেপির ভোট চুরিকে ইস্যু করে। এর ফলে ভোটার অধিকার যাত্রা অন্য মাত্রা পেয়ে যায়।

৩

এবার দেখে নিই এনডিএ'র ঘরের অবস্থা। নীতীশ এবং বিজেপির মধ্যে খুব বড় সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা নেই। কিন্তু এবারও চিরাগ ফ্যাক্টর আছে। বিশেষ করে রাহুলের যাত্রার পর দলিতদের একাংশ যেমন মুশাহার, মাল্লা জনগোষ্ঠীগুলি কংগ্রেস-আরজেডি জোটের দিকে ঝুঁকে যাওয়ায় চিরাগ ফ্যাক্টর আরও বড় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে চিরাগ শতাধিক আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

পাসোয়ানরা দলিতদের মধ্যে সবথেকে প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী। চিরাগের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন আছে। সেই হিসেবে চিরাগ ৪০-৫০ আসনের কমে সমঝোতায় যাবেন না। তাঁর লোক জনশক্তি পার্টি ২০২০ সালে ১৩৭টি আসনে প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল মাত্র একটিতে। চিরাগের কারণে এনডিএ ২৭টি আসনে হেরেছিল। ১০টি আসনে চিরাগের দল দ্বিতীয় হয়েছিল। প্রায় ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।

যে কারণে ২০২৪ সালে চিরাগকে তড়িঘড়ি জোটসঙ্গী করে নেন অমিত শা এবং চিরাগ ৫টি লোকসভা আসন জেতেন। সেই ভোটের হিসাব ধরলে ২৯টি বিধানসভা কেন্দ্রে চিরাগের দল এগিয়ে এবং এবার নাম না করে নীতীশকেই টার্গেট করছেন রামবিলাস-পুত্র। বিহারের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এনডিএ জোটের আরেক শরিক উপেন্দ্র কুশওয়াহা। তিনিও নানা আবদার করছেন। কৈরী নেতা। এই জাতের ভোট আছে ৪ শতাংশের বেশি। বিগত ভোটে তাঁর দল ভালো করতে পারেনি বলে অমিত শা'র পক্ষে তাঁকে ম্যানেজ করা মুশকিল হবে না। শেষপর্যন্ত বিজেপি যত আসনই ছাড়ুক, নীতীশকে মেনে নিতেই হবে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার জন্য।

৪

এবার 'ইন্ডিয়া' জোটের দিকে তাকাই। গতবার বিহারে কংগ্রেসের স্ট্রাইক রেট ছিল সব থেকে খারাপ। ৭০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে জিতেছিল মাত্র ১৯টি। সিপিআই(এমএল)-লিবারেশন ১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১২টি জিতেছিল। আরজেডি ১৪৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৭৫টি জেতে। বিজেপির থেকে একটি বেশি। তখনই বিরোধী শিবিরের বক্তব্য ছিল, গ্রাউন্ডে কংগ্রেস নেই। বুথে কংগ্রেস কর্মী নেই। অধিকাংশ জায়গায় বুথ কমিটিই নেই। শুধু হাওয়া আর রাহুলের ভরসা। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের আরও কম আসনে লড়া উচিত ছিল। তাহলে নীতীশ-বিজেপি হেরে যেত।

কংগ্রেসের একাংশ সেকথা মানেননি, এমনটা নয়। ঠিক ছিল, কংগ্রেস এবার ৫০টির বেশি আসনে লড়বে। কিন্তু রাহুলের যাত্রায় উন্মাদনা দেখে আবার কংগ্রেস আবদার জুড়েছে তারা ৭০-এর নীচে লড়বে না। জোটসঙ্গী হিসেবে দুটি লোকসভা আসন জেতায় লিবারেশন তাদের দাবি বাড়িয়েছে। তাঁদের নেতা দীপঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তাঁরা ৪০টির কমে লড়বেন না। পুরো যাত্রাপথ সঙ্গে থাকা পিছড়ে বর্গের নেতা মুকেশ সাহানি জানিয়েছেন, তাঁকে শুধু বেশি আসন দিলেই হবে না, উপমুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে ভোটে যেতে হবে।

আরজেডি আর লিবারেশন ছাড়া ভোটের দিন বুথ আগলে পড়ে থাকার মতো কর্মী এই জোটের অন্য দলগুলির নেই। তা সত্ত্বেও তারা বেশি আসন চাইছে। সিপিআই ও সিপিএম কম নেবে, এমন ভাবার কারণ নেই। তার উপর ওই যাত্রার সময় অখিলেশ যাদব আগাম ঘোষণা করেছিলেন, তেজস্বী হবেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ। কিন্তু দিল্লিতে খাড়্গের সঙ্গে বৈঠকের পর সেকথা খারিজ করে দিয়েছে কংগ্রেস। তাদের মতে, যা হবে ভোটের পর। ফলে স্বস্তিতে নেই বিরোধী শিবির।

৫

এবার দেখা যাক, 'এসআইআর'-এর খেলা কতটা কার্যকর করতে পারল নির্বাচন কমিশন এবং এই কাজে যুক্ত নীতীশ সরকারের কর্মীরা। কারণ সরকারি কর্মীরা স্কুল শিক্ষক হোন বা পঞ্চায়েত বা পুরসভার কর্মী, তাঁরাই স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজ করেছেন। প্রশাসন যা বলেছে, তাঁদের সেটাই শুনতে হয়েছে। এই কাজে যে দুর্নীতি হয়েছে, সেটা গোটা দেশ জেনে গিয়েছে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত কী হল? যে ৬৫ লাখ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, তার মধ্যে ২০-২২ লাখ মৃত হলে বাকি ৪৫ লাখের কতজনের নাম উঠল? পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম কি উঠল? মহিলাদের নাম বেশি করে বাদ গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বৈধদের কি নাম উঠল? খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সাকুল্যে কয়েক লাখের নাম উঠেছে। সংখ্যাটি বাদ পড়া নামের ১০-১২ শতাংশের বেশি নয়। অন্যদিকে, ৩ লাখ ভোটারকে চিঠি দিয়ে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের বুথ লেভেল এজেন্টরা যে প্রায় ৫০ লাখ আবেদন নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলি গ্রাহ্য করা হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে আধার কার্ড বৈধ হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে খুব বেশি লোকের নাম উঠবে, তা নয়। অর্থাৎ, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় বিরোধী দলের ভোটারদেরই নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেটাই ফাইনাল তালিকায় থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ রাহুল-তেজস্বীদের ভোটার অধিকার যাত্রায় সাড়া পড়লেও, ভোট চুরির প্রাথমিক ধাপে বিজেপি কিন্তু এগিয়ে গেল।

৬

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহিলাদের একাংশের ভোট নিশ্চিত করায় সেই পথে সবাই হাঁটছে। বিজেপি একই কায়দায় মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশায় জিতেছে। হেমন্ত সোরেন জিতেছেন ঝাড়খণ্ডে। এবার নীতীশ সেই পথ ধরলেন। এমনিতেই শরাব বন্দি অর্থাৎ মদ বন্ধ করে নীতীশ মহিলাদের ভোটের বড় অংশ পেয়েছেন। এবার তিনি ২ কোটি ৭৭ লাখ মহিলার জন্য ২৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। দেওয়ালির আগেই প্রায় ২ কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার করে টাকা ঢুকে যাচ্ছে।

স্কিম হচ্ছে, নানা ধরনের স্বনির্ভর কর্মসূচি দেখিয়ে মহিলাদের জীবিকা প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে হবে। 'যোগ্য' হলে তাঁরা ব্যবসা করার জন্য ২ লাখ টাকা পাবেন। তার মধ্যে আপাতত ১০ হাজার ভোটের আগে। আশাকর্মীদের ভাতা এক থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার করে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস-আরজেডি'ও বলছে, ক্ষমতায় এলে তারা মহিলাদের মাসে আড়াই হাজার টাকা দেবে। সঙ্গে ৫০০ টাকায় গ্যাস। কিন্তু জিতলে তো! তার আগেই যে হাতেগরম নীতীশের টাকা।

সব মিলিয়ে বিহারি খেল জমেছে। তবে পাল্লা কিঞ্চিৎ নীতীশের পক্ষেই ভারী। অন্তত আজ পর্যন্ত।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৭৬

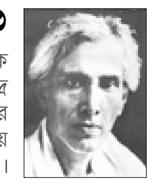

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় আজকের দিনে।

১৯৩৯

রাজনীতিবিদ তথা পরিসংখ্যানবিদ সুব্রহ্মণিয়ান স্বামীর আজকের দিনে জন্ম।

আলোচিত

যে পাকিস্তানি জঙ্গিরা ২৬ জন নাগরিককে ধর্ম জিজ্ঞেস করে করে মারল তাদের সঙ্গে খেলতেই হবে? প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, রক্ত ও জল একসঙ্গে বইতে পারে না। এই ম্যাচ থেকে বিসিসিআই কত টাকা পাচ্ছে? ২ হাজার কোটি, ৩ হাজার কোটি? সেটা কি ২৬টা প্রাণের চেয়েও মূল্যবান? বিজেপিকে এর জবাব দিতেই হবে।

- আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

ভাইরাল/১

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসা এবার অমলেটে। ডিমের কুসুমের মধ্যে তুলি ডুবিয়ে গরম তাওয়ায় আঁকিবুকি কাটেন শিল্পী। কিছুক্ষণ বাদে সাদা অংশটি তার ওপর ঢেলে দেন। অমলেটটি প্লেটে তুলতেই অবিকল মোনালিসার ছবির রূপ নেয়।

ভাইরাল/২

মেট্রোর মাধ্যমে মানব হৃৎপিণ্ড এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। স্পর্শ হাসপাতাল থেকে হৃৎপিণ্ডটি প্রতিস্থাপনের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল অ্যাপোলোতে। কয়েকজন ডাক্তারকে হৃৎপিণ্ডের বাক্সটি নিয়ে যশবন্তপুর মেট্রোতে উঠতে দেখা গিয়েছে।

জনমন
জনমত

সামসী ও হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেন কবে দাঁড়াবে?

অসমের বাসুগাঁও স্টেশন থেকে শুরু করে বিহার-বাংলা সংলগ্ন কুমেদপুর, আজমনগর রোড স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপ ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এই স্টপে বাসুগাঁও স্টেশনের যাত্রীদের কোনও সুবিধাই হবে না। কারণ রাত তিনটেতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বাসুগাঁও স্টেশন ছাড়বে। বিহার-বাংলা ঘেঁষা স্টেশনের যাত্রীরা সচরাচর তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসেই কলকাতা যাত্রা করেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস তাঁদের কতটা কাজে আসবে বলা মুশকিল। এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ যাত্রীদের প্রধান গন্তব্য কাজের খোঁজে ভারতের রাজধানী শহরগুলোতে পৌঁছে যাওয়া। বাসুগাঁও স্টেশনে এই ট্রেনটির স্টপ অর্থহীন। এত দীর্ঘ যাত্রাপথের এই ট্রেনের অকার্যকরী স্টপ দূরের যাত্রীদের বিরক্তিই বাড়াবে।

কিন্তু উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসকে দেওয়ানহাট স্টেশনে স্টপ দেওয়াটা রেল বোর্ডের অতি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যাত্রীদের ট্রেন ধরতে ২০ কিমি দূরের নিউ কোচবিহার এবং কলকাতা থেকে ফেরার সময় ১০ কিমি দূরের দিনহাটায় পৌঁছানোর পর নানা ঝক্কি সামলে দেওয়ানহাটে ফিরে আসতে হবে না। এই স্টপে অসংখ্য যাত্রীর অর্থকষ্ট, হয়রানি ও ঝক্কি লাঘব হবে।

কিন্তু বড় প্রশ্ন রয়ে গেল কোচবিহার স্টেশন নিয়ে, যেখানে এই ট্রেনটি দাঁড়াচ্ছে না। এক অদ্ভুত পরিস্থিতি! ২০ বছর ধরে এটা চলছে। ৭০-৭৫ শতাংশ যাত্রীদের প্রায় ৭/৮ কিমি দূরের নিউ কোচবিহার স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হচ্ছে। নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে কোচবিহার সদরে পৌঁছানোর গাড়িভাড়াও অনেক। ২ মিনিট এই ট্রেনটিকে স্টপ দেওয়া যায় না?

মোটামুটি একই পরিস্থিতি মালদার সামসী এবং হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনের। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভয়ানক আপগ্রেডেশন অর্থাৎ নতুন নির্মাণ হচ্ছে এই দুই স্টেশনের। এর উপর দিয়েই জনশতাব্দী, বন্দে ভারত, রাজধানী এক্সপ্রেস সহ অন্তত ৩৫ জোড়া ট্রেন ভারতের নানা প্রান্তে চলে যাচ্ছে। প্রায় কোনও ট্রেনই দাঁড়ায় না। দক্ষিণ ভারতে যাওয়ার অন্তত ছয় জোড়া ট্রেন চলে। অথচ স্টপের অভাবে ওই দুই স্টেশন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ চিকিৎসার জন্য দক্ষিণ ভারতে যেতে পারেন না। যেতে পারেন না পুরী, দিঘা, গুজরাট।

ট্রেন বলতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে ৭০/৭৫ কিমি দূরের মালদা টাউন স্টেশনে জনপ্রতি ১০০-১২৫ টাকা খরচ করে পৌঁছে এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে হয়। বিগত ৭০ বছর ধরে এটাই চলছে। কোভিড অতিমারির সময়ে মৃত্যুপথযাত্রীকে মালদা সদরে নিয়ে চিকিৎসা করাতে গেলে ট্যাক্সিওয়ালারা ২০০০-২৫০০ টাকা ভাড়া হাঁকতেন। মালদার এই অঞ্চল থেকেই লাখো লাখো পরিযায়ী শ্রমিক ভারতের রাজধানী শহরগুলোতে পৌঁছাতে গিয়ে ট্রেনের অভাবে হোঁচট খান। কোনও সুরাহা নেই। রেলমন্ত্রী একটু দেখুন, বিবেচনা করুন।

শান্তনু বসু,
চাঁচল, মালদা।

স্ট্যাটাস আপডেটেও চিরনূতনের ডাক

পুজোর দিনগুলি সবার কাছে হিরের মতো। হিরে পুরোনো হলেও তার ঔজ্জ্বল্য কখনও ম্লান হয় না।

সুপ্রিয় দেব রায়

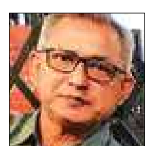

ভাদ্দর মাসের তাল পাকা আর অভদ্র প্যাচপেচে গরম সইবার সাহস যেন দেখায় শরতের নীল আকাশে পেঁজা পেঁজা শুভ্র তুলোর মতো ভেসে থাকা মেঘের ভেলা, নদীর তীরে, মাঠে-প্রাঙ্গণে শুভ্রসাদা কাশফুলের খিলখিল হাসি আর শরতের ভোরে উঠোনে বিছানো মাদকতাভরা ম-ম সুগন্ধে শিউলি ফুলের শামিয়ানা। হৃদয়ে ভেসে বেড়ায় তিরতিরে সুখ-বাতাসের অনুভূতি।

ঘুমকাতুরে কন্যাটি ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে একছুটে সাজি নিয়ে চলে যায় শিউলি গাছের তলায়। স্মৃতির পর্দায় বধূ দেখতে পান নিজেকেই। দ্বিপ্রহরে সংসারের জাঁতাকলে ঘেমেনেয়ে ব্যতিব্যস্ত বধূটি নিঃশ্বাস নিতে ছাদে গিয়ে দাঁড়ালে মাথার ওপর বেখেয়ালে উড়ে যাওয়া মেঘের খেয়া ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশবের পুজোয়।

মেঘের কোল ঘেঁষে ভেসে আসে সুখময় শৈশবের স্মৃতি খেয়া, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা / নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা...।' অফিসের কাজের ফাঁকে বাবুটিরও চোখ চলে যায় আকাশের দিকে জানলার কাচ ভেদ করে। ভুলে যান ল্যাপটপে অসমাপ্ত ফাইলটির কথা, কিবোর্ডে অজান্তে থেমে যায় আঙুলগুলো।

মনে পড়ে যায়, বাবা-মায়ের আঙুল ধরে হেঁটে যাওয়া এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে। পায়ে ফোসকা নিয়ে। নতুন জুতো পরার কল্যাণে। ফোসকা পায়েই আবার ছোটা পুজোমণ্ডপে পরেরদিন সকাল হতে না হতে। হিসেব দিতে হবে যে বন্ধুদের, কে ক'টা ঠাকুর দেখেছে কাল। আজকের খোকা-খুকিরা অবশ্য

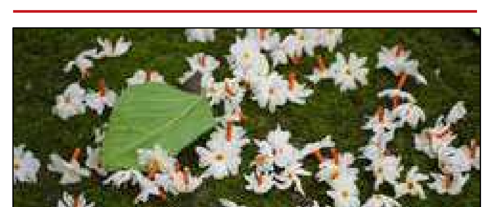

বেশি উৎসাহী প্রতিমার সঙ্গে সেলফি তুলতে। প্রতিমা দর্শনের চেয়ে স্ট্যাটাস আপডেটেই বেশি আগ্রহ।

আনন্দটা বড্ড হিসেব করে আসে। লাগামছাড়া গলা জড়াজড়ি ভালোবাসার অভাব। অফিসফেরতা ট্রেনে গাদাগাদি ভিড় আর ঘর্মাক্ত শরীরে কিন্তু ক্লান্তি নেই পুজোর বোনাসের আলাপচারিতায়। সারা ট্রেনজুড়ে যেন পুজো পুজো গন্ধ। বাদাম-ছোলার ফেরিওয়ালাদেরও ক্লান্তি নেই। সকাল থেকে গভীর রাতের লাস্ট লোকাল পর্যন্ত টহল। পৌঁছোতে হবে যে তাঁদের নিজের তৈরি লক্ষ্যে। বাচ্চাদের পুজোর জামা কিনে দেওয়ার লক্ষ্য।

পথের ধারের ফুচকা, আলুকাবলি আর এগরোল বিক্রেতাদের মনে কাশফুলের মতো খুশির দোলাদুলি। আর তো কয়েকটা দিন, বিক্রি হবে কয়েকগুণ। গৃহকর্মীদের মুখে খিলখিল হাসি, পুজোর বোনাস আর নতুন শাড়ি প্রাপ্তিতে। কর্তা-গিন্নি-ছেলেপুলে সবাই মিলে খাবেন ভোগখিচুড়ি। আর রাতে নামী দোকানে অর্ডার দিয়ে বিরিয়ানি কিংবা কষা মাংস আর রুমালি রুটি।

এসেই গেল প্রায় পুজোর ছুটি। প্রাণে পুলক। যে পুলক শুধু প্রতিমা দর্শন, পুষ্পাঞ্জলি, নতুন জামা কিংবা নতুন শাড়ির জন্য নয়। এই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রবাসী বাঙালির ঘরে ফেরা, আত্মীয়স্বজন, শৈশবের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটানোর লোভ। এই টান, এই আকুতির জন্য দুর্গাপুজোর সঙ্গে জুড়ে থাকে পার্বণের উচ্ছ্বাস।

আজও যে টিকে আছে মণ্ডপে নতুন শাড়িতে কিশোরীদের কলতান, পাটভাঙা পাঞ্জাবি আর নতুন শাড়ির খসখস আওয়াজে পুষ্পাঞ্জলি। যতই আজকালের বাচ্চারা, কিশোর-কিশোরীরা সারা বছর নতুন জামাকাপড় আর উপহার পাক, পুজোর কাপড় আর উপহারে আলাদা আকর্ষণ আর উত্তেজনা। তাই শিউলির মাদকতাভরা পুজোর সকাল, পুষ্পাঞ্জলি, ভোগখিচুড়ি, বালখিল্য খিলখিল হাসি আর ছোটাছুটিতে উদ্ভাসিত হয় মণ্ডপ প্রাঙ্গণ।

বয়স অনুযায়ী ভাগ হয়ে দলে দলে আড্ডা, সন্ধ্যায় প্রতিমা দর্শনের সঙ্গে এগরোল আর ফুচকা খাওয়া- এসব চিরন্তন, যার তফাত হয় না কালে কালে। পুজোর দিনগুলি সবার কাছে হিরের মতো। হিরে পুরোনো হলেও তার ঔজ্জ্বল্য কখনও ম্লান হয় না। একটু ঘষলেই, পালিশ করলেই চিরনূতন। চিরনূতন অনুভূতি।

(লেখক প্রাবন্ধিক, বারাসতের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৪

১		২	☆	৩	☆	☆	☆
	☆	৪			☆	৫	৬
৭					☆	☆	
☆	☆	☆	☆	৮			
৯			১০	☆	☆	☆	☆
	☆	☆			১১		১২
১৩		☆	১৪			☆	
☆	☆	☆		☆	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। আঁকার কাজে লাগে ৫। গৃহ, আবাস, তীর্থস্থান ৭। শত প্রকার, শত দিকে ৮। পলাশ গাছ ৯। ধনুকের সামনের দিক ১১। বোধ, জ্ঞান, ধারণা ১৩। শাঁখ, শঙ্খ ১৪। মেয়েদের কপালে পরার গয়নাবিশেষ, কপালের তিলক ১৫। যোগ্য, লায়েক, উপযুক্ত।

উপর-নীচ : ১। আগুন, আগুনের ঝাঁঝ, উত্তাপ ২। নয় রকমে, নয়বার, নয়দিকে ৩। চ্যাঁচামেচি, জোরগলায় ঝগড়া, ডাকাডাকি ৬। মহামারি ৯। ভর্ৎসনা, ভয় প্রদর্শন, দাবড়ানি ১০। মিটমিট, ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখার ভাব ১১। ক্ষুদ্রমালা ১২। সুন্দর, সুদৃশ্য, মনোহর।

সমাধান ■ ৪২৪৩

পাশাপাশি : ১। আধাআধি ৩। তনিমা ৫। রংতামাশা ৭। কবরী ৯। মমতা ১১। বকধার্মিক ১৪। মন্দর ১৫। কাণ্ডজ্ঞান।

উপর-নীচ : ১। অনধিক ২। ধিক্কার ৩। তলতা ৪। মালশা ৬। মালুম ৮। বণিক ১০। তাড্যমান ১১। বঙ্কিম ১২। ধামার ১৩। কলিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাতাহাতি

দলীয় কার্যালয়ে হাতাহাতিতে জড়ালেন বিজেপি কাউন্সিলার ও বিজেপি নেতা। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরের এই ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

কালো দিবস

হিন্দি আগ্রাসন প্রতিরোধের ডাক দিয়ে ‘কালো দিবস’ পালন করল বাংলা পক্ষ। যাদবপুর থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মিছিল করে তারা। তাদের দাবি, বাঙালিদের সমান অধিকার দেওয়া হোক।

দেহ উদ্ধার

বাসন্তী হাইওয়েতে এক মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হল। স্থানীয়দের নজরে বিষয়টি আসে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মেট্রো বিভ্রাট

রোজ মেট্রো বিভ্রাট। বেশিরভাগ স্টেশনে রবিবার বন্ধ থাকল ডিসপ্লে বোর্ডে ট্রেনের সময় দেখানো। ভোগান্তিতে যাত্রীরা। ১০ মিনিট করে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকার অভিযোগ।

নেপাল নিয়ে কাল ভার্চুয়াল বৈঠক পরিবহণ মন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ‘অস্থির’ নেপালের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে ৬ জেলাকে নিয়ে বৈঠক ডাকলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হতে পরিবহণমন্ত্রীকে নির্দেশ দেওয়ার পরই মঙ্গলবার ওই বৈঠক ডাকার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন স্নেহাশিস। রবিবার নবান্ন সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের সঙ্গে নেপালের সরাসরি পরিবহণ যোগাযোগ কয়েকদিন ধরেই বিঘ্নিত। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার সঙ্গে ‘ভার্চুয়াল’ বৈঠক করতে চলেছেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ওই বৈঠকে রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডলেরও থাকার কথা। এছাড়াও থাকবেন রাজ্যের পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন সহ দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা।

ওই বৈঠকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পরিবহণ কর্তাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বহু মানুষ উত্তরবঙ্গ হয়েই নেপালে যান। নেপালে বিক্ষোভ শুরুর পরেই বিপাকে পড়েন পর্যটকরা।

পুজোর থিমে পুরোনো সেই দিনের কথা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : কোথাও চলত নাটকের মহড়া, কোথাও কুস্তির আখড়া। এই ছিল পুরনো কলকাতার পরিচিত ছবি। বর্তমান প্রজন্ম কলকাতার নদীঘাটগুলির ঐতিহ্য ভুলতে বসেছে। শুধু তাই নয়, পুরোনো কলকাতার রকে বসে আড্ডা, ছাপাখানার ঘটাং ঘটাং শব্দ, কাঁসা-পিতলের বাসনের ঠুং-ঠাং – সবই ভুলতে বসেছে ওয়াই জেনারেশন। সোঁদা মাটির ঘ্রাণে গ্রাম্য সমাজের প্রতিচ্ছবিও ফিকে হয়েছে। এবছর তাই কলকাতার একাধিক পুজোমণ্ডপে ফুটে উঠবে ‘পুরানো সেই দিনের কথা’। তাতে যেমন থাকবে পুরোনো কলকাতার ইতিহাস, তেমন পরিবেশ সচেতনতা।

উত্তর কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পুজো পাথুরিয়াঘাটা পাঁচের পল্লির ৮৬ তম বর্ষে থিম ‘এই শহর সেই সময়’। সভাপতি ইলোরা সাহা বলেন, ‘তখনকার দিনের স্থাপত্য, বাড়ির নকশা সমস্ত কিছুই লিথোগ্রাফির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।’ হাতিবাগান সর্বজনীনে এবছরের থিম ‘অথ ঘাট কথা’। ফরাসি শিল্পী থমাস হেনরিয়টের হাতের কারুকার্য ২২ ফুট বাই ৪ ফুটের ক্যানভাসে সুতোয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গঙ্গা পাড়ের এক নিখুঁত ছবি। পুজো কমিটির সদস্য শাশ্বত বসু বলেন, ‘২০ হাজার সোনালি সুতোয় কলকাতার গঙ্গার পাড়ের জীবনযাত্রার ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।’

বোসপুকুর শীতলা মন্দিরের থিম ‘কাল রক্ষণ’। সম্পাদক কাজল সরকার বলেন, ‘এমনকিছু ধানের বীজ, নানা রকমের মাটি, কিছু প্রাণী যা মিউজিয়ামে গিয়ে দেখতে হয়, তা বাস্তবে এখানে দেখা যাবে।’ পোড়ামাটির মাধ্যমে পুরোনো দিন ও মানুষের আত্মচেতনা জাগাতে এবার মুদিয়ালির থিম ‘আত্ম শুদ্ধি’। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রাকৃতিক উপাদান মাটি দিয়ে সমস্ত কারুকার্য করা হয়েছে। ইটের গাঁথনি দিয়ে সমগ্র মণ্ডপের কাজ করা হয়েছে।’

পুজোর পর ফল প্রকাশ

ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে তর্জা ব্রাত্য-শমীকের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর পরেই নভেম্বর মাসে হবে স্কুল সার্ভিস কমিশন পরীক্ষার ইন্টারভিউ। রবিবার লিখিত পরীক্ষার শেষে এমনটাই জানিয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একাদশ-দ্বাদশের মডেল উত্তরপত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করে দেওয়া হবে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। নবম-দশমের মডেল উত্তরপত্র আপলোড হবে ১৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার। ওই উত্তরপত্রকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনও পরীক্ষার্থী। সেক্ষেত্রে সময় দেওয়া হবে ৫ দিন। তারপর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে ফের চূড়ান্ত উত্তরপত্র আপলোড করা হবে। প্রায় ৯ বছর পর ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার পরীক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষার আয়োজন করার ক্ষেত্রে এসএসসির কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ স্বচ্ছতা বজায় ও দুর্নীতিমুক্ত মূল্যায়ন। তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কমিশনের সিদ্ধান্ত, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ সম্পূর্ণ করা হবে।

এদিন ব্রাত্য ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন, পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্র সংরক্ষিত থাকবে ২ বছর পর্যন্ত। যদিও এবার নজর কেড়েছে ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের উপস্থিতি। নবম-দশমের পরীক্ষায় সেই সংখ্যা ছিল ৩১,৩৬২ জন। রবিবারের পরীক্ষায় সেই সংখ্যা ১৩,৫১৭ জন। ব্রাত্যর কটাক্ষ, ‘ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বড় অংশ এসেছেন উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে। কারণ, সেখানে কোনও চাকরি নেই। তথাকথিত বহু ঢক্কানিনাদে শোনা, বহু আড়ম্বরের শব্দ ডবল ইঞ্জিন। সেই সরকারের সাফল্য বা ব্যর্থতার খতিয়ান আসলে কত তার হিসেব আন্দাজ করতে পারছেন?’ পালটা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের যুক্তি, ‘আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরাও তো ভিন রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন। সেই সংখ্যাটা কত? ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর আমাদের বাণিজ্যে কন্ট্রিবিউশন ছিল ২৭ শতাংশ। আর সেখানে এখন আমাদের রাজ্যে এফডিআই ০.৬ শতাংশ। আর বাংলাকে গুজরাট হতে দেব না যাঁরা বলেন, তাঁরা জেনে রাখুন, গুজরাটের এফডিআই ৩৯.৬ শতাংশ।’ এদিন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, আশুতোষ কলেজ ও যাদবপুর বিদ্যাপীঠ সহ কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষা দিতে এসে ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের সিংহভাগ স্পষ্ট জানিয়েছেন, যোগ্যতা

পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে সন্তানকে আদর। -রাজীব মণ্ডল।

থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রাজ্যে ৪-৫ বছর ধরে চাকরির সুযোগ মিলছে না। তাই শেষ সম্বল হিসেবে বাংলাকেই বেছে নিলেন তাঁরা।

দীর্ঘ আন্দোলনের পরেও পরীক্ষায় বসতে পারলেন না পাঁশকুড়ার চাকরিহারা শিক্ষক সন্তোষকুমার মণ্ডল। শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু ফিরিয়ে দিল সুবল সোরেনের স্মৃতি। গত রবিবার নবম-দশমের পরীক্ষায় বসার পর বৃহস্পতিবার আচমকা পেটব্যথায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পরিবারের দাবি, চাকরি হারানোর পর মানসিক অবসাদে ভোগার কারণে আজ এই ঘটনা ঘটেছে। পরীক্ষায় বসার আগে চিন্ময় মণ্ডল, রাসমণি পাত্র ও শর্মিষ্ঠা দুয়ারি সহ চাকরিহারাদের আক্ষেপ, ‘রাজ্য সরকারের দুর্নীতির জন্যই আবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।’ হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এসএসসি ভবনে পরীক্ষা দিলেন হাবিবা খাতুন ও উত্তম ঘোষ। পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে তৃণমূলের যুবনেত্রী রাজন্যা হালদার বললেন, ‘পরীক্ষা ভালো হয়েছে। প্রথমবারের প্রয়াস। আশা করছি ফলাফল ভালো হবে।’ যদিও চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসের কথায়, ‘যত দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা এসএসসি। একজনও যোগ্য বাদ গেলে লড়াই চলবে।’ চাকরিহারাদের উদ্দেশে এদিন ব্রাত্য বলেন, ‘ওঁরা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আমি চাইব, ওঁরা সফল হোন।’

দুর্নীতির প্রশ্নে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘বিরোধী দলের মামলা করার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। আমরা চাই আপনারা মামলা করুন। আমি বলছি, পরীক্ষা নির্ভুল হয়েছে।’ এসএসসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নবম-দশমের পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ৯১.৬২ শতাংশ। একাদশ-দ্বাদশে উপস্থিতি ৯৩ শতাংশ। নতুন নিয়োগবিধি অনুযায়ী, ওয়েবসাইটে পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য নম্বর সহ তালিকা প্রকাশ করা হবে। এদিন পরীক্ষা শেষের পর বিকাশভবনে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, এই রিপোর্ট শীঘ্রই নবান্নে পৌঁছে যাবে।

লাল-নীল-সবুজের মেলা বসেছে... রবিবার কলকাতায়। -রাজীব মণ্ডল

মিমিকে তলব ইডি’র

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি’র নজরে এবার টলিউড ও বলিউডের দুই অভিনেত্রী। বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে টলিউডের মিমি চক্রবর্তী ও বলিউডের ঊর্বশী রউতেলাকে তলব করল ইডি। ১৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ইডির সদর দপ্তরে মিমিকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ১৬ সেপ্টেম্বর ডাকা হয়েছে ঊর্বশীকে। এর আগে এই কাণ্ডে নাম জড়িয়েছিল টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার।

ইডির ধারণা, বেটিং অ্যাপগুলির প্রচার চালিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তা থেকে প্রচুর আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। কয়েক কোটি টাকা অবৈধভাবে উপার্জন করেছেন তাঁরা। সেই সূত্রে তাঁদের তলব করা হচ্ছে। এর আগেও বেটিং অ্যাপ প্রচারের জেরে বলিউড ও দক্ষিণী সিনে দুনিয়ার একাধিক তারকাকে আইনি জটিলতায় পড়তে হয়েছে। বিজয় দেবেরেকোন্ডা, প্রকাশ রাজ, রানা ডাগ্গুবতী, হরভজন সিং, সুরেশ রায়নার নাম জড়িয়েছে। সুরেশ, হরভজন সহ একাধিক তারকার বয়ান রেকর্ড করেছে ইডি। তারপর টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ইডির আতশকাচের নীচে এসেছেন। জানা গিয়েছে, বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় মাসখানেক আগে ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে ইডি। তদন্তকারীদের ধারণা, এই বেআইনি বেটিং অ্যাপগুলি থেকে উপার্জিত হওয়া কোটি কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে ঘোরানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই এই অনলাইন গেমিং অ্যাপগুলির মধ্যে কিছু কিছু অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মুহূর্তে মিমি ব্যস্ত রয়েছেন তাঁর আগামী ছবির প্রচার নিয়ে। তার মাঝেই তাঁকে ডাকা হয়েছে।

আপাতত এই অ্যাপের প্রচারে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের ব্যাংক লেনদেন ও চুক্তি খতিয়ে দেখা হবে। এই বিষয়ে মিমি ও ঊর্বশীর কী ভূমিকা ছিল, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। এই মামলার তদন্তে আরও বেশ কয়েকজন তারকার নাম উঠে আসতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

যাদবপুরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, কাটছে না নেশার অন্ধকার

মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অনামিকা মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনায় তিনদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত আসল কারণ স্পষ্ট হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রীর মৃত্যুতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল জাতীয় মহিলা কমিশন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে চিঠি দিয়ে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ওই পড়ুয়ার মা-বাবা এই ঘটনায় রীতিমতো শোকস্তব্ধ। ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখছেন পড়ুয়ার বাবা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তাঁর মা। তবে তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই ঘটনাসংক্রান্ত সমস্ত যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করছেন। অনুষ্ঠানের মাঝে ঝিল লাগোয়া বাথরুমে গিয়েছিলেন অনামিকা। তারপর আর ফেরেননি।

খানিকক্ষণ পর তাঁর দেহ ভাসতে দেখা যায় ঝিলের জলে। দুটি ঘটনার মাঝের ১৯ মিনিট ভাবিয়ে তুলছে তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে রবিবার যাদবপুর থানায় বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে তলব করা হয়েছিল। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদও করেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, সোমবার ঘটনাস্থলে ফরেন্সিকের একটি দল যাবে। তবে এই ঘটনা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ফের প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই ব্যাপারে সিপিএমকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে এদিন সিপিকে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর নজর দিতে বলা হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে পুলিশকে তাদের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে। কিন্তু মেয়ের মৃত্যুতে আগামী দিনে আইনি পথে হাঁটতে পারেন বলে জানিয়েছেন ওই পড়ুয়ার বাবা।

তাঁর দাবি, অনামিকা সাঁতার জানতেন না। ওকে নিশ্চয়ই কেউ ডেকেছিল। তারপরই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাকে কেউ নিশ্চয়ই কোনও প্রস্তাব দিয়েছিল। তাতে রাজি হয়নি বলে এই কাজ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁর বাবা। তাঁর মেয়ে অন্ধকারে ভয় পেতেন। তাই শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য ঝিল পাড়ে যাওয়ার বিষয়টিও বিশ্বাস করতে পারছেন না নিহত পড়ুয়ার বাবা। এদিন শোকে মূহ্যমান তাঁর মা বলেন, আর কারোর কোল যাতে এভাবে খালি না হয় তা দেখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

তদন্তকারীদের হাতে ইতিমধ্যেই যে তথ্য এসেছে তাতে তাঁরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ঝিল লাগোয়া বাথরুমে যাওয়া ও তারপর তাঁর দেহ ভেসে ওঠার মাঝের সময়ে কারা তাঁকে জীবিত দেখেছিলেন, কারা তাঁর দেহ ভেসে থাকতে দেখেছেন, কারা দেহ উদ্ধার করেছিলেন তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। তবে এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে সিপিএমকে বিঁধে কল্যাণ বলেন, ‘১০ শতাংশ ছেলের জন্য যাদবপুরটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সব হচ্ছে সিপিএম ও এসএফআইয়ের জন্য। যতদিন ওরা ওখানে আছে ততদিন যাদবপুরের কিছু হবে না। গাঁজাখোর, মাতাল, চরিত্রহীন সবগুলি ওখানে গিয়ে ভিড় করেছে।’

প্রশ্ন সেই নিরাপত্তা নিয়ে

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : যাদবপুর কাণ্ডের আবহে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে রাজ্যের প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়াদের প্রশ্ন করলেই তাঁদের সিংহভাগ একবাক্যে স্বীকার করে নেন, কমবেশি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই নেশাজাত দ্রব্য সেবন করা হয়। কোথাও আবার নামেই রয়েছে অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলের উপস্থিতি। কাজের কাজ হয় না কিছুই। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় টাস্ক ফোর্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং, ইন্টারনাল কমপ্লায়েন্স কমিটি, অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র খতিয়ে দেখে গিয়েছে। বছর বছর ধরে ঝিলপাড় এলাকায় জমে থাকা মদের বোতলের পাহাড় ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। যাদবপুর থেকে শিক্ষা নিয়ে শহর কলকাতার অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও কি কড়া নিরাপত্তার পথে হাঁটছে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য শান্তা দত্তর উত্তর, ‘২০২৩ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেখেছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলের পরিস্থিতি খুব শোচনীয়। মাত্র এক-দু’বছর হল আমি কঠোরভাবে দায়িত্ব নিয়ে এই সেলের কাজ শুরু করেছি। ক্যাম্পাস সহ ১৬টি হস্টেলে সুপার ও বোর্ড অফ প্রেসিডেন্ট নজরদারি চালান।’ অবশ্য হেরম্বচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ নবনীতা চক্রবর্তীর স্বীকারোক্তি, ‘কিছু ক্ষেত্রে নজরদারির খামতি তো থেকেই যায়। আসলে আমরা সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারি না। তাহলে গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হবে। কলেজে ঢোকার সময় প্রতিটি পড়ুয়ার দেহ তল্লাশি কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই ৫০টির ওপর সিসিটিভি রয়েছে। কোথাও নেশাজাত দ্রব্য সেবন দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পদক্ষেপ করি।’

আশুতোষ কলেজের অধ্যক্ষ মানস কবির কথায়, ‘তিন মাস অন্তর আমাদের অ্যান্টি র‍্যাগিং সেলের বৈঠক হয়। প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা কলেজে ঢুকলেই তাঁদের নোটিশ পাঠানো হয়, যাতে কোনওরকম অসুবিধায় পড়লে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নেশাজাত দ্রব্যও ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ। সিসিটিভি ও নিরাপত্তা রক্ষীরা এবিষয়ে কড়া নজর রাখেন।’ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে অ্যান্টি র‍্যাগিং সেল। তারপরও র‍্যাগিংয়ের বলি হতে হয়েছিল স্বপ্নদীপ কুণ্ডুকে। তবে ক্যাম্পাস চত্বরে নেশা করা কিংবা র‍্যাগিংয়ের মুক্তাঞ্চল কি শুধুমাত্র যাদবপুরই?

শান্তার উত্তর, ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও একবার ছাদে বসে নেশা করার অভিযোগ ওঠায় আমরা তৎক্ষণাৎ কেয়ারটেকারদের দিয়ে ছাদে প্রত্যেকটি দরজা বন্ধ করিয়েছিলাম। হাইকোর্টের অর্ডারের অনেক আগেই ইউনিয়ন রুম তালাবন্ধ করা হয়েছে। কারমাইকেল হস্টেলে একজন বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ যখন উঠেছিল তৎক্ষণাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নোটিশ জারি করে দেওয়া হয়। স্পষ্ট বলা হয়েছিল, বেনিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটলে পড়ুয়ার ডিগ্রি বাতিল করে দেওয়া হবে। এভাবেই সমস্ত দুর্নীতি কড়া হাতে দমন করছি।’ অর্থাৎ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানদের আশা, নিরাপত্তার কড়াকড়ির পথ অবলম্বন করলেই আর কোনও যাদবপুর বা আইসারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।

ধৃত খাদান মালিক

রামপুরহাট, ১৪ সেপ্টেম্বর : পাথর খাদানে ধস নেমে ছয় শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় ওই খাদানের মালিক সঞ্জীব ঘোষ ওরফে ভুলুকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে বীরভূমের নলহাটি থানার পুলিশ। রবিবার তাকে রামপুরহাট মহকুমার বিশেষ আদালতে তোলা হলে অতিরিক্ত মুখ্য ও দায়রা বিচারক তাকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চিৎকার কর মেয়ে... অ্যাসিড আক্রান্তদের নিয়ে তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুজোর থিম। কলকাতায়। -পিটিআই

সেনার বৈঠকে কলকাতায় মোদি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : নির্ধারিত সময়ের প্রায় আধঘণ্টা দেরিতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ রবিবার অসম থেকে কলকাতায় পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিকেল ৫টা নাগাদ পৌঁছোন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ রাজ্য বিজেপির একঝাঁক নেতৃত্ব।

রাজভবনের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার পর বিমানবন্দরের ৪ নম্বর গেট থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মোদির কনভয়। প্রথমে নিজের আসনে বসেই অপেক্ষমান চিত্র সাংবাদিকদের উদ্দেশে হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী। পরে আচমকাই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসে অপেক্ষমান জনতা ও দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে কয়েক মিনিট ধরে হাত নাড়েন, প্রণাম জানান তিনি। এরপর দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে মা উড়ালপুল ধরে সোজা পৌঁছে যান রাজভবনে। রবিবার রাজভবনেই রাত্রিবাস করবেন তিনি।

সোমবার সকালে রাজভবন থেকে বেরিয়ে সড়কপথে ফোর্ট উইলিয়াম (বিজয় দুর্গ)-এ সেনাবাহিনীর তিনদিনব্যাপী কমবাইন্ড কমান্ড কনফারেন্সের উদ্বোধন করবেন মোদি। ২০২১ সালে তদানীন্তন সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে এই সম্মেলনের প্রস্তাব দেন। পরের ২ বছর নানা কারণে সেই বৈঠক না হলেও, এবছর সেই বৈঠকের জন্য বেছে নেওয়া হল সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামকে।

সোমবারের এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, তিন বাহিনীর প্রধানরা, প্রতিরক্ষা সচিব, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও দেশের তিন বাহিনীর ১৭টি কমান্ডের শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিকরা। বাংলাদেশ ও নেপালের রাজনৈতিক পালাবদলের পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত সুরক্ষায় চিকেনস নেকের গুরুত্ব বেড়েছে। সম্প্রতি চিনের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্কের আপাত উন্নতি হলেও, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে চিনের আগ্রাসী মনোভাবের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করছেন সেনা কর্তারা। সেই নিরিখে কলকাতায় এই সেনা সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে এরাজ্যের ২২০০ কিলোমিটার সীমানা রয়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিপিএমে গুরুত্ব নবীন প্রজন্মে

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সিপিএমের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর একটি কর্মসূচিতে বক্তার তালিকায় কোনও প্রবীণ নেতাকে রাখা হয়নি। ওইদিন প্রয়াত দুই প্রবীণ নেতা অর্থাৎ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সীতারাম ইয়েচুরির স্মৃতিচারণা করবেন নবীন প্রজন্মের ১১ জন নেতা। কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন পক্ককেশীরা। ওই বক্তা তালিকায় রয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, সৃজন ভট্টাচার্য, প্রণয় কার্জি, প্রতীকউর রহমান, সপ্তর্ষি দেবরা। এই দুই প্রয়াত প্রবীণ নেতা সম্পর্কে সম্যক ধ্যানধারণায় একাধিক বক্তাই সেভাবে অভিজ্ঞ নয়। মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘আমরা সারা বছর ধরে কর্মসূচিতে তরুণদেরকে সামনে রাখি। সামনে হুগলিতে কর্মসূচি রয়েছে। সেখানেও তরুণ মুখদের বক্তা হিসেবে রাখা হয়েছে।’ রাজনৈতিক মহলের মতে, আইএসএফ-এর তরফে ইতিমধ্যেই সমঝোতার বার্তা এসেছে। এখনও পর্যন্ত উত্তর দেয়নি আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। দ্বিতীয় দফায় চিঠিপত্র পাঠানোর প্রস্তুতিও সেরে রেখেছে আইএসএফ। কংগ্রেসের সাড়া না পেয়ে নিজেদের মতো করে ঘর গোছাচ্ছে সিপিএম। তাতে অধিকাংশ কেন্দ্রে প্রবীণদের পরিবর্তে বিশেষ করে নবীনদের গুরুত্ব দিতে চাইছে তারা।

জাল শংসাপত্রের ‘কারখানা’ পাঠানখালি

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : পাঠানখালি যাবেন? কেন, জাল বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে বুঝি?

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম পাঠানখালি। গত কয়েক মাস ধরে তার নাম ছড়িয়েছে জাল কাগজ বানানোর গ্রাম হিসেবে। উপকূলবর্তী এই গ্রামের জেটিতে নামার পর মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই একটা পুরোনো ক্ষয়ে যাওয়া দোতলা বাড়ি। হলুদ-কালোয় দেওয়ালে লেখা একশো দিনের কাজের রেট চার্ট। এই বাড়িটিই নাকি সেই ‘জাল কাগজ’ তৈরির কারখানা। হাজার চারেক পরিবারের গ্রামটিতে গত দু’বছরে এই বাড়ি থেকে ইস্যু হয়েছে সাড়ে তিন হাজার জন্মের জাল শংসাপত্র। অভিযোগ উঠেছে, এইসব কাগজ লাগানো হয়েছে জাল ভারতীয় পাসপোর্ট তৈরির কাজে।

কোনও কানাঘুষো নয়, ইতিমধ্যেই

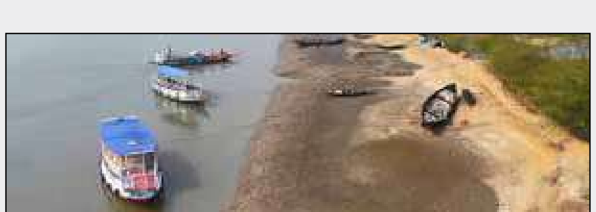

ওই পঞ্চায়েত অফিসের অস্থায়ী কর্মী গৌতম সর্দার জুন মাসের ৭ তারিখে গ্রেপ্তারও হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে জাল পাসপোর্ট চক্রের মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে কলকাতা পুলিশের চিফ পাবলিক প্রসিকিউটার সৌরীন ঘোষালের মতে, এই পাঠানখালি গ্রাম আর ওই ক’জন অভিযুক্ত একটা বড় চক্রের ছোট অংশ মাত্র। আসলে জাল পাসপোর্ট চক্রের তদন্তে জাল গোটাতে গিয়েই একে একে চারশো জাল পাসপোর্টের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই বাংলাদেশি নাগরিক বলে অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী অফিসাররা বলেছেন, এই চক্রের জাল বহুদূর বিস্তৃত। কিন্তু একটি মাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতে এতগুলি জাল বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়ার ঘটনা একেবারেই নতুন। এখানে তো গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধান সুচিত্রা ভুঁইয়া জানিয়েছেন, গৌতমের সঙ্গে তিনি ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় কাজ করেছেন। ১২ ক্লাস পর্যন্ত পড়া ওই কর্মী বার্ষিক সাড়ে তিন হাজার টাকা মজুরিতে ২০১৯ সালে এখানে কাজ করেছেন। সুচিত্রা নিজেও তৃণমূলের একজন নেত্রী।

পুলিশ জানিয়েছে, সরকারের জন্ম-মৃত্যুর পোর্টালে সুচিত্রার লগ-ইন তথ্য ব্যবহার করেছেন গৌতম। সেখানে সুচিত্রার বদলে নিজের ফোন নম্বর ঢুকিয়ে দিয়ে সেখানেই প্রয়োজনীয় ওটিপি আনিয়ে নিতেন। সুচিত্রা তাই ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন, গৌতম তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার পুলিশ পাসপোর্ট কেলেঙ্কারি নিয়ে তাঁর সঙ্গে মে মাসে যোগাযোগ করে। তারা একটি জন্মের শংসাপত্র পাঠায়। তখন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায় আগের দেড় বছরে ওই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সাড়ে তিন হাজার শংসাপত্র ইস্যু হয়েছে। সাধারণত, ওই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বছর দেড়েক সময়ে দেড়শো-দুশোর বেশি শংসাপত্র ইস্যু হয় না। দেখা গিয়েছে, ওই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ইস্যু হওয়া শংসাপত্রে নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার লোকেদের নামধামও রয়েছে। তারপরই সুচিত্রা পুলিশে অভিযোগ জানান। তৃণমূলের বুথ সভাপতি আনারুল মোল্লা জানিয়েছেন বহু শংসাপত্রই ইস্যু হয়েছে রাত ১টার পর। ওইসময় পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকে। পঞ্চায়েত সদস্য রফিকুল তরফদারের মতে, ‘এটা একটা বড় কেলেঙ্কারি। গ্রামবাসীরাই এখন আমাদের ব্যঙ্গ করেন। আশপাশের এলাকাতেও এই পঞ্চায়েতের পরিচিত তৈরি হয়েছে জাল বার্থ সার্টিফিকেটের কারখানা হিসেবে। এটাই লজ্জার।’

নিন্দা শহিদ পরিবারের

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : পহলগাম কাণ্ডকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপ খেলা বয়কটের ডাক দেওয়া হলেও দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রবিবার বল গড়িয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারির নৃশংস জঙ্গিহানায় স্বজনহারারা এই খেলা মেনে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য, বৈসরণের ঘটনার পর পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার আয়োজন করতে লজ্জা হল না? ভাইকে হারানো এক ব্যক্তি বলেছেন, 'আমরা বিরক্ত। এই খেলা যখন হচ্ছে, আমার ১৬ বছর বয়সি ভাইকে ফিরিয়ে দিন। আমার মনে হচ্ছে সিঁদুর অভিযান নষ্ট হয়েছে।' এক মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে বলেছেন, 'মোদি বলেছিলেন সিঁদুর অভিযান শেষ হয়নি। তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা হচ্ছে কী করে? আমি সবাইকে বলতে চাই, যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন সেই সব পরিবারে যান, দেখুন তাঁরা কতটা শোকাহত। আমাদের ক্ষত এখনও শুকোয়নি।' বিষয়টি কেন্দ্র করে বহু জায়গায় ভাঙচুর চালানো হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে খেলার আয়োজক ভারতই।

হিন্দির প্রসারের ডাক শা'র

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : মোদি সরকার এবং বিজেপির বিরুদ্ধে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ নতুন নয়। ত্রিভাষা নীতির আড়ালে বাংলা, তামিল, মারাঠির মতো অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ওপর হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ বারবার উঠেছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এই পরিস্থিতিতে রবিবার হিন্দি দিবসে সমস্ত ভারতীয় ভাষাকে সম্মানের কথা বললেও সরকারি কাজকর্মে হিন্দির প্রসারের ডাক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তিনি বলেন, হিন্দির সঙ্গে অন্য ভারতীয় ভাষাগুলির কোনও সংঘাত নেই। সমস্ত ভারতীয় ভাষার বন্ধু এই ভাষা। হিন্দি এখন আর শুধু কথ্য ভাষা নয়, প্রশাসনেরও ভাষা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বিচারবিভাগ এবং পুলিশের ভাষায় পরিণত হয়েছে। অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলনের সূচনা করে তিনি বলেন, সমস্ত কাজ ভারতীয় ভাষায় হওয়ায় জনগণের সঙ্গে তার সম্পর্কও আপনা থেকেই হয়ে যায়। মা-বাবাদের সবসময় উচিত, সন্তানদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলা। দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা গান্ধি, কেএম মুন্সি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলদের মতো আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হিন্দিকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

স্কুলে মাদক কারখানা

হায়দরাবাদ, ১৪ সেপ্টেম্বর : স্কুলের একাধিক ক্লাসকে ল্যাব হিসাবে ব্যবহার করে রমরমিয়ে চলছিল মাদক কারখানা। একতলা ও দোতলায় ক্লাস চলত। তিনতলায় হত মাদক তৈরি। ট্রেনিং দিতেন স্কুলের ডিরেক্টর স্বয়ং। হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি স্কুলে হানা দিয়ে এমনই এক মাদক চক্রের হদিস পেল পুলিশ। তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রায় ছ-মাস ধরে মাদকের ব্যবসা চলছিল। সপ্তাহে ছ-দিন চলত মাদক তৈরি। রবিবার তা বাজারে বিক্রি হত। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে ৭ কেজি নিষিদ্ধ মাদক এবং নগদ ২১ লক্ষ টাকা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্কুলের ডিরেক্টর মালেলা জয়প্রকাশ গৌড় সহ তিনজনকে।

রক্ষা ডিম্পলের

লখনউ, ১৪ সেপ্টেম্বর : বরাত জোরে বাঁচলেন সপা সাংসদ তথা দলীয় সভাপতি অখিলেশ যাদবের স্ত্রী ডিম্পল যাদব। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ ইন্ডিগোর দিল্লিগামী একটি উড়ান লখনউ বিমানবন্দর থেকে আকাশে ওড়ার ঠিক আগে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন বিমানচালক। সেইসময় ওই বিমানটিতে ডিম্পল যাদব সহ মোট ১৫১ জন যাত্রী ছিলেন। সকলকেই নিরাপদে বের করে আনা হয় এবং অন্য একটি বিমানে করে দিল্লি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আহমেদাবাদের এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই ইন্ডিগোর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নড়েচড়ে বসেছে ডিজিসিএ।

মজার ছলে ক্ষতি

ভুবনেশ্বর, ১৪ সেপ্টেম্বর : ওডিশার একটি স্কুলে রাতে হস্টেলে ঘুমোচ্ছিল পড়ুয়ারা। সেই সময় তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ৮ ছাত্রের চোখে মজা করে আঠা লাগিয়ে দেয় সহপাঠীরা। প্রচণ্ড জ্বালা ও ব্যথায় ঘুম ভেঙে যায়। তারা বুঝতে পারে চোখের পাতা আটকে গিয়েছে। চ্যাঁচামেচিতে ছুটে আসেন হস্টেল কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আঠায় চোখ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছাত্রদের। তবে সময়ে চিকিৎসা শুরু হওয়ায় স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা নেই। নজরদারিতে গাফিলতির অভিযোগে প্রধান শিক্ষক মনোরঞ্জন সাহুকে বরখাস্ত করেছে জেলা প্রশাসন।

প্রতিবাদের রং লাল... ভারত-পাক ম্যাচের প্রতিবাদে সিঁদুর মাখা হাত দেখিয়ে বিক্ষোভ শিবসেনা (ইউবিটি)-র। রবিবার নভি মুম্বইতে।

স্টারমার সরকারকে উৎখাতের ডাক

লড়ো নয় মরো, বার্তা এলন মাস্কের

লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর : লাগামহীন অভিবাসন ইস্যুতে ব্রিটিশদের সতর্ক করে দিলেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। তিনি জানিয়েছেন, অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনে হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ব্রিটেন। শনিবার লন্ডনে টমি রবিনসন আয়োজিত অতি-দক্ষিণপন্থী অভিবাসন বিরোধী সমাবেশে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন মাস্ক। এক্স, স্পেসএক্স কর্তা বলেন, 'ব্রিটেন ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে'। বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির দুটি রাস্তা বাতলেছেন তিনি। মাস্ক নির্দেশিত পথ দুটি হল, 'হয় লড়াই করো অথবা মরো।' তিনি ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যকে বাঁচাতে বর্তমান বামপন্থী স্টারমার সরকারকে উৎখাতের ডাক দিয়েছেন।

ইসলাম বিরোধী উগ্র-দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ টমি রবিনসনের 'উইনাইট দ্য কিংডম' সমাবেশে ভার্চুয়াল বক্তৃতায় মাস্ক বলেছেন, 'ব্রিটিশদের মধ্যে একটা সুন্দর ব্যাপার আছে। কিন্তু এখন আমি দেখছি ব্রিটেন ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনে তার গতি বেড়েছে। আমার মনে হচ্ছে, যা চলছে তা চললে হিংসা আসবেই। তখন লড়তে হবে নয় মরতে হবে। এটাই সত্যি। বাঁচার বিকল্প পথ থাকবে না।'

> আমি দেখছি ব্রিটেন ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসনে তার গতি বেড়েছে। আমার মনে হচ্ছে, যা চলছে তা চললে হিংসা আসবেই। তখন লড়তে হবে নয় মরতে হবে। এটাই সত্যি। বাঁচার বিকল্প পথ থাকবে না।
>
> **এলন মাস্ক**

রবিনসনের দক্ষিণপন্থীদের সমাবেশে দেড় লক্ষেরও বেশি মানুষের ভিড় দেখেছে ব্রিটেন। সাম্প্রতিক অতীতে এত বড় জমায়েত দেখা যায়নি। ইংল্যান্ডের সেন্ট জর্জের লাল-সাদা পতাকা, যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক হাতে বিক্ষোভকারীদের স্লোগান ছিল 'আমরা আমাদের দেশ ফিরে পেতে চাই।' বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ২৬ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। চারজনের আঘাত গুরুতর। কারোর দাঁত, কারোর নাক ভেঙেছে। মেরুদণ্ডে আঘাত পেয়েছেন কেউ। পুলিশ ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ঋষি সুনক সরকারের পতনের পর বিপুল জনসমর্থন নিয়ে লেবার পার্টির নেতা কিয়ের স্টারমার প্রধানমন্ত্রী হলেও তাঁর জনসমর্থনে ভাটা পড়েছে। সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য নীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মানুষ। বেড়েছে অতি-দক্ষিণপন্থী আদর্শের প্রতি ঝোঁক। মাস্কের মতে, 'সরকার বদলাতে হবে। চার বছর অপেক্ষা করলে চলবে না। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে ভোট করতে হবে।'

রাহুলের পাশে কুরেশি

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ভোটচুরির অভিযোগ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এসওয়াই কুরেশি। রবিবার তিনি বলেছেন, রাহুল গান্ধি যে অভিযোগগুলি তুলেছেন, সেগুলি নিয়ে চিৎকার না করে নির্বাচন কমিশনের উচিত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া। সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে যে ধরনের ভাষা দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার প্রয়োগ করেছিলেন, তাকে আপত্তিকর বলেও আখ্যা দিয়েছেন কুরেশি।

এর আগেও কুরেশি রাহুলের ভোটচুরির অভিযোগের সমর্থনে মুখ খুলেছিলেন। শুধু তিনি একা নন, আরও এক প্রাক্তন সিইসি ওপি রাওয়াত এবং প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা সম্প্রতি একটি আলোচনাসভায় দাবি করেছিলেন, ভোটচুরি নিয়ে অভিযোগের জবাবে জ্ঞানেশ কুমার যেভাবে রাহুল গান্ধির কাছে হলফনামা নয়তো প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন, তা জনমানসে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। কুরেশি সেই সময়ও জ্ঞানেশ কুমারের বাচনভঙ্গি নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন কুরেশি সহ প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনাররা। রাহুল ইদানীং দাবি করছেন, ভোটচুরির অভিযোগ নিয়ে এবার যে তথ্যপ্রমাণ তিনি তুলে ধরবেন, সেটা হবে হাইড্রোজেন বোমা। যা বিজেপির পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

এর জবাবে কুরেশি বলেন, 'বিহারে যেভাবে এসআইআর করা হয়েছে তা শুধু প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দেয়নি বরং ভিমরুলের চাকে আঘাত করেছে। যা কমিশনকেও আহত করবে। আমি যখন কমিশনের সমালোচনা শুনি তখন শুধু ভারতের নাগরিক হিসেবে নয়, প্রাক্তন সিইসি হিসেবেও আমার খারাপ লাগে।'

ভারতের সাত

প্যারিস, ১৪ সেপ্টেম্বর : ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্ভাব্য স্বীকৃতির তালিকায় ভারতের সাতটি জায়গার নাম রয়েছে। মহারাষ্ট্রের পঞ্চগনির ডেকান ট্র্যাপ মহাবালেশ্বর ও অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা পাহাড়, কর্ণাটকের উড়ুপির সেন্ট মেরিজ আইল্যান্ড ক্লাস্টার, মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস, নাগাল্যান্ডের নাগা হিল। প্রাকৃতিক ঐতিহ্যে ভরা অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের ইরা মাত্তি ডিব্বালু রয়েছে। কেরলের ভারকালার প্রাকৃতিক ঐতিহ্যও রয়েছে। সব মিলিয়ে ইউনেসকোর তালিকায় ভারতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হেরিটেজ সাইটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৯। ইউনেসকোয় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিদলের বিবৃতিতে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

অসমে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে নিশানা মোদির

'আমি শিবভক্ত, বিষপান করে ফেলি'

গুয়াহাটি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ভোট চুরি নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির লাগাতার আক্রমণের জবাবে নিজেকে শিবভক্ত বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, শিবের বিষপানের মতো তিনি নিজের যাবতীয় অপমান হজম করে নিলেও অন্যের অসম্মান কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না।

রবিবার অসমের দারাংয়ে একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন মোদি। সেখানে অসম তথা দেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকাকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছিলেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাকে যত খুশি গালি দিন, আমি ভগবান শিবের ভক্ত। সমস্ত বিষ পান করে ফেলি। কিন্তু নির্লজ্জভাবে যখন অন্যের অপমান করা হয় তখন আমি আর সহ্য করতে পারি না। কংগ্রেস অসম ও ভারতের সুসন্তানকে এই ভাবে অপমান করলে আমার খুব কষ্ট হয়।'

রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা হিসেবে লোকসভায় প্রথমবার ভাষণ দেওয়ার সময় শিবের একটি ছবি দেখিয়ে শাসক শিবিরকে বরাভয় মন্ত্র দিয়ে বলেছিলেন, 'ডরো মাত'। এবার শিবের মতো তিনিও যে অপমানের বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন, সেকথা তুলে ধরতে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী। দারাংয়ের পাশাপাশি গোলাঘাটেও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি।

সম্প্রতি বিহারে রাহুল গান্ধির ভোটার অধিকার যাত্রার মঞ্চ থেকে মোদির মাকে নিয়ে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে। সেই বিতর্ক নিষ্পত্তি

> **নমো উবাচ**
>
> - আমাকে যত খুশি গালি দিন, আমি ভগবান শিবের ভক্ত। সমস্ত বিষ পান করে ফেলি
> - জনতা জনার্দনই আমার ভগবান। সেই ভগবানের কাছে যদি আমার কষ্টের কথা না বলি তাহলে আর কোথায় বলব?
> - জনতাই আমার পূজনীয়। ১৪০ কোটি দেশবাসী আমার রিমোট কন্ট্রোল

হওয়ার আগেই মোদি ও তাঁর মা-কে নিয়ে একটি এআই ভিডিও প্রকাশ করে বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। এদিন মোদির বিষপান মন্তব্যের আড়ালে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, নেহরু-গান্ধি পরিবারের হাতেই যে কংগ্রেসের রিমোট কন্ট্রোল রয়েছে ঘুরিয়ে সেই খোঁচাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জনতা জনার্দনই আমার ভগবান। সেই ভগবানের কাছে যদি আমার কষ্টের কথা না বলি তাহলে আর কোথায় বলব? জনতাই আমার মালিক, আমার পূজনীয়, আমার রিমোট কন্ট্রোল। আমার আর কোনও রিমোট কন্ট্রোল নেই। ১৪০ কোটি দেশবাসী আমার রিমোট কন্ট্রোল।' কংগ্রেস দীর্ঘদিন অসমে রাজত্ব করলেও রাজ্যের উন্নয়নে বিশেষ কিছুই করেনি বলে অভিযোগও করেছেন মোদি। সেই সঙ্গে ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধের পর অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতকে নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার ক্ষত এখনও শুকোয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। মোদির খোঁচা, 'কংগ্রেসের বর্তমান প্রজন্ম উত্তর-পূর্বের মানুষের ক্ষত নিরাময় করার বদলে তাত নুন ছড়াচ্ছে।' অপারেশন সিঁদুর নিয়েও কংগ্রেসকে বিঁধেছেন মোদি। তিনি বলেন, 'আমাদের বাহিনী পাকিস্তানের প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে সন্ত্রাসবাদকে উৎখাত করছে। কিন্তু কংগ্রেসের লোকজন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা ওদের অ্যাজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের মিথ্যাচার কংগ্রেসের অ্যাজেন্ডায় পরিণত হয়েছে। সেইজন্যই আপনাদের উচিত কংগ্রেসের ব্যাপারে সাবধান থাকা।'

শান্তি ফিরছে নেপালে। কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরে সাধ্বীদের চোখেমুখে তারই স্বস্তি। রবিবার।

সব আসনে নাকি প্রার্থী তেজস্বী

পাটনা, ১৪ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের সময় একদা বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনেই তিনি প্রার্থী। অর্থাৎ দলীয় প্রার্থীকে দেখে নয়, বাংলার মানুষ যেন তাঁকে দেখেই ভোট দেন। এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ঘোষণা করেছেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিহারের ২৪৩টি আসনেই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। মুজফফরপুরের কান্তিতে আরজেডির একটি সভায় বিহারের বিরোধী দলনেতার ওই ঘোষণার অর্থ বিহারবাসী যেন তাঁকে দেখেই বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দেন। মমতার কথা ঘিরে বাংলার রাজনৈতিক মহলে কোনও দ্বিধা তৈরি হয়নি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কোনও জোটে নেই। একক শক্তিতেই তারা লড়াই করছে।

কিন্তু তেজস্বীর বার্তায় বিহারের রাজনীতিতে খানিকটা হলেও জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, আরজেডি-কংগ্রেস-বামেরা বিহারে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে। সব আসনে তেজস্বীর মুখ হওয়ার অর্থ তিনিই মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী। তাছাড়া তাঁকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামতে হলে আসনবণ্টন ইস্যুতে আরজেডির শর্তে রাজি হতেই হবে কংগ্রেস ও বামেদের। যদিও লালুর দলের শর্তে আসনবণ্টনে খুব একটা রাজি নয় কংগ্রেস। ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটে আরজেডি ১৪৪টি আসনে লড়ে ৭৫টিতে জয়ী হয়েছিল। কংগ্রেস ৭০টি আসনে লড়ে মাত্র ১৯টি আসন পেয়েছিল। অপরদিকে সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন ১৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। জিতেছিল ১২টি। এবার তিন বামদলের পাশাপাশি ভিআইপিকেও আসন ছাড়তে হবে আরজেডিকে। তাই নিজেকে সমস্ত আসনের প্রার্থী বলে ঘোষণা করে তেজস্বী আসন ভাগাভাগি নিয়ে দর কষাকষিতে নিজেদের এক কদম এগিয়ে রাখার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন।

ছেলেকে নিয়ে ঝাঁপ মায়ের

গ্রেটার নয়ডা, ১৪ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিল ছেলে। নতুন করে আর স্বামীর সমস্যা বাড়াতে চাননি। তাই ছেলেকে নিয়ে ১৪তলা থেকে ঝাঁপ দিলেন এক মা। শনিবার সকালে গ্রেটার নয়ডার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সাক্ষী চাওলা (৩৭)। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সুইসাইড নোট। তাতে স্বামীর উদ্দেশে সাক্ষী লিখেছেন, 'আমরা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দুঃখিত। আমরা আর কাউকে বিরক্ত করতে চাই না। আমাদের কারণে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাক চাই না। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মনে করছে পুলিশ।

বছর ১১-র দক্ষ অনেকদিন ধরে অসুস্থ ছিল। স্কুল যেত না। ছেলের চিন্তায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন সাক্ষী। স্বামী দর্পণ চাওলা পুলিশকে জানিয়েছেন, ঘটনার সময় তিনি পাশের ঘরে ছিলেন। চিৎকার শুনে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে স্ত্রী-পুত্রের দেহ।

আমরা যুদ্ধ করি না, জবাব চিনের

লিউব্লিয়ানা, ১৪ সেপ্টেম্বর : চিনের পণ্যের ওপর ৫০-১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের অনুরোধ জানিয়ে ন্যাটো দেশগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অনুরোধ যে শুল্ক যুদ্ধকে আরও তীব্র করবে রবিবার তা বুঝিয়ে দিল চিন। বর্তমানে স্লোভেনিয়া সফরে রয়েছেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই। সেখান থেকে এক বিবৃতি জারি করেছেন তিনি।

রবিবার স্লোভেনিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ও ইউরোপ বিষয়ক মন্ত্রী তানজা ফাজনের সঙ্গে বৈঠক শেষে ই বলেছেন, 'চিন কোনও যুদ্ধে অংশ নেয় না বা অংশগ্রহণের পরিকল্পনা করে না। চিন সবসময় শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার পক্ষে।' ট্রাম্পের নাম না করে ইউরোপকে চিনা বিদেশমন্ত্রীর বার্তা, 'চিন এবং ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার পরিবর্তে বন্ধু হওয়া উচিত। একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর বদলে সহযোগিতা করা উচিত।'

> **১০০ শতাংশ শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের**

ন্যাটো দেশগুলিকে লেখা চিঠিতে ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করি ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানতে হলে রাশিয়াকে তেল বিক্রি থেকে বিরত রাখতে হবে। এজন্য চিনের পণ্যের ওপর ৫০-১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ জরুরি। আমেরিকা ও ন্যাটো একসঙ্গে এটা করতে পারে। যুদ্ধ শেষ হলেই সেই শুল্ক তুলে নেওয়া হবে।' রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার কারণে এর আগে ট্রাম্পের রোষানলে পড়েছিল ভারত। এবার চিনের ক্ষেত্রেও একই কৌশল নিতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তবে শুধু ভারত ও চিন নয়, ন্যাটোর একাধিক দেশ রাশিয়া থেকে তেল কেনে। তা নিয়েও ক্ষোভ গোপন করেননি ট্রাম্প। তিনি জানান, তুরস্ক, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়ার মতো ন্যাটোর সদস্য দেশ রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণ তেল কিনছে। এর ফলে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে তাঁদের দরকষাকষি করতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প।

বামেরা বিমুখ, কেরল ছাড়লেন বিন্দু

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : ২০১৮-র অক্টোবর। ঋতুমতী মহিলাদের কেরলের শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশের পক্ষে রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের রায়ের পর প্রথম যিনি মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন তিনি বিন্দু আম্মিনি। পেশায় আইনজীবী বিন্দুর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু কনকদুর্গা। ৭ বছর আগের সেই মন্দির যাত্রাই বিন্দুর জীবন বদলে দিয়েছে। তখন থেকে একটি শ্রেণির কোপে পড়ে যান তিনি। পথে-ঘাটে, সমাজমাধ্যমে ক্রমাগত হেনস্তার শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত কেরল ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর অভিযোগ, নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও শেষপর্যন্ত রাজ্যের বাম সরকারও তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। এখন বিন্দুর ঠিকানা দিল্লি। একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'কেরলে বাস করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল।... দক্ষিণপন্থীরা প্রকাশ্যে হিংস্রতা দেখিয়েছে। কিন্তু কেরলের বাম সরকার আমাকে কিছু না বলে ছুরি মেরেছে।' দিল্লিতে কেউ যাতে তাঁকে চট করে চিনতে না পারে, সেজন্য নিজের চুলও ছোট করে ফেলেছেন বিন্দু আম্মিনি।

> **শবরীমালা**

সোনার পাহাড় ১৬ সাইকি

যে গ্রহাণু প্রত্যেক মানুষকে বিলিয়নিয়ার বানাতে পারে

হিউস্টন, ১৪ সেপ্টেম্বর : ভাবুন তো, মহাকাশে এমন এক পাহাড় ভেসে বেড়াচ্ছে, যা পুরোপুরি সোনা, রুপো আর হিরে দিয়ে তৈরি! কল্পবিজ্ঞান মনে হচ্ছে, তাই না? কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা পুরোপুরি সত্যি হতে পারে। আমাদের সৌরজগতে এমন এক গ্রহাণু আছে, যার নাম ১৬ সাইকি, এবং এর আনুমানিক ডলার মূল্য প্রায় ৭০০ কুইন্টিলিয়ন! এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ দিয়ে কী করা যায় জানেন? পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষকে বিলিয়নিয়ার বানিয়ে দেওয়া সম্ভব!

সাধারণত মহাকাশের বেশিরভাগ গ্রহাণু পাথর বা বরফ দিয়ে তৈরি হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সাইকি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের ধারণা, এটি একটি অসম্পূর্ণ গ্রহের কেন্দ্র, যা কোটি কোটি বছর আগে কোনও কারণে পুরোপুরি

গঠিত হতে পারেনি। তাই এর মূল উপাদান লোহা ও নিকেলের মতো ধাতু হলেও, এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সোনা, প্ল্যাটিনাম এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও আছে।

নাসার বিজ্ঞানীরা এই 'মহাকাশীয় ধন'-এর রহস্য জানতে একটি বিশেষ মিশন শুরু করেছেন। একটি মহাকাশযান সাইকির দিকে রওনা হয়েছে, যা এর গঠন এবং ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। যদিও অদূর ভবিষ্যতে এই গ্রহাণু থেকে কোনও ধাতু পৃথিবীতে আনা সম্ভব নয়, তবে এই গবেষণা ভবিষ্যতে আমাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে।

সাইকির এই বিপুল মূল্যের খবর শুনে সারা বিশ্বে আলোচনা শুরু হয়েছে— যদি সত্যি সত্যিই একদিন মহাকাশ থেকে মূল্যবান ধাতু পৃথিবীতে আনা যায়, তাহলে কী হবে? খুব সম্ভবত, সোনা-রুপোর মতো ধাতুর দাম রাতারাতি আকাশ থেকে পাতালে নেমে আসবে। তবে আপাতত ১৬ সাইকি মহাকাশের এক অমূল্য রহস্য হয়েই ভেসে বেড়াচ্ছে। আর আমরা শুধু অপেক্ষায় আছি, কবে এর সব রহস্য উন্মোচিত হবে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	১
মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৮
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	১৩
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৫০
ও নেগেটিভ	১
দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল	
এ পজিটিভ	৭
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২৪
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	৩৫
ও নেগেটিভ	২

পথ চলা শুরু

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার কোচবিহার সাহিত্যসভায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'উত্তরবঙ্গ রবীন্দ্র পরিষদ' সংগঠনের পথচলা শুরু হল। এদিন সেখানে রবীন্দ্র বিষয়ক নাচ, গান, আবৃত্তি এবং আলোচনা সভা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সংস্থার সম্পাদক সৈকত ভট্টাচার্য বলেন, 'মানুষের মধ্যে রাবীন্দ্রিক চেতনা পৌঁছে দিতে আমরা এই সংস্থাটি তৈরি করেছি। আজ থেকে আমাদের পথ চলা শুরু হল।'

চক্ষু পরীক্ষা

তুফানগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর : লম্বাপাড়া বাণী সংঘ প্ল্যাটিনাম জুবিলি দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স হসপিটাল ও তুফানগঞ্জ-১ ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে রবিবার চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি সুভাষ দত্ত, সম্পাদক রাজীব তালুকদার প্রমুখ। সুভাষ বলেন, 'এদিন ১০০ জনের বেশি রোগী বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার পরিষেবা নেন।'

চুরি

তুফানগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর : শনিবার তুফানগঞ্জের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিধানপল্লি সারদা সরণি এলাকার একটি বাড়িতে চুরি হয়। দুষ্কৃতীরা তিনটি গ্যাস সিলিন্ডার, দুটি ওভেন এবং বাড়ির মন্দিরের বেশকিছু পুজোর সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয়। বাড়ির মালিক সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'এ ব্যাপারে তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।'

গৃহারম্ভ পুজো

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে বড়দেবীর মন্দিরের গৃহারম্ভ পুজো হল। রবিবার সকালে দেবীবাড়িতে রাজ আমলের নিয়মকানুন মেনে পুজো করেন পুরোহিত দীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথায়, 'এই পুণ্যতিথিতে পরমান্ন ভোগ দিয়ে পুজো হয়েছে।'

রবিবার সকালে প্রবল বর্ষণের পর কেশব রোডে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

নর্দমা নিয়েই ভয়

পুজোর কয়েকদিন সুন্দর নতুন জামা পরে ঠাকুর দেখতে বের হবেন ভাবছেন? যদি কোচবিহার শহরের বাসিন্দা হন, তাহলে কিন্তু এই ভাবনায় ঝুঁকি রয়েছে। রাস্তায় জমে থাকা নোংরা জল কিন্তু যে কোনও সময় আপনার দামি শাড়ি বা অষ্টমীর পাজামার দফারফা করে দিতে পারে, আলোকপাত করলেন **দেবদর্শন চন্দ**।

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার মাত্র এক সপ্তাহ আগেই যেভাবে এক রাতের বৃষ্টিতে জেলা সদরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ার দৃশ্য দেখা গেল রবিবার, তারপর পুজোর সময় কী হবে তা ভেবে চিন্তিত শহরের বাসিন্দা আর উদ্যোক্তারাও। নিকাশি ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবেই শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে থাকছে বলে অভিযোগ উঠেছে বারবার।

এদিন সকাল ১১টার পরেও শহরের বিভিন্ন রাস্তা ছিল জলের তলায়। পুজোর প্রাক্কালে শহরের নিকাশি ব্যবস্থার এই পরিস্থিতিতে পুরসভার ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এবার অল্প সময়ে ভারী বৃষ্টির কারণে কয়েকটি রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জল নেমে গিয়েছে।'

গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে তোর্ষাতেও জলস্তর বেড়েছে। এতে বাঁধতীরবর্তী এলাকার মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। শনিবার রাতের পর রবিবারও সকাল থেকে দফায় দফায় বৃষ্টিতে সমস্যায় পড়তে হয় পথচলতি মানুষদের। সকাল থেকে কেশব রোড, কালিকা দাস রোড, পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়া মোড়, গোরস্থান রোড, সুনীতি রোড সহ বেশ কিছু রাস্তা ছিল জলমগ্ন। এদিন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসএসসি পরীক্ষা ছিল। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে বেগ পেতে হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। কেশব রোডের কিছুটা অংশে তো সন্ধের পরও জল জমে ছিল।

সকালের বর্ষণে জল থইথই সুনীতি রোড। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

শহরের নিকাশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন কোচবিহারের মহারাজারা। এরপর শহরে জনসংখ্যা বাড়লেও নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারে সেভাবে জোর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বাসিন্দা এবং পুজো উদ্যোক্তাদের একাংশের প্রশ্ন, এক রাতের বৃষ্টিতে শহরের এই পরিস্থিতি হলে, টানা বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটের অবস্থা কী হবে? রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় পুজোর আয়োজনে ব্যাঘাত ঘটছে বলে তাঁদের অনেকেই জানিয়েছেন। দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে বলেন, 'কোচবিহার পুরসভা বিগত দিনেও নিকাশি নিয়ে কোনো মাস্টার প্ল্যানের কথা ভাবেনি। বর্তমান পুরো বোর্ডও এ কথা ভাবছে না। সামান্য বৃষ্টিতেই অধিকাংশ রাস্তা জলের তলায় চলে যায়। এদিনের বৃষ্টিতে আমার বাড়িতেও জল ঢুকে গিয়েছে। শহরবাসীর সমস্যা নিয়ে ওদের কোন মাথা ব্যথাই নেই।'

এবার বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করছে কলাবাগান স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্যায়মাগার। মণ্ডপ সংলগ্ন রাস্তার বেহাল পরিস্থিতিতে চিন্তিত উদ্যোক্তারা। এলাকার বাসিন্দা তথা ওই পুজো কমিটির সম্পাদক বিল্টু সাহা বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা ভাঙা। সংস্কার হয় না। বৃষ্টি হলে জল জমে থাকছে। পুজোর কাজকর্ম করতে আমাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

রাতভর বৃষ্টিতে কালিকা দাস রোডে এদিন দুপুর পর্যন্ত জল জমে থাকায় নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি স্থানীয়দেরও। এলাকার নিকাশিনালা সংস্কারের জন্য পুজো কমিটির তরফে ইতিমধ্যেই কাউন্সিলারকেও জানানো হয়েছে। পুজো কমিটির পক্ষে অর্ণব নিয়োগী বলেন, 'এদিন দুপুর পর্যন্ত জল জমে থাকায় কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি মৌসম সেবাকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ তারিখ পর্যন্ত জেলায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি এবং ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পুজোর আগে বৃষ্টির পূর্বাভাসে চিন্তিত পুজো উদ্যোক্তারা। তাঁরা চাইছেন, পুরসভার তরফে দ্রুত শহরের নিকাশিনালাগুলি সংস্কার করা হোক।

বিধায়কের বাণ

- রবিবারের বৃষ্টিতে কেশব রোড, কালিকা দাস রোড, সুনীতি রোড সহ বেশ কিছু রাস্তা ছিল জলমগ্ন
- পুজো উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন, এক রাতের বৃষ্টিতে এই পরিস্থিতি হলে, টানা বৃষ্টিতে কী হবে
- রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় এদিন অনেক ক্লাবেই মণ্ডপের কাজে ব্যাঘাত ঘটে
- বিধায়কের মতে, কোচবিহারে নিকাশি নিয়ে মাস্টার প্ল্যান না থাকায় আজ এই হাল

দেবীবাড়িতে চলছে গৃহারম্ভ পুজো। রবিবার কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

শহরে পথের ধারে মূর্তিতে দৃশ্য দূষণ

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারে পুজোর পর প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে বিভিন্ন পুকুর পাড়ে, গাছের নীচে, রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হচ্ছে। রোদ-বৃষ্টিতে সেই মূর্তি দৃশ্য দূষণের কারণ হয়ে উঠছে। তোর্ষা নদীর চরেই হোক বা শহরের কোনও দিঘির পাড়ে বা কোনও গাছের নীচে আধভাঙা, মাথা ভেঙে যাওয়া, মাটি ধুয়ে গিয়ে খড় বেরিয়ে আসা দেবদেবীর মূর্তি চোখে পড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অবিলম্বে এই দৃশ্য দূষণ বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করেন অ্যাসোসিয়েশন অফ বেটার কোচবিহারের সম্পাদক আনন্দজ্যোতি মজুমদার। তাঁর কথায়, 'হিন্দু শাস্ত্র মতে সব দেবদেবীর প্রতিমাই পুজোর পর বিসর্জন দেওয়া নিয়ম। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক।'

পরিবেশপ্রেমী অরূপ গুহ বলেছেন, 'যাঁরা এইভাবে যেখানে-সেখানে মূর্তি ফেলে যাচ্ছেন পুরসভা তাঁদের ফাইন করুক। প্রয়োজনে নজরদারি বাড়াক, বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হোক, সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাক।' তবে তাঁর মতে, সবটাই প্রশাসন পুরসভার দায়িত্ব নয়। এই ব্যাপারে জনসাধারণেরও একটা নৈতিক কর্তব্য থেকে যায়।' অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, 'সরস্বতী বা লক্ষ্মী প্রতিমা বিসর্জন না দিয়ে বারান্দায় বা ঘরের এক কোণে রেখে দেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় গোরু পোয়ালের লোভে সেই মূর্তি ধরে টান দিচ্ছে, এগুলো সত্যিই দৃশ্য দূষণ করে।'

লালদিঘির পাড়ে বেহাল প্রতিমা।

কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেন, 'নিয়ম মেনে সব ঠাকুরের বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন। আর যেহেতু এসব ব্যাপারে আইনের কোনও ব্যবস্থা নেই, সেই কারণে এই বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না বিভিন্ন পুজো কমিটি।' তিনি মনে করেন, 'প্রশাসনের যেমন সচেতনতামূলক প্রচারের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি যাঁরা পণ্ডিত মানুষ রয়েছেন তাঁদেরও এই ব্যাপারে এগিয়ে এসে বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য রাখা উচিত। না হলে দু'দিন আগে যাকে ভক্তিভরে পুজো করে প্রণাম করলাম, কিছুদিন পর তার খড় বেরিয়ে আসা চেহারা সত্যিই দৃশ্য দূষণ ঘটায়।'

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন, 'কারা কখন এভাবে পুকুর পাড়ে রাস্তার ধারে মূর্তি ফেলে রেখে যায় সেটা জানা সম্ভব হয় না।' তিনি জানান, এবারের পুজোর মিটিংয়ে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে কোনওরকম পুকুর বা দিঘিতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া যাবে না। নিয়ম মেনে বিসর্জনঘাটেই দিতে হবে। এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য ক্লাবগুলোকেও বলা হয়েছে। শুধু এটা দুর্গাপুজোর ব্যাপার নয়, যে কোনও পুজোর পরই মূর্তি যেখানে-সেখানে ফেলে না রেখে বিসর্জন দিতে হবে। এই অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'এ নিয়ে আপাতত আমরা কোনওরকম ফাইনের দিকে যাচ্ছি না।'

অপারগ পুরসভা

- দিঘির পাড়ে বা গাছের নীচে দেবদেবীর আধভাঙা মূর্তি চোখে পড়া অস্বাভাবিক নয়
- কেউ কেউ মনে করেন, দিঘি বা পথের ধারে মূর্তি ফেললে ফাইন করা হোক
- কেউ চান এ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারে পণ্ডিত মানুষের ভূমিকা থাকুক
- পুরসভার মতে, কারা কখন রাস্তার ধারে মূর্তি ফেলেন তা জানা সম্ভব নয়

বার্ধক্য ভাতা ডিজিটাল করার উদ্যোগ

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা আনতে বিধবা এবং বার্ধক্য ভাতার প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল করার উদ্যোগ নিল কোচবিহার পুরসভা। এই কারণে রবিবার শহরের ১৫ ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। ২টি ওয়ার্ডের শতাধিক বার্ধক্য এবং বিধবা ভাতাপ্রাপক এই শিবির দুটিতে আসেন। ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল করার এই প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এতে উপভোক্তাদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি সরকারের কাছেও ছবি সহ উপভোক্তাদের সম্পূর্ণ তথ্য থাকবে।'

পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মোট ১৯২৬ জন উপভোক্তা বিধবা অথবা বার্ধক্য ভাতা পান। এই ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি আধিকারিকরা এক ক্লিকেই উপভোক্তাদের সমস্ত তথ্য দেখতে পাবেন। বিধবা ভাতার এক উপভোক্তা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাকিনা বেওয়া বলেন, 'এই ক্যাম্প হওয়ায় আমাদের খুব সুবিধা হচ্ছে। এইবার ভাতা পেতে আর কোনও অসুবিধা হবে না।'

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার বলেন, 'অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় উপভোক্তার সঙ্গে পরিবারের কারও জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে। উপভোক্তা হয়তো মারা গিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাড়ির লোক সেই খবর পুরসভায় জানাচ্ছেন না। ফলে সেই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেই যাচ্ছে। ডিজিটাল হওয়ার ফলে এখন আর এই ঘটনা ঘটবে না।

মণ্ডপে মূর্তির চক্ষুদানের আয়োজন। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

বিসর্জনঘাটে জল থাকায় স্বস্তি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারে তোর্ষা নদীর বিসর্জনঘাটে এবার যথেষ্ট জল থাকায় খুশি পুরসভা। গতবার জল কম থাকায় বিসর্জন নিয়ে পুরসভাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। কোচবিহারে দিঘি দূষণ ঠেকাতে অনেক বছর ধরেই সেখানে প্রতিমা বিসর্জন নিষিদ্ধ করেছে পুরসভা। তাই তোর্ষার বিসর্জনঘাটেই সব প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিমা বিসর্জনে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য বিসর্জনঘাটে প্রচুর আলোর ব্যবস্থা করা হয়। দুর্ঘটনা এড়াতে থাকে ট্রলি ও গাড়ি। পুরসভার কর্মীরা বিসর্জনের জন্য ঘাটে আসা প্রতিমা গাড়ি থেকে ট্রলিতে নিতে সহায়তা করেন। ঘাটে যে কোনও ধরনের সমস্যা এড়াতে চেয়ারম্যান থেকে পুরসভার কর্মী, আধিকারিকরা মধ্যরাত পর্যন্ত শিবির করে সেখানে থাকেন। এছাড়া পর্যাপ্ত পুলিশি পাহারার ব্যবস্থাও সেখানে থাকে।

গতবার ঘাটে বিসর্জনের জন্য পর্যাপ্ত জল না থাকায় পুরসভাকে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। যে কারণে পুরসভার তরফে ঘাটের বিস্তীর্ণ অংশে ড্রেজিং করে জল ধরে রাখতে বালির বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেও দেবী বিসর্জনের জন্য নদীতে পর্যাপ্ত জল ছিল না। এবার কিছুদিন আগে পর্যন্তও তোর্ষা নদীর বিসর্জনঘাটে সেভাবে জল ছিল না। ফলে বিসর্জন কীভাবে হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ছিল পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে কোচবিহারে ভালো বৃষ্টি হওয়ায় বিসর্জনঘাটে জল প্রচুর বেড়েছে। আর এতেই স্বস্তি ফিরেছে পুরসভার।

পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এদিন নিজে বিসর্জন ঘাট পরিদর্শন করার পর বলেন, 'গতবার বিসর্জনঘাটে জল না থাকায় ঠাকুর বিসর্জনে আমাদের ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। এবারও কয়েকদিন আগে ঘাটে জল না থাকায় আমরা খুব চিন্তায় ছিলাম। ভাবছিলাম এবারও বোধহয় আমাদের ড্রেজিং করা, বালির বাঁধ তৈরি এসব করতে হবে। কিন্তু আজকে যা পরিস্থিতি দেখছি তাতে আশা করছি এবছর আর সেসব কিছু করতে হবে না। এতে খুবই ভালো লাগছে।'

অতীত অভিজ্ঞতা

- কোচবিহারে তোর্ষার বিসর্জনঘাটে পর্যাপ্ত জল না থাকায় গত বছর পুরসভাকে সমস্যায় পড়তে হয়
- গতবার বিসর্জনের উপযোগী করতে ঘাটের বিস্তীর্ণ অংশে ড্রেজিং করে জল ধরে রাখতে বালির বাঁধ দিতে হয়
- এবারও কিছুদিন আগে পর্যন্ত তোর্ষার বিসর্জনঘাটে সেভাবে জল না থাকায় চিন্তিত ছিল পুর কর্তৃপক্ষ
- গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বিসর্জনঘাটে জল প্রচুর বেড়েছে, আর এতেই স্বস্তি পুরসভার

সাদা হাঁস আর ময়ূরে সাজছে মৈত্রী সংঘ

বলো দুগ্গা মাইকি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : এবার পাট ও ফোম দিয়ে তৈরি রকমারি আকারের হাঁস দিয়ে সেজে উঠবে কোচবিহার শহরের মৈত্রী সংঘের পুজোমণ্ডপ। মণ্ডপের পাশাপাশি মণ্ডপ চত্বরের সীমানাও হাঁস দিয়েই সাজানো হবে। মণ্ডপের সামনেও কৃত্রিমভাবে তৈরি দিঘিতে হাঁস ভেসে বেড়াবে। তবে মণ্ডপের বাইরের চত্বর হাঁস দিয়ে সাজানো হলেও, দর্শনার্থীদের একঘেয়েমি কাটাতে মণ্ডপের ভিতরে সারি সারি ময়ূরের দেখা মিলবে। সব বয়সের দর্শকদের পাশাপাশি বিশেষ করে ছোটদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে মণ্ডপকে এমন নয়া আঙ্গিকে সাজাতে চাইছে মৈত্রী সংঘ পুজো কমিটি। তাদের এবছরের থিমের নাম 'নতুন কিছু ভাবনা'।

'নতুন' ভাবনায় রূপ দিতে মেদিনীপুর থেকে আসা ১৫ জন শিল্পী দুই-আড়াই মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। বাঁশ, পাট, কাঠ, কাপড় ও ফোমের মতো বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে বিশালাকার হাঁস, ময়ূর তৈরি করছেন তাঁরা। মণ্ডপশিল্পীরা জানিয়েছেন, হাঁসগুলির শরীর পাট দিয়ে এবং পালক তৈরি হবে ফোম দিয়ে। মণ্ডপে ৩০-৩৫ ফুটের ৪টি ও ৮-৯ ফুটের ২০টি হাঁস থাকবে। মণ্ডপ তৈরি প্রসঙ্গে শিল্পী পরিমল মহন্ত বলেন, 'মণ্ডপকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আমরা দিবারাত্র লেগে রয়েছি। আশা করি এই মণ্ডপ দর্শকদের প্রশংসা পাবে।'

মৈত্রী সংঘের মণ্ডপসজ্জায় ব্যস্ত শিল্পী। কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার শহরের বড় বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে মৈত্রী সংঘ বরাবরই আলাদা করে নজর কাড়ে। তবে শুধু মণ্ডপসজ্জাই নয়, থাকছে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জাও। ভবানীগঞ্জ বাজার লাগোয়া আঞ্জুমান স্কুলের মাঠে মণ্ডপের সামনের রাস্তা সাজবে চন্দনগরের অত্যাধুনিক আলোয়। প্রতিমাও তৈরি হচ্ছে মণ্ডপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। প্রতিমা তৈরি করছেন কোচবিহারের বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী ভাষান পাল।

মৈত্রী সংঘ পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক পার্থপ্রতিম সাহা বলেন, 'আমাদের পুজো এবার ৬৫তম বছরে পা দিল। পুজোর বাজেট এবার ১৫ লক্ষ টাকা। চতুর্থীর দিন আমাদের পুজো উদ্বোধন করবেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সেদিন দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হবে। অষ্টমীর দিন সকল দর্শনার্থী মায়ের প্রসাদ পাবেন। আশা করছি আমাদের এবারের থিম 'নতুন কিছু ভাবনা' সকল দর্শকের খুব ভালো লাগবে এবং পুজোর ছয়-সাতটা দিন আমাদের মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

হাতির মল থেকে কাগজ

কাগজ তৈরির জন্য গাছ কাটার দিন শেষ! জাপানের এক সংস্থা হাতির মল দিয়ে কাগজ তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। শুনে অবাক হচ্ছেন? আসলে, হাতি প্রচুর গাছপালা খায়, যার বেশিরভাগই হজম হয় না। এই আঁশযুক্ত বর্জ্য সংগ্রহ করে উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এরপর একে মণ্ড বা পাল্পের রূপ দেওয়া হয়, যা কাগজ তৈরির জন্য উপযুক্ত। এই কাগজ বেশ মসৃণ, টেকসই ও সম্পূর্ণ গন্ধহীন। এতে পরিবেশের ক্ষতি হয় না। খাতা, গ্রিটিংস কার্ড বা অন্য হস্তশিল্পের জন্য এই কাগজ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এটি শুধু পরিবেশ রক্ষারই দারুণ উপায় নয়, হাতির রক্ষণাবেক্ষণেও সহায়তা করে।

জানলা যখন স্মার্টফোন!

দক্ষিণ কোরিয়ার ট্রেনযাত্রীরা এখন নতুন এক অভিজ্ঞতা লাভ করছেন। পরীক্ষামূলকভাবে সেখানকার কিছু ট্রেনে সাধারণ জানলার বদলে লাগানো হয়েছে বিশেষ স্মার্ট-উইন্ডো। এই স্বচ্ছ ও এলইডি ডিসপ্লে দিয়ে তৈরি জানলাগুলোতে যাত্রীরা বাইরের দৃশ্য উপভোগ করার পাশাপাশি রিয়েল-টাইম তথ্য, যেমন-ট্রেনের সময়, আবহাওয়া, দর্শনীয় স্থান এবং রেস্টুরেন্টের সন্ধান পেতে পারেন। শুধু ট্রেন নয়, দক্ষিণ কোরিয়াতে স্বচ্ছ কাচ দিয়ে তৈরি বাসের ওপর পরীক্ষাও চলছে, যা যাত্রীদের ৩৬০ ডিগ্রি প্যানোরামা ভিউ উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে।

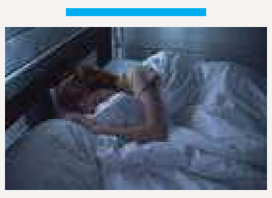

বেশি ঘুম মানেই বিপদ

রাতে ৮ ঘণ্টার বেশি ঘুমাচ্ছেন? ৬০ থেকে ৭৪ বছর বয়সিদের জন্য এটি ডেকে আনতে পারে এক বড় বিপদ! নতুন এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা রাতে ৯টার আগে শুতে যান বা ৮ ঘণ্টার বেশি ঘুমান, তাঁদের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বেশি। প্রায় ২,০০০ বয়স্ক মানুষের ওপর চালানো এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা তাড়াতাড়ি ঘুমান, তাঁদের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ এবং যাঁরা বেশি ঘুমান, তাঁদের ঝুঁকি ৬৯ শতাংশ বেশি। তবে, আরও একটি অবাক করা তথ্য হল, যাঁরা সপ্তাহের ছুটির দিনে অতিরিক্ত ঘুমান, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি ১৯ শতাংশ কমে যায়। তাই ছুটির দিনে একটু বেশি ঘুমালে ক্ষতি নেই। তবে নিয়মিত অতিরিক্ত ঘুম বিপজ্জনক হতে পারে।

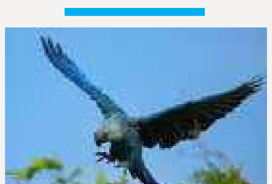

‘লুলা’ পাখির ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন!

একসময় যে স্পিক্স’স ম্যাকাও পাখিটি প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ‘লুলা’ আবার ফিরে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ব্রাজিলে। ২০০০ সালে প্রকৃতি থেকে এই প্রজাতির শেষ পাখিটি হারিয়ে যায়। এরপর বিজ্ঞানীরা চিড়িয়াখানায় এর প্রজনন শুরু করেন। অবশেষে ২০২২ সালে এই ম্যাকাওদের একটি দলকে ব্রাজিলের একটি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ, ২০২৩ সালে প্রকৃতিতে নতুন করে ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। এটি এক দারুণ সাফল্য!

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

সাহেবগঞ্জ, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার বিকেলে সাহেবগঞ্জের গর্ভডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নম্বর প্লেটহীন একটি বাইক আটক করে পুলিশ। বাইকটি আটক করার সময় চালক ও আরোহী পালিয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে সেই বাইক থেকে ৩০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ। তবে ওই গাঁজা কোথায় পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

পাকিস্তানকে হেলায়

প্রথম পাতার পর

টসে জিতে সলমন আলি আঘা ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। জন্মদিনে ‘ডোন্ট কেয়ার’ মেজাজে সূর্যের দাবি, আগে বোলিংয়ে সুবিধাই হবে। রাত বাড়লে শিশির ফ্যাক্টর কাজ করবে। রানতাড়া তুলনায় সহজ। যা আরও সহজ করে দেয় কুলদীপের নেতৃত্বে ভারতীয় বোলিং।

দুই দেশের জাতীয় সংগীত মহারণের মঞ্চ বেঁধে দেয়। পারদ চড়িয়ে বল হাতে প্রথম থেকেই বোলারদের দাপট। আবেগ, সম্মানের ম্যাচ জিততে টার্গেট ১২৮।

নতুন বলে শুরুটা হার্দিক পান্ডিয়া-বুমরাহ জুটিতে। ম্যাচ তথা হার্দিকের প্রথম বল ওয়াইড। পরের বলে ডাগআউটে আয়ুব। অফের দিকে আলতো পুশ সোজা বুমরাহর হাতে। ম্যাচের আগে আয়ুবকে নিয়ে হুংকার শোনা গিয়েছিল। প্রাক্তন তারকা তনভীর আহমেদের অবাক দাবি, বুমরাহকে ছয় ছক্কায় ধূলিসাৎ করবে বছর তেইশের এই ওপেনার। সতীর্থ ফখর জামানের কাছে আয়ুব হলেন বাবর আজমের নতুন সংস্করণ।

দাবিই সার। ওমান ম্যাচে শূন্য। আজ সুযোগ ছিল নায়ক হওয়ার। বদলে হার্দিকের আপাত-নিরীহ বলে ফের শূন্য আয়ুবের। পরের ওভারে মহম্মদ হ্যারিসের (৩) ছটফটানি থামান বুমরাহ। দ্বিতীয় ওভার শেষ হওয়ার আগে ৬/২। হাইভোল্টেজ দ্বৈরথে আস্ফালন বুমরাহ-হার্দিকের ‘ব্রহ্মাস্ত্রের’।

তৃতীয় উইকেটে কিছুটা প্রতিরোধ ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান-ফখরের। জুটিতে ৩৯। ফারহান জোড়া ছক্কা হাঁকান বুমরাহকে। ফখর টার্গেট করেন হার্দিককে। যদিও ভারতীয় স্পিনাররা আক্রমণে আসতেই ফখরদের জারিজুরি শেষ।

বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ রানের গতিতে ব্রেক লাগিয়ে দেন। চাপ আলগা করতে গিয়ে অক্ষরের ঝোলায় ফখর (১৭) ও পাক অধিনায়ক সলমন (৩)। নিটফল, পাওয়ার প্লে-তে ৪২/২ থেকে ১০ ওভারে ৪৯/৪।

গত কয়েকদিন ধরে ম্যাচ বয়কটের দাবি, রাজনৈতিক তর্জায় তোলপাড় আসমুদ্রহিমাচল। যার ঢেউ পৌঁছে যায় বুর্জ খলিফার শহর দুবাইয়েও। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে টিম হাডলে লম্বা পেপটক দিতে দেখা যায় গৌতম গম্ভীরকে। ভোকাল টনিকের প্রভাব প্রথম বল থেকে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রিংটোন সেট করে দিয়েছিলেন বোলাররা। পাক-মহারণে যেন সেখান থেকেই শুরু। অক্ষরের পর ত্রয়োদশ ওভারে জোড়া শিকার কুলদীপের। পরপর দুই বলে আউট দুই নওয়াজ-হাসান (৫) ও মহম্মদ (০)।

গত ম্যাচে ৭ রানে ৪ উইকেট। এদিন ৩ শিকার। ম্যাচের আগে কুলদীপ বলছিলেন, টুর্নামেন্টে ভালো শুরু করতে পারাটা আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। মাঝে দলে সুযোগ না পেলেও পরিশ্রমে ফাঁকি দেননি। তারই সুফল পাচ্ছেন। পাক-দ্বৈরথ সবসময় উপভোগ করেন। সাফল্যের রংয়ে যা আরও রঙিন করে রাখতে চান।

লক্ষ্যপূরণ। কুলদীপের বাঁহাতি স্পিনের হদিসই কার্যত পাচ্ছিলেন না পাকিস্তানের ব্যাটাররা। কিছুটা ব্যতিক্রম ওপেনার ফারহান (৪০)। শেষদিকে নয় নম্বরে নেমে চার ছক্কায় ঝিমিয়ে পড়া সমর্থকদের রসদ জোগান শাহিন (১৬ বলে অপরাজিত ৩৩)। যার সুবাদে ৯৭/৮ থেকে ১২৭/৯ স্কোরে পৌঁছে যায় পাকিস্তান। যদিও তাতে শেষরক্ষা হয়নি।

মায়ের সামনেই পুড়ে মৃত ৩

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৪ সেপ্টেম্বর : মায়ের সামনেই পুড়ে মৃত্যু হল তিন সন্তান। যমজ দুই ভাই এবং এক বোনের জীবন কেড়ে নিল লেলিহান অগ্নিশিখা। শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার ভাঙ্গনপাড়া এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। মৃত শিশুদের নাম সাহিল শেখ (৯), আদিল শেখ (৯) এবং সাজিদা খাতুন (৭)। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্টসার্কিটের কারণেই এই আগুন লেগেছে।

পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ঘরের সামগ্রী। -সংবাদচিত্র

অন্যান্য দিনের মতোই তিন সন্তানকে নিয়ে শনিবার ঘুমোতে গিয়েছিলেন সারজিনা বিবি। তখনও কি তিনি জানতেন এই কালরাত্রি কেড়ে নেবে তাঁর তিন সন্তানকেই! সারজিনার স্বামীর নাম সোয়ান শেখ। শনিবার তিনি বাড়ি ছিলেন না। সারজিনা ও তাঁর তিন সন্তান শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ প্রতিবেশীদের চিৎকারে সারজিনার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ খুলতেই ঘাবড়ে যান তিনি। ঘরের ভেতর তখন আগুন আর কালো ধোঁয়া। কিছুক্ষণের জন্য সারজিনা অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফেরার পর কোনওমতে তিনি ঘরের বাইরে বেরোন । কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা বেশিই দেরি হয়ে গিয়েছে। পাটকাঠি, খড় আর বাঁশের তৈরি বাড়ি পরিণত হয়েছে জতুগৃহে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে আর্তনাদ। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মা অনেক চেষ্টা করেও আগুন পেরিয়ে সন্তানদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি। অসহায় সারজিনা চেঁচিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকেন। তাঁরা এসে হাতের কাছে যা পেয়েছেন বালতি, গামলা সবে করে জল নিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুন নেভে না। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। কিন্তু তখন সব শেষ! শিশুদের আর্তচিৎকার এবং প্রাণের স্পন্দন লেলিহান ওই অগ্নিশিখা ততক্ষণে গিলে নিয়েছে। রবিবার সকালে যখন এক এক করে তিন শিশুর মৃতদেহ বের করা হয়, সারজিনা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মৃতদেহগুলির সামনে তিনি লুটিয়ে পড়েন। মৃতদেহগুলি নসিপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সেখানেই তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তখনও তিনি ডুকরে কাঁদছেন। কান্নার দমক কোনওমতে সামলে তিনি বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো আমি তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। গ্রামবাসীদের চিৎকার আর আগুনের আঁচ অনুভব করে কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে এসে সন্তানদের উদ্ধার করার চেষ্টা করি।’ কান্না আবার তাঁর কণ্ঠরোধ করে। সামলে নিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিচ্ছু করতে পারলাম না!’ ভগবানগোলার বিধায়ক রিয়াত হোসেন এদিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বলেন, ‘খুবই মর্মান্তিক। মায়ের চোখের সামনে তিন সন্তানের পুড়ে মৃত্যু খুবই দুঃখজনক। ভবিষ্যতে এই পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করব।’ প্রতিবেশী নাজমুল শেখ আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘যদি একটু আগে ওদের ঘুম ভাঙানো যেত তাহলে হয়তো এতগুলো প্রাণ একসঙ্গে চলে যেত না।’

মর্মান্তিক

- শনিবার রাতে ৩ শিশুকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন সারজিনা
- সেই সময়ে শর্টসার্কিট থেকেই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান
- প্রতিবেশীদের চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়
- নিজে বেরিয়ে এলেও সন্তানদের বাঁচাতে পারেননি সারজিনা

আরজি করের ছাত্রীর মৃত্যুতে উঠছে প্রশ্ন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেলের ছাত্রী মালদা মেডিকেলের হস্টেলে কেন ছিলেন, অনুমতিই বা কীভাবে মিলেছিল, সেসব প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে তদন্তকারীদের মনে। তবে ছাত্রীর মৃত্যুর পরেও এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

আরজি কর মেডিকেলের ফাইনাল ইয়ারের ওই ছাত্রীর মৃত্যুরহস্যের কিনারা হয়নি এখনও। এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। যদি আরজি কর মেডিকেলের ওই ছাত্রী মালদা মেডিকেলের হস্টেলে গিয়ে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে কি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়েছিল? নাকি কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়েই হস্টেলে উঠেছিলেন ওই তরুণী? এনিয়ে মেডিকেলের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘এধরনের কথা আমাদেরও কানে আসছে। তবে বিষয়টি আমাদের জানা নেই। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

এদিকে, তাঁর মেয়ে হোটেলে কার সঙ্গে ছিলেন, কেনই বা হোটেলে ছিলেন, সেসব প্রশ্নের উত্তরও খুঁজছেন মৃতের মা। ওই ছাত্রীর মৃত্যুতে মালদা মেডিকেলের এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার পরিবারের লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার রাতে ওই প্রেমিককে আটক করে জেরা শুরু করে পুলিশ। মাঝরাতে গ্রেপ্তার করা হয় ওই তরুণকে। রবিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এদিকে, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ৮ সেপ্টেম্বর মালদায় আসার পর প্রথমে মালদা মেডিকেলের গার্লস হস্টেলে উঠেছিলেন ওই তরুণী। শনিবার এমনই দাবি করেছিলেন মৃতার মা। পুলিশি জেরাতেও ধৃত প্রেমিক তেমনই দাবি করেছেন। সেই সময় একবার অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার জন্য ওই তরুণীকে মালদা মেডিকেলে ভর্তিও করা হয়েছিল বলে খবর।

মৃতের মায়ের দাবি, তাঁর মেয়ে ওই তরুণের সঙ্গে পরিবারের অমতে মন্দিরে বিয়ে করে নেন। তবে মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গিয়েছে জানার পর ওই তরুণের সঙ্গে সামাজিক মতে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যায় পরিবার।

মৃতার মা দাবি করেছিলেন, তিনি ফোন করলে মেয়ে মালদা মেডিকেলের হস্টেলে রয়েছেন বলে জানান। দুই-তিনদিন পর যখন কথা হয়, তখন ওই তরুণী আবার মালদা শহরের একটি নামী হোটেলে থাকার কথা জানিয়েছিলেন। মৃতার মায়ের এই দাবির সঙ্গে জেরায় ধৃতের বয়ানে যথেষ্ট মিল রয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশি জেরায় জানা গিয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার জন্য ওই তরুণীকে প্রথমে ১০ তারিখ মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে সেদিনই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপরেই সম্ভবত ওই তরুণীকে একটি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

শনিবার রাতেই মেডিকেল ক্যাম্পাস থেকে আটক করা হয় অভিযুক্তকে। রাতভর দফায় দফায় জেরার পর বেশ কিছু অসংগতি সামনে আসায় মাঝরাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রবিবার ধৃতকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃতের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। ধৃত প্রেমিক আদালতে যাওয়ার পথে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এই ঘটনায় ওই দুজনের কল ডিটেলস ও কল রেকর্ড সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। মালদা মেডিকেল ক্যাম্পাসে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও সংগ্রহ করা হচ্ছে। যে হোটেলের কথা উঠে আসছে, সেই হোটেলকে শনাক্ত করে তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ।

মালদা মেডিকেলের কোনও ছাত্রী যদি বিশেষ কারণে মহিলা অভিভাবককে রাতে হস্টেলে রাখতে চান, তবে সেই সংক্রান্ত আবেদন হস্টেল সুপারের কাছে জমা দিতে হয়। সুপারের অনুমতি মিললে, রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত করে ওই মহিলা অভিভাবককে হস্টেলে রাখা যেতে পারে। তবে কোনওভাবেই পুরুষদের সেখানে অনুমতি দেওয়া হয় না। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, যদি ওই তরুণী মালদা মেডিকেলের হস্টেলে গিয়ে থাকেন, তবে কি তাঁর থাকার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছিল? রেজিস্টারে কি সেই রেকর্ড রয়েছে? নাকি মালদা মেডিকেলে সাম্প্রতিক সময়ে চলতে থাকা হাউস স্টাফ ও ইন্টার্নদের রুম নিয়ে বিবাদের সুবাদে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়েই তিনি হস্টেলে উঠেছিলেন?

কোন পথে তদন্ত

- এই ঘটনায় ওই দুজনের কল ডিটেলস ও কল রেকর্ড সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে
- মালদা মেডিকেল ক্যাম্পাসে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও সংগ্রহ করা হচ্ছে
- যে হোটেলের কথা উঠে আসছে, সেই হোটেলকে শনাক্ত করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে পুলিশ

ফের পরীক্ষায় বসে অশ্রুসজল ববিতা

‘এসএসসির উপর আর ভরসা নেই’

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : তাঁর করা মামলাতেই চাকরি গিয়েছিল রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়েছিল সেখান থেকেই। সেই ববিতা সরকারই ফের শিক্ষক হওয়ার পরীক্ষায় বসলেন। রবিবার এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি। ববিতার পরীক্ষার সিট পড়েছিল শিলিগুড়ির বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠে। পরীক্ষা শেষে ববিতা জানালেন, একসময় তিনি নিজেই পরীক্ষা নিয়েছেন, এদিন তাই পরীক্ষা হলে ঢুকে কান্না পাচ্ছিল তাঁর। তবুও মনকে কিছুটা বুঝিয়ে যতটা পেরেছেন ভালোমতো পরীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসএসসির উপর যে তাঁর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই, তা এদিন আরও একবার স্পষ্ট করে দেন ববিতা। পরীক্ষার পর মেধাতালিকা কতটা স্বচ্ছভাবে তৈরি হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ববিতা সরকার।

শিলিগুড়ির ববিতা সরকারের দায়ের করা মামলাতেই রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির মুখোশ খুলে গিয়েছিল। চাকরি হারাতে হয়েছিল মন্ত্রী-কন্যা অঙ্কিতাকে। আদালতের নির্দেশে সেই চাকরি পান ববিতা। যদিও তথ্যগত ভ্রান্তির কারণে সেই চাকরি তিনিও ধরে রাখতে পারেননি। পরে ববিতার চাকরি পান শিলিগুড়িরই অনামিকা রায়। সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করলে চাকরি যায় অনামিকারও।

৭ সেপ্টেম্বর নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় ববিতা অংশগ্রহণ করেননি। এদিন পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে তিনি প্রথমে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হতে চাননি। পরে অবশ্য বলেন, ‘পরীক্ষা দিলেও এসএসসির উপর আর ভরসা নেই। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় এসএসসি কাকে কী নম্বর দেয়, তার কোনও ঠিক থাকে না। সবটাই আগে ভুলে ভরা ছিল। সেখানে ২০ নম্বরের ইন্টারভিউতে কী হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। তবুও আশায় বুক বেঁধেই এদিন পরীক্ষা দিয়েছি।’

এসএসসির ওপর ক্ষোভ উগরে ববিতার সংযোজন, ‘ওএমআর শিট হাতে পেতে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তারপরও এসএসসি আমার ওএমআর দেয়নি। সেকারণে আমার ওএমআর শিটে কারচুপি করেছে কি না, তা প্রমাণ করতে পারিনি। যারা দুর্নীতি করল তাদের হাতেই নতুন করে পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’

দুর্নীতির কারণে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। যোগ্য হয়েও অনেকে চাকরি হারিয়েছেন। নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হলেও, অনেকেই সেভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেননি বলে এদিন জানিয়েছেন। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবছর ওএমআর শিটের কার্বন কপি পরীক্ষার্থীদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

চাকরি-বৃত্তান্ত

- ববিতা সরকারের দায়ের করা মামলাতেই শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতির মুখোশ খুলে গিয়েছিল
- চাকরি হারাতে হয়েছিল মন্ত্রী-কন্যা অঙ্কিতাকে
- আদালতের নির্দেশে সেই চাকরি পান ববিতা
- যদিও তথ্যগত ভ্রান্তির কারণে সেই চাকরি তিনি ধরে রাখতে পারেননি
- পরে ববিতার চাকরি পান শিলিগুড়িরই অনামিকা রায়
- সুপ্রিম কোর্ট পুরো প্যানেল বাতিল করলে চাকরি যায় অনামিকারও

‘লুকিয়ে’ জনসংযোগ

প্রথম পাতার পর

সামনে বিধানসভা নির্বাচন তাই এখন নাটক শুরু করেছে। তবে ওরা যদি সত্যিই মানুষকে সেবা দেয় তাহলে সেটি ভালো।’

বিজেপি সূত্রে খবর, ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেদিনই সেবা পক্ষকাল কর্মসূচি শুরু করা হবে। ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির জন্মদিনে তা শেষ হবে। ইতিমধ্যেই দলের জেলা কার্যালয়ে প্রতিটি মণ্ডলের নেতৃত্বকে নিয়ে কর্মশালা হয়ে গিয়েছে। কারা কোথায় কীরকম সামাজিক কাজকর্ম করবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি মণ্ডলেই কিছু না কিছু কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন দলীয় নেতারা।

কোচবিহার জেলায় নয়টি বিধানসভার মধ্যে ছয়টিই বিজেপির দখলে। তবুও বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে গিয়ে তৃণমূলের বাধার মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ। কিছুদিন আগে খাগড়াবাড়িতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। দিনহাটায় বেশকিছু বিজেপি কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর ও কর্মীদের মারধর করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। সেখানে নেতৃত্ব পরিদর্শনে গেলে তাদের উপরেও হামলা হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কার্যত ব্যাকফুটে চলে যাওয়ায় সামাজিক কাজকর্মকে ঢাল করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাইছে বিজেপি। বিজেপির উদ্যোগে কোথাও রক্তদান শিবির, বস্ত্রদান কিংবা এধরনের সামাজিক কাজকর্ম হলে সেখানে যদি তৃণমূলের তরফে বাধা দেওয়া হয় তাহলে ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন দানা বাঁধবে সাধারণ মানুষের মনে। তাই সেই কৌশলকে অবলম্বন করেই এগোতে চাইছে বিজেপি।

বাজারে ধৈর্যের পরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার প্রবীর দাস বললেন, ‘গত কয়েকদিন ধরেই দোকানে ভিড় উপচে পড়েছে। এদিন দুপুর থেকেই দোকান ভিড়ে ঠাসা ছিল।’ শুধু বাজারে নয়, ভিড় শপিং মলেও। এদিন শহরের এসিডিসি ক্লাব সংলগ্ন কয়েকটি শপিং মলের সামনে বিকেলের দিকে তো বাইক রাখার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। ভিড় সামলাতে মলের সামনে থাকা পার্কিং জোনে রাখা হয়েছিল অতিরিক্ত লোকও। সন্ধেয় শপিং সেরে আইসক্রিম খেতে খেতেই পুণ্ডিবাড়ির অনন্যা দাস বললেন, ‘ভিড়ের কথা ভেবে গত রবিবারই কয়েকটি শাড়ি কিনে নিয়েছি। সানগ্লাস, মালা সহ আর কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল। সেগুলিও সেরে নিলাম।’ অর্থাৎ, পুজো এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেবল মণ্ডপ আর কুমোরটুলিতে নয়, ব্যস্ততা বাড়ছে দোকানগুলিতেও।

সেপ্টেম্বরেই কেন ভূমিকম্প হয়?

প্রথম পাতার পর

তথ্য বলছে, ২০১১ সালের পর ২০১৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বরও ভূমিকম্প অনুভূত হয় উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্র। সেবারও বিশ্বকর্মাপুজো পড়েছিল ১৮ তারিখ। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ বিষয়টিকে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে শুরু করে। যদিও সেবার ২০১১-র পুনরাবৃত্তি হয়নি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ২০২০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ও ২০২৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বরও কাঁপুনি হয়েছে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে। এবারও পুজোর ঠিক দু’দিন আগে কম্পন অনুভূত হওয়ায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পেয়েছে।

কেন বারবার সেপ্টেম্বর? কেনই বা বিশ্বকর্মাপুজোর আগে? প্রশ্নগুলো ঘুরছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সারাবছর ভূকম্পন হলেও কেন এই অঞ্চলে মাঝ সেপ্টেম্বরে কম্পনের তীব্রতা বেশি হয়, তার কারণ নিয়ে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন বলে মত দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

অনেক বিজ্ঞানীর বক্তব্য, জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলে এক বছরের টাইম গ্যাপ বা সময়ের ব্যবধান সামান্য হওয়ায়, প্রকৃত অর্থে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভূকম্পনের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ বোঝা অসম্ভব ব্যাপার। ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানী পার্থসারথি চক্রবর্তী মনে করেন, ‘দুটি প্লেটের সংঘর্ষে ভূকম্পন ঘটে, তা সকলেই জানে। সুনামির কারণ যে ভূকম্পন, সেটাও এখন জানা। কিন্তু সুনামির পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হলেও, ভূকম্পন সংক্রান্ত আগাম তথ্য জানানো যায় না। তবে এই অঞ্চলে এসময় কেন, তার গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।’

রবিবাসরীয় বিকেলে বাড়ির সকলকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরোবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন কলেজপাড়ার সুশীল ভৌমিক। হঠাৎ তাঁর গিন্নি ভূমিকম্প বলে চিৎকার করে ওঠেন। ছেলেমেয়েদের ডেকে এক জায়গায় করতে করতেই যদিও কম্পন থেমে যায়। সুশীল বলছিলেন, ‘ভূমিকম্প থামতেই মনে পড়ল আর দু’দিন পরই তো বিশ্বকর্মাপুজো। এই পুজোটা এলেই কেমন ভয়ে ভয়ে থাকি। বাড়িতেও সেদিন আলোচনা হচ্ছিল বিশ্বকর্মাপুজোর দিনের ভূমিকম্প নিয়ে। আর এবছরই পুজোর আগমুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে গেল।’ ২০১১-র স্মৃতি তাঁর টাটকা। সুশীলের স্মৃতিচারণ, ‘ওইদিন অফিসের পুজোর পর কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় ভূমিকম্প টের পাই। দৌড়ে একটি মন্দিরে ঢুকে পড়েছিলাম। বাড়ির বাইরে থাকায় কী যে চিন্তায় পড়েছিলাম, বলে বোঝাতে পারব না।’

আবহবিদদের বক্তব্য, গত কয়েক বছরের তথ্য সংগ্রহ, কোন কোন অঞ্চলে কমবেশি অনুভূত হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির হিসেব সহ নানা প্রাকৃতিক বিষয়কে এক জায়গায় রেখে গবেষণা করলে, সাধারণ মাপের হলেও, কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। গবেষণা ছাড়া যে সত্যতায় পৌঁছানো সম্ভব নয়, মনে করিয়ে দিচ্ছেন আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা।

যতদিন গবেষণা না হয়, ততদিন কিন্তু চুলচেরা বিশ্লেষণ চলবেই বাঙালির।

ত্বরান্বিত পতন

প্রথম পাতার পর

এই সেদিন ২০০৩ সালে জর্জিয়ায় ‘রোজ রেভোলিউশন’-এর ফলে কীভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি এডওয়ার্ড শেভার্দনাদজে সে খবর কি রাখেন পরেশ অধিকারী?

দম্ভের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোলে তবেই একজন মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলতে পারেন, ‘তুমি কে হে হরিদাস পাল?’ বা ‘কোমরে দড়ি লাগিয়ে ঘোরাব’ অথবা একজন প্রধানমন্ত্রী সমস্ত নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে ‘দিদি, ও দিদি’ বলে ট্রোল করতে পারেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর একে অপরের প্রতি আচরণ থেকে সহজেই এটা অনুমান করা যায় যে, তাঁরা একজন সাধারণ নাগরিককে কোন দৃষ্টিতে দেখেন।

রাজনীতিতে ‘ক্ষমতা’ হল জনগণের আচরণকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা। ক্ষমতার মধ্যে থেকে অপরের স্বার্থে ক্ষমতাকে ব্যবহার করা এবং নিজের প্রয়োজনে সেটি ব্যবহার না করা। নরেন্দ্র মোদি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই সেই সহজ ব্যাকরণ মানেন না। ফলে তাঁদের অনুগামী নেতারাই বা তা মেনে চলবেন কেন। আসলে স্বৈরশাসকরা ক্ষমতার উচ্ছিষ্টভোগীদের মিথ্যা আশ্বাসে অতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন, তখনই ক্ষমতা ও দুর্নীতি, সমার্থক ও সমান্তরাল হয়।

ক্ষমতা ও অহংকারের জোরে মুখে গণতন্ত্রের বুলির আড়ালে স্বৈরাচারের নীল নকশা তৈরি করেন শাসক। জনগণের মধ্যে তৈরি করেন ভয়ের পরিবেশ। ধর্মকে ব্যবহার করেন ক্ষমতার স্বার্থে। সমাজের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা লাগিয়ে আর নজরদারির ব্যবস্থা করে শাসনকে টিকিয়ে রাখেন বছরের পর বছর।

ক্ষমতায় থাকলে স্বৈরশাসকরা তাঁদের নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন মানুষদের কাঠামো থেকে সরিয়ে দেন। নিষ্ক্রিয় করে দেন স্বাধীনচেতা আর বুদ্ধিজীবীদের। অকার্যকর করে দেন সমস্ত সুস্থ ভাবনাচিন্তাকে। ফলে সমাজ পরিবর্তনে সুস্থ ভাবনার মানুষদের ভূমিকা হয়ে পড়ে সীমাবদ্ধ। এর ফলে যখন একজন স্বৈরশাসকের পতন হয়, তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। অনেক সময়ই নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগে আবির্ভাব ঘটে নতুন স্বৈরশাসকের। যেমনটা হয়েছে বাংলাদেশে।

আসলে সবাই রাজা হতে চায়। তাই মেহনতি মানুষের নেতারাও একসময় হয়ে ওঠেন স্বেচ্ছাচারী। ক্ষমতায় অন্ধ শাসকের কাছে স্বেচ্ছাচার নিরাসক্ত আয়নার মতো। সেই আয়নায় শাসক দেখতে পায় তার নগ্নতা। হয়তো বা অনুভব করে নিজের সুনিশ্চিত পতনের মৃদু পদধ্বনি।

ইতিহাস যেমন স্বৈরশাসকের জন্ম দিয়েছে, তেমনি উপহার দিয়েছে বহু মুক্তিকামী মানুষদের। ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাই বারবার স্লোগান ধরেছেন স্বাধীনচেতারা। অনেক সময়ই সেসব আন্দোলন আর বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে, পড়তে হয়েছে আরও কঠোর নিপীড়নের মুখে। তবুও স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়নি। তাই তিউনিসিয়ার ফুটপাথের সবজি বিক্রেতা মোহাম্মদ বোয়াজিজির আত্মাহুতি থেকে জন্ম হয় আরব বসন্তের। তাই প্রচণ্ড ঝড়ের পর ঝকঝকে আকাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে মন আনন্দে হেসে ওঠে।

ক্ষমতার স্বাদ নিতে আসিনি

প্রথম পাতার পর

আগের যাবতীয় নির্দেশ অকার্যকর হয়ে গিয়েছে। বিবৃতি দিলেও কোনও দলের নেতাকে রবিবার প্রকাশ্যে দেখা যায়নি।

দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে জেন জেড আন্দোলনের চাপে দিনকয়েক আগে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। বর্তমানে নেপাল সেনার নিরাপত্তায় রয়েছেন তিনি। তাঁর দলের সক্রিয়তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সুশীলা অবশ্য ৫ মার্চের দিকে তাকিয়ে রোডম্যাপ স্থির করার আভাস দিয়েছেন। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে গণ আন্দোলনে নিহতদের শহিদ ঘোষণা করেছেন তিনি। নিহতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে সাহায্য দেবে অন্তর্বর্তী সরকার। আহতদের চিকিৎসায় সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু যাঁরা গণ আন্দোলনের আড়ালে হিংসা ছড়িয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে প্রশাসন।

প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ‘যাঁরা হিংসা উসকে দিয়েছেন তাঁদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না। আইন অনুযায়ী সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ তাঁর আরও বক্তব্য, নেপালে এই প্রথম টানা ২৭ ঘণ্টা ধরে আন্দোলন চলেছে। তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনকারীরা আর্থিক সাম্য এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের দাবি করেছেন। তাঁদের স্বপ্নকে সফল করতে নতুন নেপাল গড়ার কাজ চালিয়ে যাব আমরা।’

আপাতত নেই বাগান-গোয়ার ফুটবলাররা

খালিদের সম্ভাব্য তালিকায় সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : এএফসি এশিয়ান কাপের শিবির শুরুর জন্য ৩০ জন ফুটবলারের সম্ভাব্য তালিকা দিলেন খালিদ জামিল।

২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু হবে ভারতীয় দলের। শিবিরে ডাক পাওয়া ফুটবলারদের ১৯ তারিখ যোগ দিতে বলা হয়েছে। ৯ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে অ্যাওয়ে এবং ১৪ তারিখ গোয়াতে ঘরের মাঠে ম্যাচ খেলবেন ব্লু টাইগার্সরা। তার আগে এদিন ৩০ জন ফুটবলারের সম্ভাব্য তালিকা দিলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। এই ৩০ জন ছাড়াও ৫ জনকে স্ট্যান্ডবাই তালিকায় রাখা হয়েছে বলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়। যার মধ্যে তিনজন সিনিয়ার ও দুইজন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের। এঁদের নাম এখনও প্রকাশ করা হয়নি। খালিদের দেওয়া তালিকায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে খেলা দুই দল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার কোনও ফুটবলার নেই। ৩০ সেপ্টেম্বর মোহনবাগানের এবং ১ অক্টোবর গোয়ার ম্যাচ হওয়ার পরই ডাকা হতে পারে এই দুই দলের ফুটবলারদের। মোহনবাগান-গোয়ার ফুটবলারদের ডাকা না হলেও ডাক পেয়েছেন সুনীল ছেত্রী। কাফা নেশনস কাপে তাঁকে দলে না রাখা নিয়ে অবশ্য খালিদ আগেই ব্যাখ্যা দেন যে নতুনদের দেখে নেওয়ার জন্য তিনি দলে রাখেননি সুনীলকে। এবার অবশ্য সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে পরপর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে দরকার বলেই মনে করেছেন এই তরুণ ভারতীয় কোচ।

শিবিরে যাঁরা ডাক পেলেন

গোলকিপার : অমরিন্দার সিং, গুরমিত সিং, গুরপ্রীত সিং সান্ধু

ডিফেন্ডার : আনোয়ার আলি, বিকাশ ইয়ুমনাম, চিঙ্গলেসানা সিং, মিঙ্গথামমাওয়াইয়া রালতে, মহম্মদ উবেইস, পরমবীর সিং, রাহুল ভেকে, রিকি হাওবাম, রোশন সিং নাওরেম

মিডফিল্ডার : আশিক কুরুনিয়ান, দানিশ ফারুখ, জিকসন সিং, জিতিন এমএস, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, নাওরেম মহেশ সিং, মহম্মদ আইমেন, নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, ভিবিন মোহানন

স্ট্রাইকার : ইরফান ইয়াদওয়াদ, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, মনবীর সিং (জুনিয়ার), মহম্মদ সানান কে, মহম্মদ সুহেল, পার্থিব গগৈ, সুনীল ছেত্রী ও বিক্রম প্রতাপ সিং।

বিশ্ব বক্সিংয়ের ফাইনালে জয়ের পর জেসমিন লাম্বোরিয়া (বাঁয়ে) ও মীনাক্ষী হুডা। লিভারপুলে রবিবার।

বিশ্ব বক্সিংয়ে সোনা জেসমিন, মীনাক্ষীর

লিভারপুল, ১৪ সেপ্টেম্বর : বক্সিংয়ে বিশ্বজয় করলেন ভারতের জেসমিন লাম্বোরিয়া ও মীনাক্ষী হুডা।

বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন ২৪ বছরের জেসমিন। মীনাক্ষী সোনা জিতলেন ৪৮ কেজি বিভাগে। এদিকে ৮০ উর্ধ্ব কেজি হেভিওয়েট বক্সিংয়ের ফাইনালে হেরে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল নূপুর শেওরানকে। ৮০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের আরেক মহিলা বক্সার পূজা রানি।

ফাইনালে জেসমিনের সামনে একরকম নতি স্বীকার করেন প্যারিস অলিম্পিকে রুপোজয়ী পোল্যান্ডের জুলিয়া জেরেমেতো। খেতাবি যুদ্ধে পোলিশ বক্সার পরাস্ত হন ৪-১ পয়েন্টে। সোনা জিতে উচ্ছ্বসিত জেসমিন জানালেন, প্যারিস অলিম্পিকের ব্যর্থতাই তাঁকে আরও শক্তিশালী করেছে। বলেছেন, 'প্যারিস অলিম্পিকে হেরে যাওয়ার পর থেকেই বাড়তি পরিশ্রম শুরু করি। নিজের কৌশল নিয়েও অনেক ভাবনাচিন্তা করেছি। অবশেষে পদক এল। এই সাফল্য গত এক বছরের নিরলস পরিশ্রমের ফল।' এর আগে ২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে বক্সিংয়ের লাইট ওয়েট বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন জেসমিন। এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চেও দেশের নাম উজ্জ্বল করলেন হরিয়ানার ২৪ বছরের বক্সার।

প্যারিস অলিম্পিকে পদকজয়ী বক্সার কাজাখাস্তানের নাজিম কিজাইবেকে পরাস্ত করে মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জিতলেন রুরকির অটোচালকের মেয়ে মীনাক্ষী। অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ীকে মীনাক্ষী হারান ৪-১ পয়েন্টে। আসলে ভারতীয় বক্সারের আগ্রাসী মানসিকতার সামনে একেবারেই সুবিধা করতে পারেননি নাজিম।

রুপো জিতে নূপুর শেওরান (বাঁয়ে)। ব্রোঞ্জ পেলেন পূজা রানি।

বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের হেভিওয়েট বিভাগে দেশকে সাফল্য এনে দিলেন নূপুর। ফাইনালে পোল্যান্ডের অগাতা কাজমারস্কার বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করলেও শেষপর্যন্ত ৩-২ পয়েন্টে হেরে যান। কাজেই রুপো জিতে সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতের ২৬ বছরের এই বক্সারকে। দেশকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন পূজা। সেমিফাইনালে পূজা ইংল্যান্ডের এমিলি অ্যাসকুইথের কাছে হেরে গিয়েছিলেন।

বিরাট-রোহিতকে রাখা হল না দলে

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে জল্পনা চলছিল।

অক্টোবরের অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের ওডিআই সিরিজে হয়তো দেখা যাবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে। যদিও সেই বিতর্কে এদিন জল ঢেলে দিলেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত 'এ' দলের তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে বিরাট-রোহিতকে ছাড়াই দল ঘোষণা করলেন তাঁরা।

কানপুরের গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামেই তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে ভারতীয় 'এ' দলকে নেতৃত্ব দেবেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে আইপিএল জয়ী অধিনায়ক রজত পাতিদার। শেষ দুই ম্যাচে (৩ ও ৫ অক্টোবর) অধিনায়ক তিলক ভার্মা। দুই দলেই উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েল।

এশিয়া কাপ শেষে তিলক, অভিষেক শর্মা, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানারা শেষ দুই ম্যাচে 'এ' দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। ঘোষিত দলে আছেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে আইপিএলে নজরকাড়া দিল্লির তরুণ ব্যাটার প্রিয়াংশ আর্যকে। আছেন আইপিএলে প্রিয়াংশের ওপেনিং পার্টনার প্রভসিমরান সিংও।

তিন ম্যাচের 'এ' সিরিজের সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই ভারতের সিনিয়ার দল অস্ট্রেলিয়ায় উড়ে যাবে সাদা বলে জোড়া সিরিজ খেলতে। যেখানে ওডিআই সিরিজে অংশ নেওয়ার কথা বিরাট-রোহিতের। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে। শেষবার ওডিআই ফরম্যাটে খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। ঘরের মাঠে 'এ' সিরিজ প্রস্তুতির ভালো মঞ্চ হতে পারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে 'এ' সিরিজের দল ঘোষণায় বিপরীত ছবি। সেক্ষেত্রে ম্যাচ প্র্যাকটিস ছাড়াই সরাসরি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সম্ভবত উড়ে যাবেন বিরাটরা।

'এ' দলের সিরিজে অভিষেক পোড়েল

প্রথম ম্যাচের দল : রজত পাতিদার (অধিনায়ক), প্রভসিমরান সিং, রিয়ান পরাগ, আয়ুষ বাদোনি, সূর্যাংশ শেডগে, বিপরাজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল, প্রিয়াংশ আর্য ও সিমরজিৎ সিং।

শেষ দুই ম্যাচের দল : তিলক ভার্মা (অধিনায়ক), রজত পাতিদার, অভিষেক শর্মা, প্রভসিমরন সিং, রিয়ান পরাগ, আয়ুষ বাদোনি, সূর্যাংশ শেডগে, বিপরাজ নিগম, নিশান্ত সিন্ধু, গুরজাপনীত সিং, যুধবীর সিং, রবি বিষ্ণোই, অভিষেক পোড়েল, হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিং।

১০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জিতে এষা সিং। হংকংয়ে।

ব্রোঞ্জ জিতলেন মেঘনা, শুটিংয়ে সোনা এষার

নিংবো, ১৪ সেপ্টেম্বর : আইএসএসএফ বিশ্বকাপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে সোনা জিতলেন ভারতের এষা সিং।

নিংবো অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টারে হাড্ডাহাড্ডি ফাইনালে প্যারিস অলিম্পিকের দুই পদকজয়ী চিনের কিয়ানজুন ইয়াও এবং কোরিয়ার ইয়েজিন ওহকে পেছনে ফেলেন এষা। তাঁর স্কোর ২৪২.৬। মাত্র ০.১ পয়েন্টের ব্যবধানে বাজিমাত করেন। পদক জিতে উচ্ছ্বসিত ভারতের ২০ বছরের শুটার বলেছেন, 'বিশ্বকাপে সোনা জয় দারুণ অনুভূতি। ফাইনালে স্নায়ুর চাপ সামলে জিততে পেরে আমি তৃপ্ত। এই সাফল্য বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

ভারতের আরেক শুটার রিদম সাঙ্গোয়ান এই বিভাগে শেষ করেন পাঁচ নম্বরে। বিশ্বকাপে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন ভারতের মেঘনা সাজ্জনার। এই সাফল্যের সুবাদেই পদক তালিকায় ভারত শেষ করল পাঁচ নম্বরে।

চিনের কাছে হারল ভারত

হাংঝৌ, ১৪ সেপ্টেম্বর : মহিলাদের এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে চিনের কাছে হেরে গেল ভারতীয় দল। সুপার ফোরের ম্যাচের মতো এবারও রেজাল্ট ১-৪। প্রথম মিনিটেই পেনাল্টি কর্নার থেকে নবনীত কাউরের করা গোলে ভারত এগিয়ে যায়। ২১ মিনিটে জিক্সিয়া ওউ খেলায় সমতা ফেরান। ৪১ মিনিটে লি হং হি এগিয়ে দেন চিনকে। ৫১ মিনিটে মেইরং জৌ ও পরের মিনিটে জিয়াকি ঝংয়ের গোলে ভারতের স্বপ্নভঙ্গ হয়।

আত্মহত্যার কথাও একসময় ভাবেন সামি!

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর : একটানা দাম্পত্য কলহ থেকে মানসিক অবসাদ। একসময় ভেবেছিলেন জীবন রেখে কী হবে। আত্মহত্যার কথাও মাথার মধ্যে এসেছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই পথে হাঁটেননি মহম্মদ সামি। আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকে। ঠিক করে নেন, ক্রিকেট সবকিছু দিয়েছে। তাঁকে ছেড়ে কেন জীবন দিতে যাব?

এক টিভি শোয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন সামি। তাঁর কথায়, বিয়ে করাটাই জীবনের সবথেকে বড় ভুল। ২০১৪ সালে সামি বিয়ে করেন অভিনেত্রী, মডেল হাসিন জাহানকে। কয়েক বছর কাটতে না কাটতে ২০১৮ সালে বিবাহবিচ্ছেদ। এখনও মামলা চলছে।

'বিরাট অলস বললেও কিছু মনে করি না'

দাম্পত্য জীবনের বিতর্কিত অধ্যায় নিয়ে এক টিভি শোয়ে সামি বলেছেন, 'জীবন আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়ে যায়। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বিয়ে করা। তবে কাউকে দোষ দিই না। আসলে আমারই দুর্ভাগ্য।'

পারিবারিক অশান্তির মধ্যে দেশের হয়ে খেলা। সামির কথায় অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ ছিল না। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্রিকেট খেলতে হলে মনঃসংযোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পারিবারিক অশান্তি ওইসময় অসম্ভব মানসিক চাপে ফেলে দিয়েছিল। সামির দাবি, চেষ্টা করেছিলেন নিজেদের মধ্যে বসে সমস্যা মিটিয়ে নিতে। কিন্তু একজন চাইলে তো হবে না সবকিছু। দুই পক্ষকেই বুঝতে হবে। কেউ অশান্তি মেটাতে না চাইলে অপর পক্ষের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও পথ থাকে না। তাঁরও ঠিক সেই হাল হয়েছিল।

প্রাক্তন স্ত্রীর অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। সবচেয়ে মারাত্মক সামির চরিত্র নিয়ে। নিজের স্বপক্ষে সামি যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমাকে নিয়ে অনেক মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমার ভুল ছবি দেখানো হয়েছে। যে সব জায়গায় কোনও দিন যাইনি, সেখানে আমাকে দেখানো হয়েছে। গত ৬-৭ বছর ধরে একের পর এক মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না।'

মহিলাদের নিয়ে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ, বারবার চর্চার কেন্দ্রে ছিল। সামির পালটা দাবি, ছোট থেকে মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমের শিক্ষাটা বাড়ি থেকে পেয়েছেন। কন্যাসন্তান জন্ম হলে বাড়িতে সবাই উৎসব করে। বাবা, দাদুকে কখনও মহিলাদের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতে দেখেননি। কিন্তু সবই ভাগ্য। তাই এইরকম দিন দেখতে হয়েছে।

পারিবারিক বিতর্কের পর টিভি শোয়ে উঠে আসে বিরাট কোহলির সঙ্গে সম্পর্কের কথা। সামি বলেছেন, 'মায়ের সঙ্গে বিরাটের অনেকবার কথা হয়েছে। কিন্তু সামনা-সামনি

> আমাকে নিয়ে অনেক মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমার ভুল ছবি দেখানো হয়েছে। যে সব জায়গায় কোনও দিন যাইনি, সেখানে আমাকে দেখানো হয়েছে। গত ৬-৭ বছর ধরে একের পর এক মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে, যার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না।
>
> **মহম্মদ সামি**
> *(প্রাক্তন স্ত্রীর সম্পর্কে)*

দেখা হয়নি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় মা খেলা দেখতে এসেছিলেন জেনে কোহলি নিজেই দেখা করতে গিয়েছিল।'

সাজঘরে সামিকে নিয়ে অবশ্য মজা করার সুযোগ হাতছাড়া করতেন না বিরাট। লালা ডাকনাম হোক বা সামিকে অলস বলা, বাদ নেই কোনও কিছু। সামি অবশ্য ব্যাপারটা উপভোগ করেন। তার কথায়, ভারতীয় সাজঘরে প্রত্যেকেরই এরকম কিছু ডাকনাম রয়েছে। তারও যেমন লালা। তবে কেন তাঁকে 'লালা' বলে ডাকা শুরু করে বিরাট, এখনও জানেন না।

অপরদিকে, 'অলস' বদনাম নিয়ে সামির পালটা যুক্তি, 'টেস্ট ম্যাচে শরীরের ওপর বাড়তি ধকল থাকে। যা কাটিয়ে উঠতে বাড়তি ঘুমিয়ে নিই। বিরাট বা কেউ এই নিয়ে আমাকে অলস বললে কিছু মনে করি না। মনে রাখতে হবে দলের সবচেয়ে কঠিন কাজটা ফাস্ট বোলাররাই করে। তাই সুযোগ পেলে একটু বিশ্রাম নিলে ক্ষতি নেই।'

সুদিন ফিরবে, আশ্বাস সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : দফায় দফায় বৈঠক। শেষবেলার প্রস্তুতি। আর সেই প্রস্তুতি শেষের পরই সন্ধ্যা ছয়টার সামান্য আগে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন তিনি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় একা নন, তাঁর সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন তাঁর পুরো 'টিম'ও। সিএবি-তে শুরু হয়ে গেল সৌরভের দ্বিতীয় ইনিংস।

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। তার আগে আজ মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন ছিল। প্রত্যাশা মতোই আজ বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ সিএবি-তে হাজির হয়ে

মনোনয়নপত্র পেশ করলেন

যান প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। বাবলু কোলে (সচিব), নিশীথরঞ্জন (অনু) দত্ত (সহ সভাপতি), মদন ঘোষ (যুগ্মসচিব), ছোটবেলার বন্ধু সঞ্জয় দাসদের (কোষাধ্যক্ষ) সঙ্গে বৈঠক সারলেন। জানা গিয়েছে, একান্ত ঘরোয়া ও রুদ্ধদ্বার সেই বৈঠকে তাঁর দলকে একসঙ্গে চলার পরামর্শ দিয়েছেন মহারাজ। সেই রুদ্ধদ্বার বৈঠকের সামান্য পরে মনোনয়নপত্র পেশ করলেন। বিরোধী শিবির থেকে কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয় বছর পর বাংলার ক্রিকেট সিংহাসনে সৌরভের বসে পড়া নেহাতই সময়ের অপেক্ষা এখন।

লোধা আইন মেনে হতে চলেছে সিএবি-র এজিএম। আজ মনোনয়নপত্র জমার পর স্পষ্ট, ২২ সেপ্টেম্বর কোনও নির্বাচনের সম্ভাবনা নেই। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি সৌরভ শিবিরে। তাছাড়া শেষ এক বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি পদে বসার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলায় বারবার

মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে দাদা স্নেহাশিসের সঙ্গে সিএবি থেকে বেরিয়ে আসছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতায় রবিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

> আমি নির্বাচনের জন্য তৈরি ছিলাম। গত দেড় বছর ধরে বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, পুরুলিয়ার মতো নানা জায়গায় গিয়েছি। সেখানকার ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছি। চেষ্টা করেছি, নির্বাচন হলে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার। যদিও নির্বাচন শেষপর্যন্ত হচ্ছে না।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

ছুটে গিয়েছেন মহারাজ। ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের ম্যাচে মাঠে হাজির হয়েছেন। শেষপর্যন্ত সিএবি সভাপতি পদে তাঁর প্রত্যাবর্তন আজ নিশ্চিত হয়ে গেল। মনোনয়ন পেশ করার পর সৌরভ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বাংলা ক্রিকেটের সুদিন ফেরানোর। বলেছেন, 'আমি নির্বাচনের জন্য তৈরি ছিলাম। গত দেড় বছর ধরে বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদা, পুরুলিয়ার মতো নানা জায়গায় গিয়েছি। সেখানকার ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেছি। চেষ্টা করেছি, নির্বাচন হলে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। যদিও নির্বাচন শেষপর্যন্ত হচ্ছে না।'

২০১৯ সালে সিএবি সভাপতি পদ থেকেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের শীর্ষ পদে বসেছিলেন তিনি। মাঝে ছয় বছর পার। সিএবি-তে দুজন সভাপতি তাঁদের কাজ করেছেন। কিন্তু বঙ্গ ক্রিকেটে সাফল্য অধরাই থেকে গিয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর সৌরভ সিএবি সভাপতি পদে বসার দিন কয়েকের মধ্যেই শুরু হয়ে যাচ্ছে রনজি ট্রফি। বাংলা ক্রিকেট দল আপাতত কল্যাণীর মাঠে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলছে। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও বাংলা দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কি আপনি কথা বলবেন? সৌরভের জবাব, 'অবশ্যই বলব। ওরা ওদের কাজ ও দায়িত্ব জানে। কিন্তু তারপরও বাংলা ক্রিকেটের সুদিন ফেরানোর লক্ষ্যে ওদের সঙ্গে কথা তো বলতেই হবে।'

এক নজরে
সিএবি-র নয়া কমিটি

সভাপতি
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

সহ সভাপতি
নিশীথরঞ্জন (অনু) দত্ত

সচিব
বাবলু কোলে

যুগ্ম সচিব
মদন ঘোষ

কোষাধ্যক্ষ
সঞ্জয় দাস

অ্যাপেক্স কাউন্সিল
নীলাঞ্জনা বসু, সৌমিক বসু, সৌমেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, বিবেক লোহিয়া, রবি টোডি, আশিস চক্রবর্তী, নভরতন ঝাওয়ার, সুরজিৎ লাহিড়ি, গৌতম গোস্বামী, কৌশিক মুখোপাধ্যায়।

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলা ক্রিকেটে বিস্তর দুর্নীতি হয়েছে। যুগ্মসচিব পদে থাকা দেবব্রত দাসকে যার জন্য পদও ছাড়তে হয়েছে। অতীতে কখনও বঙ্গ ক্রিকেট প্রশাসনে না হওয়া ঘটনা প্রসঙ্গেও আজ মুখ খুলেছেন সৌরভ। বলেছেন, 'কোনও সংস্থাতেই এমন ঘটনা হয় না। যদিও অতীত ভুলে আমাদের সামনে তাকাতে হবে।' এদিকে, সৌরভ ও তাঁর দলের মনোনয়নপত্র পেশের পর পুরো কমিটি যেমন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, তেমনই অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্যদের নামও সামনে এসেছে আজ। জানা গিয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর এজিএমের দিন অ্যাপেক্সে কো-অপ্ট করা হবে প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবাং গান্ধি ও কেয়া রায়কে।

৮ উইকেটে হার হরমনদের

চণ্ডীগড়, ১৪ সেপ্টেম্বর : চলতি মাসের শেষের দিকে শুরু মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে তিন ম্যাচের প্রস্তুতি সিরিজের প্রথমটিতে রবিবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৮ উইকেটে হারল হরমনপ্রীত কাউরের ভারত। ৩৫ বল বাকি থাকতেই অজিদের ২৮২ রানের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন বেথ মুনি (৭৭) ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড (৫৪) জুটি। তার আগে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন হরমনপ্রীত। সেই সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখেন দলের প্রথম তিন ব্যাটার। প্রতীকা রাওয়াল (৬৪), স্মৃতি মান্ধানা (৫৮) এবং হার্লিন দেওল (৫৪)-তিনজনেই অর্ধশতরান করেন। যদিও মিডল অর্ডারে রান পাননি হরমনপ্রীত (১১), জেমিমা রডরিগেজরা (১৮)। দাগ কাটতে পারেননি শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (২০ বলে ২৫)। ভারত থামে ২৮১/৭ স্কোরে।

রান তাড়ায় নেমে কখনোই ম্যাচের রাশ আলগা হতে দেননি অ্যালিসা হিলি (২৭)-ফোয়েবে লিচফিল্ডরা (৮৮)। সেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুনি ও সাদারল্যান্ড তৃতীয় উইকেটে অপরাজিত ১১৬ রানের জুটিতে জয় এনে দেন।

কাজে এল না প্রতীকা রাওয়ালের অর্ধশতরান। রবিবার চণ্ডীগড়ে।

ফাইনালে হার লক্ষ্য, চিরাগদের

কোওলুন, ১৪ সেপ্টেম্বর : চিনের প্রাচীরে আটকে গেল ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন। হংকং ওপেন ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে লক্ষ্য সেনকে ১৫-২১, ১২-২১ পয়েন্টে হারিয়ে দিলেন দ্বিতীয় বাছাই চিনের লি শিফেং। চিনের লিয়াং ওয়েইকেং-ওয়াং চাং পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে প্রথম গেম জিতেও হেরে গিয়েছেন সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। ৬১ মিনিটের লড়াইয়ে ম্যাচের ফল ভারতীয় জুটির বিপক্ষে ২১-১৯, ১৪-২১ ও ১৭-২১।

পাঁচ বিদেশিতেই হয়তো শুরু করবেন সবুজ-মেরুন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : অনুশীলন করে তখন সাজঘরে ঢুকে গিয়েছেন দলের বেশিরভাগ সদস্যই।

মেরিনার্স অনসাইডের সদস্যরা এসিএল টুয়ের জন্য গোটা দলকে শুভেচ্ছা জানাতে স্মারক ও উত্তরীয় সাজিয়েও ফেলে দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। তারপর একে একে সাজঘরে ফিরলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, বিশাল কেইথ, লিস্টন কোলাসো, রবসন রবিনহো, জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্সরা। সঙ্গে কোচ হোসে মোলিনা। বোঝা গেল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বাড়তি ঘাম ঝরানোর পাশাপাশি বিশেষ পরিকল্পনা সাজিয়ে নিলেন কোচ। এদিনই প্রথম পাঁচ বিদেশিকে প্রথম একাদশে রেখে অনুশীলন করান হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। মনবীর সিং একেবারেই খেলতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় কিয়ান নাসিরি নাকি রবসন, তা নিয়ে সামান্য ধাঁধা আছে। যদিও দলসূত্রে খবর, শুরু সম্ভবত ব্রাজিলীয়ই করবেন। তিনি যদি ৫৫-৬০ মিনিট খেলে দিতে পারেন তাহলে পরে আসবেন কিয়ান। সামনে ম্যাকলারেন ও তাঁর একটু পিছন থেকে কামিন্স। দিমি এখনও পুরো ফিট নন। তিনি পরিবর্ত হিসাবেই আসবেন। তারপরও অবশ্য ফ্যান ক্লাব সদস্যদের মধ্যে সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা দেখা গেল এই অজিরই। এক ক্ষুদে সমর্থক সংভিক কয়াল নিজের জন্মদিনের কেকটা কাটল দিমির সঙ্গেই। সেন্টার ব্যাকে মেহতাব সিংকে হয়তো খেলবেন না কিন্তু তবু তাঁকে একবার টম আলড্রেডের সঙ্গে খেলিয়ে দেখে নিলেন কোচ। প্রচুর সেটপিস করালেন মোলিনা। গোটা দলটাকে দেখেই মনে হয়েছে তাঁরা এই ম্যাচটাকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আর এইজন্যই সমর্থকদের পাশে পেতে বাড়তি আগ্রহ দেখাচ্ছেন মোলিনা অ্যান্ড কোং। বারবারই তাঁর গলায় 'জয় মোহনবাগান' শোনা গেল ফ্যান ক্লাবের সঙ্গে সময় কাটাতে এসে। দ্বাদশ ব্যক্তিরাই শেষপর্যন্ত অস্ত্র হয়ে উঠুন, এটাই হয়তো তাঁদের প্রার্থনা।

অধিনায়কের পরিকল্পনায় অনুমোদন সতীর্থদের

সলমনের সঙ্গে হাত মেলালেন না সূর্য

দুবাই, ১৪ সেপ্টেম্বর : পরিকল্পনা ভারত অধিনায়কের। আর অধিনায়কের সেই পরিকল্পনায় অনুমোদন তাঁর সতীর্থদের।

নিট ফল, দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা শুরুর আগে টিম ইন্ডিয়ার 'অপারেশন সিঁদুর।' বিপক্ষ অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে করমর্দন এড়িয়ে যাওয়া। ভদ্রলোকের খেলা ক্রিকেটে এমন ঘটনা নজিরবিহীন।

ভারত-পাক মহারণ নিয়ে গত কয়েকদিনে কম আলোচনা, বিতর্ক হয়নি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে পাক ম্যাচ বয়কটের কথাও বলা হয়েছিল। ধারাবাহিকভাবে এমন ঘটনার প্রভাব যে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরেও প্রবলভাবে ছিল, আজ মহারণের আগে টসের সময় প্রমাণ হয়ে গেল। দুই অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সলমন একসঙ্গেই টস করতে বাইশ গজের সামনে হাজির হলেন। টস হল। পাকিস্তান টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্তও নিল। কিন্তু ভারত অধিনায়ক তাঁর প্রতিপক্ষ নেতার দিকে ঘুরেও তাকালেন না। করলেন না করমর্দনও। ম্যাচ রেফারির হাতে টিম লিস্ট দিয়ে গটগট করে হেঁটে ফিরে গেলেন ভারতীয় সাজঘরের দিকে।

পহলগাম কাণ্ড। পাক জঙ্গিদের নির্মমতার শিকার ২৬ প্রাণ। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনা অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে জবাব দিয়েছিল। আজ দুবাইয়ের মাঠে খেলার আগে টসের সময় বিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে হ্যান্ডসেক না করে স্কাই বুঝিয়ে দিলেন, মাঠের বাইরের সেই ঘটনার কথা ভারতীয় ক্রিকেট দলও ভোলেনি। এমন চমকপ্রদ ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর ভারতীয় দলের অন্দরমহল থেকে জানা গিয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। অধিনায়ক সূর্যকুমার বিপক্ষ অধিনায়কের সঙ্গে টসের সময় হাত না মেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দুপুরের দিকে দলের বৈঠকে কোচ গৌতম গম্ভীর ও বাকি সতীর্থদের তাঁর পরিকল্পনার কথা জানান সূর্য। সবার প্রথমে অধিনায়কের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান কোচ গম্ভীর। পরে বাকিরাও। সেই পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে টসের সময়।

মুখ ফিরিয়েই থাকলেন সূর্যকুমার যাদব ও সলমন আলি আঘা। দুবাইয়ে রবিবার।

দুবাইয়ের মাঠে ভারত-পাক মহারণ শুরুর আগে আজ আরও একটি বিষয় সামনে এসেছে। টসের আগে শেষ মুহূর্তের টিম হার্ডলে কোচ গম্ভীর পুরো দলকে পেপ টক দেন। তাঁর কথায় সূর্য, শুভমান গিলরা রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে পাকিস্তানের দখল নেওয়ার প্রতিজ্ঞা সারেন। তারপরই পাকিস্তানের উপর শুরু হয় টিম ইন্ডিয়ার 'অপারেশন সিঁদুর'।

২.২৫ মিটার লাফিয়ে হাই জাম্পের ফাইনালে উঠলেন সরবেশ কুশারে।

ফাইনালে উঠে নজির সরবেশের

টোকিও, ১৪ সেপ্টেম্বর : ২০১৯ সালের সাউথ এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। কিন্তু গত বছরের প্যারিস অলিম্পিকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। তবে রবিবার টোকিওতে একেবারে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেললেন নাসিকের সরবেশ কুশারে। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে হাই জাম্প ইভেন্টে ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে ফাইনালে উঠলেন তিনি। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের নিয়মানুযায়ী, ফাইনালে ওঠার জন্য অ্যাথলিটদের হয় ২.৩০ মিটার লাফাতে হত, নয়তো দুই গ্রুপ মিলিয়ে সেরা ১২ জনের মধ্যে থাকতে হত। প্রথম সমীকরণ কেউই মেলাতে পারলেন না। কিন্তু ২.১৬ মিটার দিয়ে শুরু করার পর সরবেশ দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ২.২৫ মিটার লাফিয়ে সেরা ১২ জনের মধ্যে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলেন।

ফাইনালে উঠে ৩০ বছরের সরবেশ বলেছেন, 'ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। ফাইনালে ওঠার অনুভূতি দুর্দান্ত। যোগ্যতা অর্জন পর্বের লড়াই কিছুটা সহজ ছিল। ফাইনালে আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে নামতে হবে।'

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ

এদিকে, পুরুষদের ১০ মিটারের ফাইনালে ১৬ নম্বরে শেষ করলেন গুলবীর সিং। তিনি দৌড় সম্পূর্ণ করতে ২৯ মিনিট ১৩.৩৩ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন।

জেসিন জাদুতে জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৩ (জেসিন-২, ডেভিড)
ডায়মন্ড হারবার-১ (কিমা)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : রবিবার ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণ আগে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সিনিয়ার দলের কোচ কিবু ভিকুনা পরিচিত সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'সাধারণত লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলিতে প্রথমে যারা গোল করে, তারাই ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পায়।' তার ধারণা যে কতটা সঠিক ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ম্যাচের পরে। কলকাতা লিগে সুপার সিক্সের দ্বিতীয় ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারকে সহজেই ৩-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচের প্রথম মিনিটেই ধাক্কা খেয়েছিল ডায়মন্ড। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন ডিফেন্ডার রুহুল কুদ্দুস পুরকাইত। প্রথম গোলের জন্য ইস্টবেঙ্গলকে অপেক্ষা করতে হয় ২৭ মিনিট পর্যন্ত। বাঁদিক থেকে পিভি বিষ্ণুর মাইনাস থেকে ফিনিশ করেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

দ্বিতীয়ার্ধের ৭১ মিনিটে পলের ফ্রি কিক থেকে গোল করে ডায়মন্ডকে সমতায় ফেরান ডিফেন্ডার সাইরুয়াত কিমা। কিন্তু ৭৪ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাস থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন জেসিন টিকে। ম্যাচের শেষ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান এই কেরালাইট স্ট্রাইকার।

গোল করে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা।

আপাতত সুপার সিক্সে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ জয়ের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জায়গায় রইল ইস্টবেঙ্গল। অঙ্ক বলছে, শেষ ম্যাচে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারালে সরাসরি চ্যাম্পিয়ন হবে তারা। এদিন সুপার সিক্সের অপর ম্যাচে ক্যালকাটা কাস্টমসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস। একটি গোল করেন উত্তরবঙ্গের স্ট্রাইকার সুজল মুন্ডা। অপর গোলটি করেন উইঙ্গার অমিত বসাক।

In loving memory of Krishna Banerjee

Retired Teacher, MSc, B.Ed (Agarpara Ushumpur Adarsha Uchcha Vidyalaya-Boys) gifted mathematician & Rabindrasangeet singer. She passed away on September 8, 2025 after a brief illness. She is deeply missed. Vihaan, Surender, Soumi and Brojeswar, Brothers & Sisters, Family Members, employees of Rater Tara Diner Rabi Resort, Santiniketan & Resort Gorumara Riverside, Lataguri, Dooars.

মেসির পেনাল্টি মিস, হার মায়ামির

ওয়াশিংটন, ১৪ সেপ্টেম্বর : মেজর সকার লিগে বড় হার ইন্টার মায়ামির।

শার্লটের কাছে ৩-০ ফলে বিধ্বস্ত হয়েছে ইন্টার মায়ামি। এই ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন মহাতারকা লিওনেল মেসি। এমনকি পেনাল্টিও মিস করেছেন তিনি। অন্যদিকে হ্যাটট্রিক করেন শার্লটের ইডেন টোকলামাটি।

কার্ড সমস্যায় এই ম্যাচে ছিলেন না লুইস সুয়ারেজ। ৩২ মিনিটেই পেনাল্টি পেয়েছিল ইন্টার মায়ামি। তবে পেনাল্টি থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারেননি মেসি। তাঁর নেওয়া পানেনকা শট সেভ করেন শার্লট গোলরক্ষক ক্রিশ্চিয়ান খালিনা। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে ইডেন টোকলামাটি গোল করে শার্লটকে এগিয়ে দেন। ৪৭ ও ৮৪ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। ৭৯ মিনিটে টমাস আভিলেস লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় মায়ামিকে। আপাতত এই ম্যাচের পর ২৬ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছে ইন্টার মায়ামি।

বাগানকে হারানোর হুংকার আনায়েভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর : আহল এফকে দলের বাকি সদস্যদের কাছে কলকাতা একেবারেই অচেনা। ব্যতিক্রম কেবল এনভের আনায়েভ।

গত মরশুমে এফকে আর্কাদাগ দলে ছিলেন। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে ভারতে এসেছিলেন। সেবার লাল-হলুদকে ১-০ গোলে হারিয়েছিল তুর্কমেনিস্তানের ক্লাব আর্কাদাগ। ওই ম্যাচে মাঠেও নেমেছিলেন আনায়েভ। এবার লোনে তাঁকে সই করিয়েছে আহল এফকে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে কলকাতায় এসেছেন।

দ্বিতীয়বার ভারতে পা রেখে মোহনবাগানকে হারানোর হুংকার ছুড়ে দিলেন আনায়েভ। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকারে তুর্কমেনিস্তানের ২৩ বছরের ফুটবলার বলেছেন, 'এই শহর আমার অচেনা নয়। এখানকার মানুষ খুবই আন্তরিক। এবার নতুন দলের হয়ে কলকাতায় এসেছি। তবে লক্ষ্যটা একই আছে। ম্যাচটা জিততে চাই। তার জন্যই তৈরি হচ্ছি।' এনভার জানালেন, গতবার ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা সতীর্থদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। বলেছেন, 'এখানে আসার আগেই দলের বাকি সদস্যদের কলকাতার পরিবেশ নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছি। বলেছি এখানকার আবহাওয়া একটু গরম। যা দলকে কিছুটা উপকৃত করেছে।' তাঁর সংযোজন, 'এখানকার দর্শকদের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। ৪০-৫০ হাজার মানুষ গ্যালারিতে চিৎকার করে। দুর্দান্ত পরিবেশ তৈরি হয়।'

আর্কাদাগের হয়ে চ্যালেঞ্জ লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় অভিজ্ঞতা কেমন? উত্তরে আনায়েভ বলেছেন, 'বিশ্বাস করুন ট্রফি ছোঁয়ার অনুভূতি সত্যিই অসাধারণ। এমন পর্যায়ে খেতাব জেতা সব ফুটবলারেরই স্বপ্ন থাকে। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারা সত্যিই খুব স্পেশাল।' আর্কাদাগে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আহলকেও এবার এশিয়ার আঙিনায় ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আনায়েভ।

ভাঙছে পাকিস্তান। উইকেট শিকারি অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সূর্যর।

খেতাবের কাছে মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ১৪ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে জয়ের একদম কাছে পৌঁছে গিয়েছে মধ্যাঞ্চল। জেতার জন্য শেষদিনে তাদের করতে হবে ৬৫ রান। হাতে দশটি উইকেট রয়েছে।

রবিবার ম্যাচের চতুর্থদিনে ২ উইকেটে ১২৯ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামে দক্ষিণাঞ্চল। পুরো সময় ব্যাট করে তাদের ইনিংস শেষ হয় ৪২৬ রানে। মাত্র ১ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন অঙ্কিত শর্মা। সি আন্দ্রে সিদ্ধার্থ ৮৪ রানে অপরাজিত থাকেন। মধ্যাঞ্চলের পক্ষে কুমার কার্তিকেয় সিং ৪টি ও সারাংশ জৈন ৩টি উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬৪ রানের লিড নিয়েছে দক্ষিণাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণাঞ্চল ১৪৯ রানে অল আউট হয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৫১১ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে মধ্যাঞ্চল। যার ফলে ৩৬২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছিল দক্ষিণাঞ্চল।

ট্রফি নিচ্ছে কোতোয়ালি একাদশের ফুটবলাররা। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

চ্যাম্পিয়ন কোতোয়ালি একাদশ

মাথাভাঙ্গা, ১৪ সেপ্টেম্বর : ঝংকার ক্লাবের কল্পনা বর্মন ট্রফি ৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার কোতোয়ালি একাদশ। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মাটিয়ারকুঠি পিএসএস-কে হারিয়েছে। এটিম মাঠে গোল করেন সুপন মারাক। যুগ্মভাবে ফাইনালের সেরা সুপন ও পিএসএস-এর সন্দীপ বর্মন। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে পিএসএস।

এশিয়া কাপে আজ

সংযুক্ত আরব আমিরশাহি বনাম ওমান
সময় : বিকাল ৫টা, **স্থান :** আবু ধাবি
হংকং বনাম শ্রীলঙ্কা
সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** দুবাই
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

রামভোলিয়ান্সের ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ১৪ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রামভোলিয়ান্সের ৭ দলীয় ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ২০০৭ কম্বাইন্ড প্রাক্তনী ও ২০১৮ প্রাক্তনীর উদ্বোধনী ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে ২০০৭ সালের রশিদুল হক ম্যাচের সেরা হয়েছে। পরে নব্বইয়ের দশক প্রাক্তনী ও ২০২২ প্রাক্তনীর ম্যাচও গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা নব্বইয়ের দশকের সুব্রত সেন। সোমবার দুইটি ম্যাচ হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি রাহুলকুমার রায়।

ম্যাচের সেরা রশিদুল হক। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ম্যাচের সেরা হয়ে এনএসপি-র টাই। ছবি : শতাব্দী সাহা

টাইয়ের হ্যাটট্রিকে জয়ী এনএসপি

চ্যাংরাবান্ধা, ১৪ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা নেহরু পাঠাগার ক্লাবের নেহরু কাপ নৈশ ফুটবলে রবিবার হলদিবাড়ি এনএসপি ৩-১ গোলে শিলিগুড়ি বর্মন ব্লাস্টারকে হারিয়েছে। খেতাবেচা ফুটবল মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা হলদিবাড়ির টাই। শিলিগুড়ির গোলটি উজ্জ্বল শীলের। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে কালিম্পং মৌলানি ডুয়ার্স অ্যাকাডেমি ও ধূপগুড়ি ইউনাইটেড এফসি।

পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছেন মুলতি দেবনাথ।

ওয়েট লিফটিংয়ে রাজ্যসেরা মুলতি

দিনহাটা, ১৪ সেপ্টেম্বর : পূর্ব বর্ধমানে রাজ্য ওয়েট লিফটিংয়ে মেয়েদের ৭৯ কেজি ওজন বিভাগে সোনা জিতলেন মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের মুলতি দেবনাথ। তিনি স্ন্যাচে ৫০ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ৬৫ কেজি ওজন তুলেছেন। সবমিলিয়ে ১১৫ কেজি ওজন তুলে মুলতি খেতাব জিতে নেন। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য মুলতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা ওয়েটলিফটিং সংস্থার সচিব বিভুরঞ্জন সাহা।

ম্যাচ স্থগিত

হলদিবাড়ি, ১৪ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে রবিবার বৃষ্টির কারণে কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতি ও হলদিবাড়ি মাজার শরিফের ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। যুব সংঘের সভাপতি ভূপেন রায়বসুনিয়া জানিয়েছেন, ম্যাচটি পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার খেলবে কাশিয়াবাড়ির জেএসকে সেভেন স্টার ও ভারতীয় যুব সংঘ।

টানা চতুর্থ জয় লিভারপুলের

ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বি সিটির

লন্ডন, ১৪ সেপ্টেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে গত দুই ম্যাচে হারের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। কিন্তু রবিবার পড়শি ক্লাবকে সামনে পেতেই জ্বলে উঠল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড। ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে জয়ের সরণিতে ফিরল ম্যান সিটি। তাদের জয়ের নায়ক আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ১৮ মিনিটে অবশ্য সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফিল ফোডেন। ৫৩ মিনিটে লিড ডাবল করেন হাল্যান্ড। ৬৮ মিনিটে তাঁর দ্বিতীয় গোল ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে সিটিকে জয় এনে দেয়।

জয়ের হ্যাটট্রিকে চলতি প্রিমিয়ার লিগে 'পারফেক্ট স্টার্ট' করেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। তবে রবিবার পয়েন্ট নষ্ট করার দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল আর্নে স্লটের দল। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে পেনাল্টি থেকে বল জালে রেখে বার্নলের বিরুদ্ধে লিভারপুলের জয় আনলেন মহম্মদ সালাহ।

এদিন চ্যাম্পিয়নের মেজাজেই শুরু করেছিলেন সালাহ, হুগো একিতিকেরা। কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে লিভারপুলের স্ট্রাইকাররা খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। ২৭টি শট নিয়েও মাত্র চারটি লক্ষ্যে রাখতে পারা সেটারই প্রমাণ। তবে ৮৪ মিনিটে লেসলি উগোচুকুর লাল কার্ড দেখা লিভারপুলের কাজ সহজ করে দেয়। শেষপর্যন্ত সালাহর গোলে ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্লট ব্রিগেড। এদিকে, এগিয়ে গিয়েও ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল চেলসি। ৩৫ মিনিটে পিছিয়ে পড়ার পর ৬১ ও ৮৫ মিনিটে কোল পামার এবং মোয়েস কাইসেডো ব্লুজদের এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে ফ্যাবিও কার্ভালিহোর গোল চেলসিকে পুরো পয়েন্ট নিতে দেয়নি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা সুদীপ ধানক - কে 21.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 13948 নম্বরের টিকিটি এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচের বিনিময়ে আমি কল্পনাও করতে পারিনি ডিয়ার লটারি থেকে পুরস্কার স্বরূপ এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করবো। আমি নিজে খুব আনন্দ ও গর্বিত বোধ করছি। এই অকল্পনীয় একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।